শিশুতোষ

আল হাদীসের গল্প

১

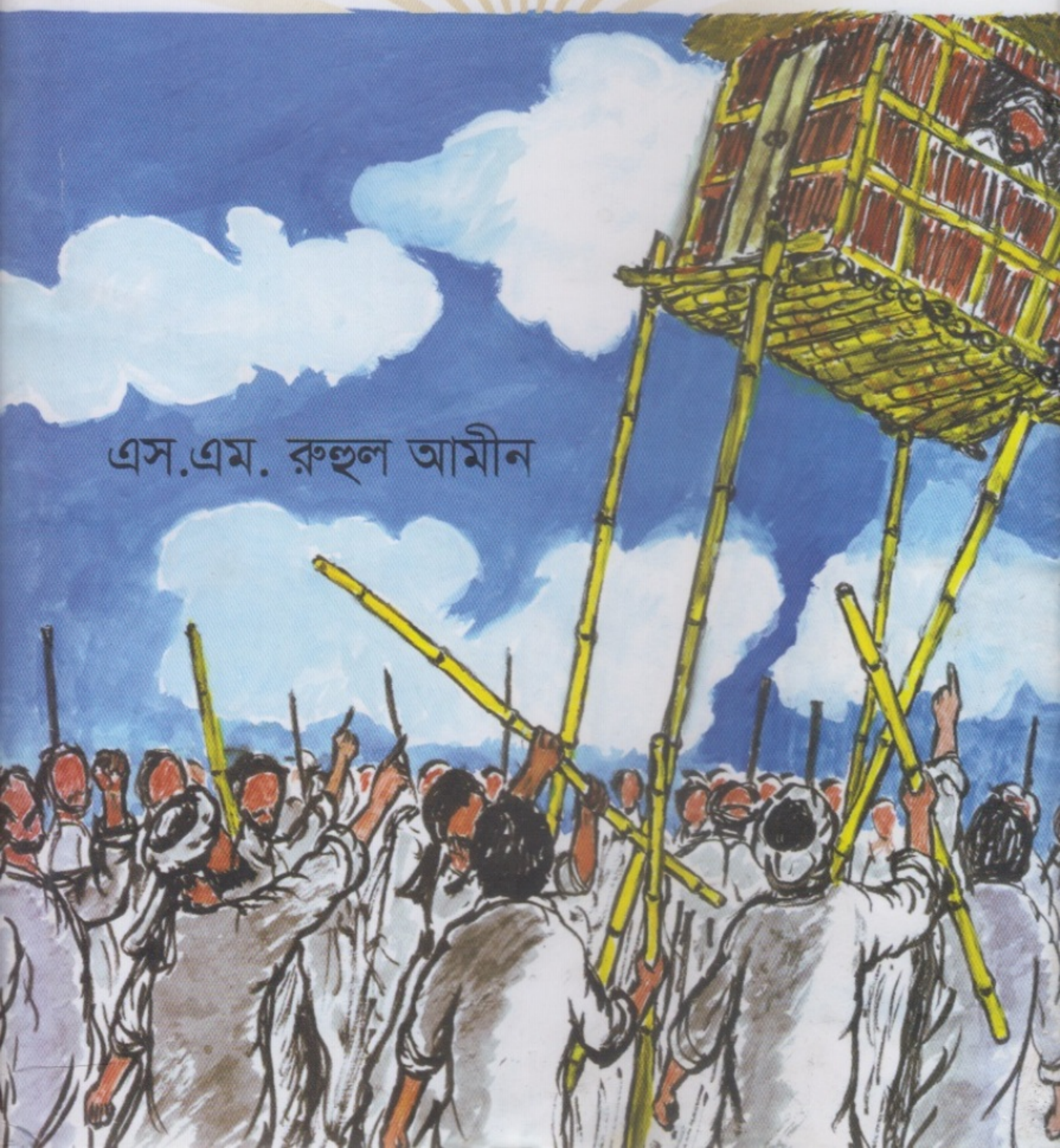

এস.এম. রুহুল আমীন

এস. এম রুহুল আমীন

সমকালীন বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ঐতিহ্য ও ভাবধারার অগ্রগণ্য কলমসৈনিকদের মধ্যে তিনি একজন মননশীল লেখক। পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া এই শব্দ সৈনিক দু'দশকেরও বেশি সময়ধরে সাহিত্য সাধনায় রয়েছেন।

নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখা-পড়ায় হাতেখড়ি। এর পর একে একে শিক্ষা জীবনের ধাপগুলো পেরিয়ে সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা থেকে মাদরাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর কামিল হাদিস বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণি লাভ করেন। পাশাপাশি মেধাতালিকায় স্থানসহ অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। সমাজ সচেতন জীবনমুখী এই লেখক ছাত্রজীবনে মাধ্যমিক স্তর থেকে লেখালেখি শুরু করেন। এরপর শুরু হয় নিরন্তর পথ চলা।

এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও রম্য রচনা এবং কলাম লিখছেন নিয়মিতভাবে। ১৯৯৮ সালে লেখকের বই 'পথ ও পাথেয়' প্রথম প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তিনি সম্পাদনা করেন মাসিক নয়া চাবুকসহ বেশ কিছু সাময়িকী।

প্রতিশ্রুতিশীল এই লেখক চাকুরী জীবনের শুরুতে প্রভাষক হিসেবে দক্ষিণবঙ্গ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ পটুয়াখালীতে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি একটি প্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন উর্ধতন কর্মকর্তা হিসেবে।

এছাড়াও তিনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থেকে নিরলসভাবে জাতিগঠন ও সমাজ উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছেন।

লেখকের অন্যান্য বই

- নির্বাচিত কুরআন হাদিস- পথ ও পাথেয়
- নির্বাচিত কুরআন হাদিস (ইংরেজি ভার্সন)-পথ ও পাথেয়
- কারাগার ডায়েরী ও কিছু স্মৃতি
- ইসলামের দৃষ্টিতে- ভোট-ভোটার ও নির্বাচন
- আল কুরআনের গল্প-১
- আল কুরআনের গল্প-২

মুসলিম ভিলেজ

www.pathagar.com

শিশুতোষ

আল হাদীসের গল্প

১

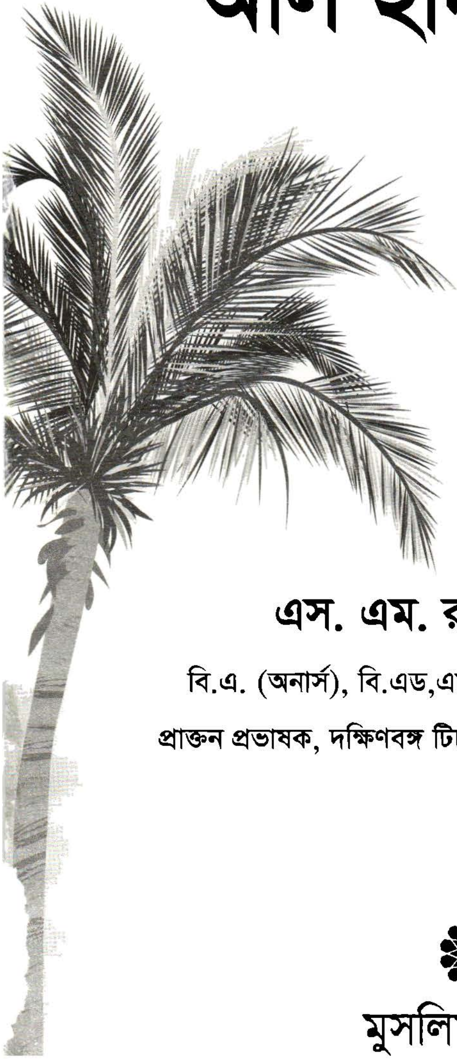

এস. এম. রুহুল আমীন

বি.এ. (অনার্স), বি.এড,এম.এম.এম.এ (ফার্স্ট ক্লাস)

প্রাক্তন প্রভাষক, দক্ষিণবঙ্গ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, পটুয়াখালী

মুসলিম ভিলেজ

www.pathagar.com

শিশুতোষ

আল হাদীসের গল্প-১

এস. এম. রুহুল আমীন

অঙ্গসজ্জা ও প্রকাশক ঃ মুহাম্মদ মামুন বেপারী

পরিচালনায় ঃ হফেজ মোঃ ফয়সাল

প্রচ্ছদ ঃ এফ. রহমান মোল্লা

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর-২০১৭ ঈসায়ী

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ জমাদিউস সানি-১৪৪০ হিজরি
মার্চ- ২০১৯ ঈসায়ী
ফাল্গুন- ১৪২৫ বাংলা

স্বত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায় ঃ মুসলিম ভিলেজ
২২৯ নিউ এ্যালিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
E-mail: mvillagebd@gmail.com
মোবাইল: ০১৭১১১৭৮৩১৪, ০১৯১৫২২১৯৭৫

মূল্য ঃ ১৪০ টাকা মাত্র।

অনলাইন পরিবেশক ঃ www.muslimvillagebd.com

/Muslimvillagebd

রকমারি.com [redacted] Wafi Life

AL HADITHER GOLPO-1 Writter by S.M Ruhul Amin. Published by Muhammad Mamun Bapari, “Muslim Village”.

ISBN: 978-984-94258-0-9 Price: 140 tk $ 15

www.pathagar.com

উৎসর্গ

মরহুমা মা ও বাবা

এবং

আদরের রুহামা

নাকীব ও রাইমাসহ

বাংলা ভাষাভাষি সকল শিশুকে।

www.pathagar.com

লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ।

যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। যার অপার কৃপায় আল হাদীসের গল্প-১ বইটি প্রকাশিত হচ্ছে। বীজ ছাড়া মহীরুহ গাছ অকল্পনীয়। তার চেয়েও অবাস্তব ও অসম্ভব শিশু ছাড়া আগামীর ভবিষ্যত। আগামী প্রজন্ম ও ভবিষ্যতের বীজ বপন অতীব জরুরী এবং আজকেই।

ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে। ঘুমন্ত পিতা ও সুপ্ত প্রতিভা জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের। সে দায়িত্ববোধ থেকে শিশুতোষ সাহিত্য রচনার সুকঠিন কাজে সামান্যতম প্রচেষ্টা।

হারিয়ে যাওয়া সোনালী অতীত এবং নৈতিকতা ভিত্তিক সাহিত্যের বলা যায় মরুভুমিতে ফসল ফলানোর চেষ্টা। আর এ চেষ্টায় যারা সাহস যুগিয়েছেন আমি তাদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বইটির মনোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত দিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবি আল মাহমুদ, আমার শ্রদ্ধাভাজন স্যার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক স্কলার প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. ইয়াহইয়া মান্নান। তাদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

বইটি প্রকাশে যারা সহযোগিতা করেছেন সেই কর্তৃপক্ষ ও বন্ধুমহল যারা বিভিন্ন পরামর্শ এবং এ কাজে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ তাদের প্রত্যেককে দিন উত্তম প্রতিদান।

স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার সোনার মানুষ তৈরিতে যদি বইটি সামান্যতম উপকারে আসে তাহলে শ্রমসার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। সর্বোপরি পাঠক মহলের সুদৃষ্টি এবং আগামী প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করছি।

আল্লাহ কবুল করুন আমাদের প্রত্যেককে।

এস. এম. রুহুলআমীন

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। লেখকের সৃজনশীল লেখা **'আল হাদীসের গল্প-১'** বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমাদেরকে ধন্য মনে করছি। বইটির নাম গল্প হলেও প্রচলিত অর্থে এটি কোন গল্প নয়। শিশুতোষ হোলেও শুধু শিশুদেরই খোরাক যোগাবেনা। এটা শিক্ষা পাগল সব বয়সের মানুষকে দিবে চিরন্তন শিক্ষা। যোগাবে মনের খোরাকও।

পথহারা মানুষকে দিবে পথের দিশা। আলো জ্বালাতে থাকবে যুগ থেকে যুগান্তর। বইটি সাজানো হয়েছে পাঠ্য পুস্তকের অনুসরণে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো করতে পারবে তাদের পাঠ্য তালিকার অন্তরভূক্ত সহপাঠ হিসেবে। কাজ করবে আগামী দিনের জাতি গঠনে সুপাঠ্য হিসেবে।

লেখকের অন্য বইগুলোর মতো পাঠক প্রিয়তা অর্জন করবে এটাও। এটাই আমাদের প্রত্যাশা। লক্ষ্য অর্জন হবে শতভাগ। সর্বোপরি আমাদের দুর্বলতা না থাকলেও অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটির জন্য সুহৃদ পাঠকের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি আশা করছি বিনীতভাবে। আবারো মহান আল্লাহর করুণা বৃষ্টির অপেক্ষায় রইলাম আমরা দু'হাত তুলে মহামহিমের দরবারে। আল্লাহ হাফিজ।

বিনীত

এস. এম নাকীবুল আমীন
প্রকাশক ও পরিচালক, শিশুতোষ কিতাবঘর, ঢাকা

www.pathagar.com

গল্পগুচ্ছ...

০১. আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মহিলা হযরত আসমা (রা.) ০৭
০২. আমানতের সুরক্ষা এবং হযরত ফাতিমার (রা.) হাসি ও কান্না ১০
০৩. শয়তানেরও ভালো জ্ঞান থাকে ১৩
০৪. ভাজা মাছ তাজা হওয়ার কাহিনী ১৬
০৫. ভাল কাজের বিনিময়ে কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা পেলো তিনবন্ধু ১৯
০৬. হৃদয়ের গভীরে ঈমানী আলোর ঝলকানী ২২
০৭. খুনির দরিয়ায় খুন হলো হযরত খুবাইব (রা.) ২৫
০৮. আল্লাহ্‌র পরীক্ষায় পাশ করলো একজন ২৮
০৯. গণিমতের চেয়ে আল্লাহ্‌র রাসূলই উত্তম ৩২
১০. মিথ্যা শপথের ভয়াবহ পরিণতি ৩৫
১১. মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহারের করুণ পরিণতি ৩৮
১২. আবিদ জুরাইজ ও তার মায়ের বদদোয়া ৪২
১৩. ইনসাফ পূর্ণ বিচার সত্য হলো উদ্ভাসিত ৪৫
১৪. বুদ্ধিমতি মহিলার গল্প ৪৮
১৫. প্রিয় নেতার নির্দেশ অমান্যই বিপর্যয়ের কারণ ৫১
১৬. গুনাহর পাহাড় হলে ক্ষমা হয় আসমান সমান ৫৪
১৭. আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুলের ফলাফল ৫৭
১৮.পাপী লোকের দু'আয় বৃষ্টি হলো ৬০
১৯. হযরত খিজির (আ.) এর বদান্যতা ৬৩
২০. বেপরোয়া কথা মানুষকে জাহান্নামী করে ৬৬

www.pathagar.com

আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মহিলা হযরত আসমা (রা.)

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)। ইসলামের ত্রাণকর্তা ও প্রথম খলিফা হযরত আবু বকরের (রা.) মেয়ে। হযরত আসমা (রা.) সম্পর্কে রাসূলের (সা.) শ্যালিকা। হযরত আসমার (রা.) বিয়ে হয়েছিলো রাসূলের (সা.) আরেক সাহাবী হযরত যুবাইর (রা.) এর সাথে। হযরত যুবাইর (রা.) ছিলেন আর্থিকভাবে খুবই অস্বচ্ছল। বলতে গেলে কপর্দকশূন্য। নুন আনতে পান্‌তা ফুরায়। মোটেও ছিলোনা জায়গা-জমি। দাস দাসী থাকারতো প্রশ্নই আসে না।

হযরত যুবাইর (রা.) এর সম্পদ ছিলো কূপ থেকে পানি ওঠানোর জন্য একটি উট ও একটি ঘোড়া। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) উট ও ঘোড়া চরাতেন। খাবার খাওয়াতেন। পানি পান করাতেন। পানি ওঠানোর মশক ছিড়ে গেলে সেলাই করতেন। ভালো রুটি না বানাতে পারলেও আটা পিষতেন। রুটি বানাতে সাহায্য করতেন প্রতিবেশি আনসারী মহিলারা। তারা ছিলেন খুবই পরোপকারী, জনদরদী ও ভদ্র মহিলা হিসেবে সুপরিচিত।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) হযরত যুবাইর (রা.) কে একটি জমি দিয়েছিলেন উপহার হিসেবে। যা ছিলো বাসা থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) একদিন দেখলেন। হযরত আসমা (রা.) খেজুরের আটি নিজ মাথায় বহন করে আনছেন। দুই মাইল দূরে অবস্থিত জমি থেকে। মহানবীর সাথে ক'জন আনসার সাহাবীও ছিলেন। তারাও বিষয়টি দেখলেন। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর সাথে।

হযরত নবী করিম (সা.) হযরত আসমাকে (রা.) কাছে ডাকলেন। নিজের উটকে থামালেন। হযরত আসমাকে (রা.) উটের পিঠে ওঠার জন্য বললেন। হযরত আসমা (রা.) অস্বীকৃতি জানালেন। উটের পিঠে উঠতে রাজী হলেননা। পর পুরুষের সাথে যাওয়াকে হযরত আসমা (রা.) অপছন্দ ও লজ্জাবোধ করলেন। সে সময় তাঁর মনে পড়লো হযরত যুবাইরের (রা.) কথা। কেননা হযরত যুবাইর (রা.) ছিলেন আত্মসম্মানবোধ আর আত্মমর্যাদা সম্পন্ন এক সুপুরুষ ও বিরল ব্যক্তিত্ব।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) চলে গেলেন উটে চড়ে। তাঁর সাহাবারাও চলে গেলেন নিজ নিজ গন্তব্যে। আর হযরত আসমা (রা.) চলে গেলেন নিজ বাড়ীতে। খেজুরের আঁটি নিজ মাথায় বহন করে। হযরত আসমা (রা.) স্বামী হযরত যুবাইরের (রা.) কাছে ঘটনাটি সবিস্তারে বললেন। আমি যখন খেজুরের আঁটি নিজ মাথায় বহন

www.pathagar.com

করে আসছিলাম। পথিমধ্যে দেখা হয়েছিলো মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর সাথে। তাঁর সাথে ছিলো বেশ ক'জন সাহাবী।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) আমাকে পথিমধ্যে এ অবস্থায় দেখে কাছে আসলেন। তাঁর উটকে হাটু গেড়ে বসালেন। আমি যেন তাতে সহসাই উঠে বসতে পারি। তিনি আমাকে উটের পিঠে উঠে বসতে বললেন। কিন্তু আমি তা করি নাই। মানে রাসূল (সা.) এর উটের পিঠে উঠি নাই। একাজে নিজে লজ্জাবোধ ও অপছন্দ করলাম। শুধুমাত্র তোমার কথা ভেবে। কারণ আমি জানি। তুমি আত্মসম্মানবোধ ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন এক সুপুরুষ। তোমার রয়েছে উঁচু স্তরের সম্মান ও মর্যাদা।

সব কথা হযরত যুবাইর (রা.) মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। কিছু সময় নীরব থেকে ভাবলেন। এর পর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন। আল্লাহ্‌র কসম! যে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তোমার এবং আমার রব। সত্যি জেনো আসমা! আমার কাছে লজ্জার বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত ও ভিন্ন। হযরত মুহাম্মাদের (সা.) সাথে উটে চড়ার চেয়ে আমি বেশি লজ্জিত। তুমি হযরত আবু বকরের (রা.) আদরের মেয়ে এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর শ্যালিকা। একজন নারী হয়েও কষ্ট করে খেজুরের আটির বোঝা নিজ মাথায় বহন করে নিয়ে এসেছো। এটা আমার কাছে বড়ই লজ্জাজনক ও অপমানজনক। বিষয়টি ভাবতেই লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়। আমি অবাক ও বিস্মিত হই।

www.pathagar.com

আল হাদীসের গল্প (১)

এ ঘটনাটি পৌঁছলো হযরত আবু বকরের (রা.) কানে। এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন মেয়েকে একজন খাদেম দেয়ার জন্য। সে অনুযায়ী একজন খাদেম দিলেন হযরত আসমাকে (রা.)। পিতা হযরত আবু বকর (রা.)। খাদেম ঘোড়া ও উট দেখাশুনা করতো। খাবার খাওয়াতো। পানি পান করাতো। খেজুরের আঁটি বহন করে আনতো। হযরত আসমার (রা.) সকল কাজ করে দিতো। এরপর রেহাই পেলেন হযরত আসমা (রা.)। চরাতেন না উট ও ঘোড়া। উঠাতেন না পানি। আনতেন না নিজ মাথায় বহন করে খেজুরের আঁটি। আর এভাবেই একজন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন নারী হযরত আসমা (রা.) রক্ষা করলেন তাঁর নিজের মর্যাদা। রক্ষা করলেন স্বামী হযরত যুবাইর (রা.) এর মর্যাদা। হিফাযত করলেন নারী সমাজের রক্ষাকবচ। ইসলামী বিধান পর্দা প্রথার। মহীয়সী আত্মমর্যাদা সম্পন্ন নারী হিসেবে ইতিহাসে রইলেন চির স্মরণীয় হয়ে। চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন অনাদি অনন্তকাল। (ইবনে মাজা অবলম্বনে)

প্রশ্ন.

১. হযরত আবু বকর (রা.) কে ছিলেন?
২. হযরত যুবাইর (রা.) কে ছিলেন?
৩. হযরত আসমা (রা.) কে ছিলেন?
৪. হযরত আসমা (রা.) কি করতেন?
৫. হযরত যুবাইরের (রা.) কি সম্পদ ছিলো?

www.pathagar.com

আমানতের সুরক্ষা এবং হযরত ফাতিমার (রা.) হাসি ও কান্না

উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়িশা (রা.) বলেন। একদা আমরা নবী (সা.) এর স্ত্রীগণ। তাঁর নিকট জমায়েত হলাম। অনুপস্থিত ছিলোনা আমাদের কেউই। এমনটা করতাম আমরা প্রায়ই। ব্যতিক্রম হতোনা খুব একটা। ইতোমধ্যে আমাদের মধ্যে আসলেন। আদরের পুত্তলি ও নয়নের মণি। নবী নন্দীনি হযরত ফাতিমা (রা.)। তিনি আসলেন আপন পায়ে হেঁটে হেঁটে। একথা নির্দিধায় বলা যায়। তিনি হাঁটতেন অনেকটা আল্লাহর রাসূলের (সা.) মতোই। যেনো পাহাড় অথবা উঁচু জায়গা থেকে নামছেন নীচে। মহানবী (সা.) হযরত ফাতিমাকে (রা.) আসতে দেখেই বললেন। শুভ হোক! আমার মেয়ের আগমন! শুভ হোক!

সংবর্ধনা শেষে বসালেন। প্রিয় নবী (সা.) তাঁর প্রিয় কন্যা হযরত ফাতিমাকে (রা.)। তার একদম শরীর ঘেষে পাশে। হোক ডান কিংবা বাম পাশে। এরপর মহানবী (সা.) হযরত ফাতিমার কানে কানে কথা বললেন অতিসংগোপনে। হযরত ফাতিমা (রা.) মনোযোগ সহকারে শুনলেন তাঁর পিতার কথা। বুঝলেন মর্মব্যথা। বিষণ্ন হলেন তিনি। মলিন হলো তাঁর মুখ। ভারাক্রান্ত হলো হৃদয় ও মন। কাঁদলেন অঝোর নয়নে হযরত ফাতিমা (রা.)। হযরত ফাতিমার (রা.) বিষণ্ন বদন। অপছন্দ হলো আল্লাহ্র রাসূল (সা.) এর। তিনি আবার হযরত ফাতিমার (রা.) কানে কানে কথা বললেন। এবার হযরত ফাতিমা (রা.) হাসতে লাগলেন। হাঁসি খুশি তাঁর চেহারা। প্রফুল্ল ও সতেজ তার মন। তাঁর বদন যেনো পূর্ণিমার শশী।

আল্লাহ্র রাসূলের (সা.) সহধর্মিনীগণ বসে রইলেন। তিনি আমাদের রেখে চলে গেলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম হযরত ফাতিমাকে (রা.)। হে নবী তনয়া হযরত ফাতিমা (রা.)! আপনার কাছে আল্লাহ্র রাসূল (সা.) কি বললেন? কানে কানে চুপিসারে। অতি সংগোপনে। যার কারণে আপনি অঝোর নয়নে খুব কাঁদলেন। পরক্ষণেই আবার কি বললেন? যার কারণে আপনি হাঁসলেন? আপনার মুখমণ্ডল হলো উজ্জ্বল? আমাদেরকে আপনি কি তা বলবেন না? মানে আপনি আমাদেরকে তা বলুন।

হযরত ফাতিমা (রা.) স্পষ্ট করে বললেন। আমি কি খিয়ানতকারী হবো? খিয়ানত করাতো মুনাফিকের আলামত। আমানতের সুরক্ষা পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য।

www.pathagar.com

কখনো না, আমি আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) গোপন কথা ফাঁসকারী হবোনা। হবোনা আমানতের খিয়ানতকারীও। আল্লাহ্‌ আমাকে মাফ করুন। হিদায়াত করুন! খিয়ানত করার অপরাধ থেকে।

এর পর গড়িয়ে গেলো অনেকদিন। ওফাত বরণ করলেন আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)। তারপর আমি অন্য আর একদিন হযরত ফাতিমাকে (রা.) বললাম। আপনার প্রতি আমার যে দাবী আছে তার কসম দিয়ে বলছি। আপনি কি আমাকে গোপন বিষয়টি জানাবেন না? আমি কি অবগত হবোনা? আপনার সে দিনের হাসি ও কান্নার রহস্য?

হযরত ফাতিমা (রা.) বললেন। হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি আপনাকে জানাবো সেই গোপন বিষয়টি। তারপর সেই গোপন বিষয়টি বললেন হযরত ফাতিমা (রা.)। অতঃপর নবী নন্দিনী বললেন। আমি এসে কাছে বসার পর প্রথম বার মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছিলেন। আমার প্রিয়তম কন্যা ফাতিমা! আমি অনুমান করছি পৃথিবীর আলো-বাতাস আমার শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমার চির বিদায় ঘনিয়ে আসছে। আমার প্রভুর সাথে আমার খুব সহসাই সাক্ষাত হবে। কারণ হলো প্রতি বছর রহমতের ফিরিশতা হযরত জিবরাইল (আ.) এসে আমাকে একবার কুরআন শুনাতেন। আর এবছর জিবরাইল (আ.) আমাকে দু'বার কুরআন শুনিয়েছেন।

www.pathagar.com

হে ফাতিমা! তুমি শুধুমাত্র আল্লাহকেই ভয় করবে। কারণ আল্লাহ্ তা'য়ালা সকল শক্তির আঁধার। তিনি দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক। তার সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া কারো মুক্তির কোনো পথ নেই। আর আল্লাহকে ভয় করে তার পথে চলার কারণে নেমে আসবে পাহাড়সম বিপদ ও মুসিবত। যা থেকে রক্ষা পায়নি আল্লাহর কোনো প্রিয় বান্দা। পাবেনা তুমিও। তাই বিপদ মুসিবতে ধৈর্যধারণ করবে। ধৈর্যশীল ব্যক্তির সাথে আাহ্ থাকেন এবং ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'য়ালা ভালোবাসেন।

অবশ্যই আমি তোমার জন্য উত্তম এবং আগে গমনকারী। তখন এই দুঃসংবাদে আমার হৃদয় ও মন ভারাক্রান্ত হলো। আমি বেশ কাঁদলাম। যা আপনি নিজেই দেখলেন। আল্লাহ্র রাসূল (সা.) আমার বিষণ্ন অবস্থা দেখলেন। দেখলেন অশ্রুসিক্ত দু'নয়ন। মলিন চেহারা এবং ভারাক্রান্ত হৃদয় ও মন। যেটি একদম ভালো লাগেনি প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর। তারপর তিনি আমাকে তাঁর কাছে ডেকে নিলেন। পাশে বসালেন এবং দ্বিতীয়বার কানে কানে বললেন। তুমি কি খুশি হবে না? আমার বিয়োগ ব্যথা ভুলে যাবে না? যদি হও তুমি জান্নাতে মহিলাদের নেত্রী? সাইয়্যেদাতুল জান্নাত? তখন আমার বিষণ্নভাব কেটে গেলো। চেহারায় উজ্জ্বল ভাব ফিরে আসলো। আমি তখন আনন্দে হাঁসলাম। আর এভাবেই হযরত ফাতিমার (রা.) উপাধি হলো সাইয়্যেদাতুল জান্নাত বা জান্নাতের নেত্রী।

প্রশ্ন.

১. মহানবীর (সা.) সহধর্মিনীগণ কোথায় জমায়েত হয়েছিলেন?
২. মাহানবীর (সা.) সামনে তাঁর মতো হেঁটে কে এসেছিলেন?
৩. হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর কোন্ কথায় হযরত ফাতিমা (রা.) কেঁদেছিলেন?
৪. কোন কথায় হযরত ফাতিমা (রা.) হেঁসেছিলেন?
৫. হযরত ফাতিমার (রা.) উপাধি কি হয়েছিলো?

www.pathagar.com

শয়তানেরও ভালো জ্ঞান থাকে

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন। আল্লাহ্‌র নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আমাকে একবার রমাযান মাসে যাকাত হিফাযতের দায়িত্ব দিলেন। দায়িত্ব পালনকালে গভীর রাতে দেখলাম। রাতের অন্ধকারে এক ব্যক্তি এসে দু'হাতে খাবার সামগ্রী নিচ্ছে। আমি তাঁকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাকে নবীর (সা.) দরবারে উপস্থিত করবো। সে বললো আমাকে ছেড়ে দাও। আমি খুবই অভাবগ্রস্থ। আমার যিম্মায় অনেক সদস্য। তাদের প্রয়োজনও তীব্র। তাদের প্রতি আমার রয়েছে দায়িত্ব। আমার দায়িত্ববোধ থেকে প্রয়োজনের তাকিদে একাজ করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তার প্রতি আমার দয়া হলো। অতঃপর আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।

সকাল বেলা। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন। হে আবু হুরাইরা! তোমার রাতের বন্দীর কি খবর? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! তার পরিবার ও প্রয়োজনীয়তার কথায় আমার বেশ দয়া হলো। আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। আল্লাহ্‌র নবী (সা.) বললেন। হে আবু হুরাইরা! সাবধান থেকো। সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে। প্রতারণা করেছে। সে আবার আসবে। মনে রেখো! আবার আসবে।

প্রিয় নবীর কথায় আমার বিশ্বাস হলো। আমি বুঝতে পারলাম। সে আবার আসবে। আমিও অপেক্ষা করলাম। সত্যি সত্যি সে গভীর রাতে আবার এলো। আগের মতোই দু'হাতে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগলো। আমিও তাকে আগের মতো ধরে ফেললাম এবং বললাম। আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) কাছে নিয়ে যাবো। সে অনুরোধ করলো। আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুবই অসহায়। পরিবারের আমিই প্রধান। পরিবারের সবাই আমার ওপর নির্ভরশীল। তাদের খাদ্য না যোগালে তারা উপোস থাকবে। কথা দিলাম আর আসবোনা। আমি তার কথায় বিশ্বাস করলাম। আমি তাকে বিশ্বাসের কারণে ছেড়ে দিলাম।

রাত গড়িয়ে সকাল হলো। নবী (সা.) জিজ্ঞেস করলেন। হে আবু হুরাইরা! তোমার রাতের আসামী কোথায়? আমি জবাব দিলাম। হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! তার তীব্র প্রয়োজনীয়তা আর পরিবারের কথা শুনে আমার দয়া হলো। আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূল (সা.) বললেন। খবরদার! সে তোমার সাথে প্রতারণা করেছে এবং সে আবার আসবে।

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) এবার সতর্ক ও সাবধান হলেন। তৃতীয় রাতের জন্য অপেক্ষা করলেন। আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) কথা সত্যি হলো। সত্যি সত্যি সে আবার আসলো। পূর্বের ন্যায় দু'হাত ভরে খাবার হাতিয়ে নিতে লাগলো। আমি দেখে ফেললাম এবং তাকে গ্রেফতার করে ফেললাম। জানিয়ে দিলাম এবার আর কোন অজুহাত নয়। অবশ্যই আমি তোমাকে নবীর (সা.) দরবারে উপস্থিত করবো। এটা হলো তিনবারের শেষ বার। তুমি প্রত্যেকবার বলেছো আর আসবেনা কিন্তু তুমি বার বার আসছো। কথা রাখোনি বরং ওয়াদা খেলাফ করেছো।

সে বললো। আমাকে আপনি ছেড়ে দিন। এমন কথা আপনাকে শিখিয়ে দিবো যার বিনিময়ে আপনি উপকৃত হবেন। আল্লাহ্ আপনাকে হিফাযত করবেন। আমি তাকে বললাম। সেটি আবার কি কথা? সে বললো। আপনি যখন রাতে শয্যায় যাবেন। তখন অবশ্যই পড়বেন। আয়াতুল কুরসী শেষ পর্যন্ত। ফলে নিযুক্ত হবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন হিফাযতকারী। আর ভোর পর্যন্ত আসবে না কোন প্রতারক ও শয়তান। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বললেন। কথাটি আমার খুব ভালো লাগলো। ফলশ্রুতিতে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।

রাত শেষ হলো। ভোরের আলো ফুটলো। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) আবার জিজ্ঞেস করলেন। হে আবু হুরাইরা (রা.)! তোমার বন্দীর খবর কি? আমি জবাব দিলাম।

www.pathagar.com

হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! সে আমাকে কয়েকটি ভালো কথা শিখিয়েছে। কথাগুলো আমার মনোপুত হয়েছে। যা দিয়ে আমি উপকৃত হবো। আল্লাহ্ আমাকে লাভবান করবেন। তাকে প্রতিদান দেয়া প্রয়োজন মনে করলাম। কাজেই আমি তাকে মুক্ত করে দিয়েছি। ভালো কথার প্রতিদান হিসেবে।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বললেন। হে সাহাবী! তুমি বলো। সে কথাগুলো কী? আমি বললাম। রাতের মেহমান বললো। তুমি যখন শয্যায় যাবে তখন পড়বে আয়াতুল কুরসী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। এতে নিযুক্ত হবে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে একজন হিফাযতকারী। থাকবে ভোর পর্যন্ত। কোন শয়তানই তোমার কাছে আসতে পারবে না। সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন শিক্ষাপাগল। বিশেষ কল্যাণের লোভে লালায়িত। প্রমাণ করলেন হযরত আবু হুরাইরা (রা.)ও।

নবী করিম (সা.) বললেন। হে আবু হুরাইরা (রা.)। সে তোমাকে যথার্থ ও সত্য কথা বলেছে। কিন্তু হুশিয়ার! সে মিথ্যুক ও প্রতারক এবং ধোঁকাবাজ। হে আবু হুরাইরা! তুমি কি জানো? তিন রাত পর্যন্ত তোমার কাছে কে এসেছে? তোমার সম্পদ চুরি করেছে? তুমি কার সাথে কথাবার্তা বলেছো? আমি বললাম, না। হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) । তিনি বললেন। সে তোমার বন্ধু কিংবা আস্থাভাজন কেউ নয় বরং সে তোমার আজন্ম শত্রু ও অভিশপ্ত শয়তান। যার থেকে তোমাদের সবাইকে থাকতে হবে সতর্ক। থাকতে হবে সাবধান ও সচেতন। সব সময় পানাহ্ চাইতে হবে আল্লাহ্‌র কাছে। (বুখারী শরীফ অবলম্বনে)

প্রশ্ন.

১. হযরত আবু হুরাইরা (রা.) কিসের হিফাযতকারী ছিলেন ?
২. প্রতি রাতে কে এসে কি নিয়ে যেতো?
৩. শয়তান কত রাত এসেছিলো?
৪. প্রতি রাতেই সে কি বলে পার পেতো?
৫. কোন দু'আ পড়লে আল্লাহ্ তা'য়ালা হিফাযতকারী পাঠান?

www.pathagar.com

ভাজা মাছ তাজা হওয়ার কাহিনী

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) বলেন। উবাই ইবনে কা'ব (রা.) নবী (সা.) থেকে আমাদেরকে বলেছেন। বনী ইসরাইলের নবী বলেছেন, হযরত মুসা (আ.) একদা বক্তব্য রাখছিলেন জনসমাবেশে। সবাই শুনছেন মনোযোগ দিয়ে। পিন পতন নিরবতা ভাঙলো। হঠাৎ এক ব্যক্তির প্রশ্ন, হে হযরত মুসা (আ.)! সব চাইতে বেশি জ্ঞানী কে? সবচাইতে বেশি জানে কে?

হযরত মুসার (আ.) ঝটপট উত্তর। কেন? সবচাইতে বেশি জ্ঞানী আমি? ভুলে গেলেন আল্লাহ্র মহত্বের কথা। পছন্দ হলোনা আল্লাহ্র। সতর্ক করলেন হযরত মুসা (আ.) কে। আল্লাহ তা'য়ালা সাথে সাথে পাঠালেন ওহী। হে মুসা! দুই নদীর মোহনা বা মিলন স্থানে আমার এক বান্দাহ্ রয়েছে। সে তোমার চেয়ে বড় জ্ঞানী। সে তোমার চেয়ে বেশি জানে। আসলে তুমি তা জানো না।

চেতনা ফিরলো হযরত মুসার (আ.)। বলে উঠলেন তৎক্ষণাৎ। হে পরোয়ারদেগার! আমি কিভাবে সাক্ষাত পাবো তাঁর? আল্লাহ বললেন। বের হও ভ্রমণে। থলের ভেতর একটি মাছ নাও। মাছ যেখানে হারিয়ে যাবে সেখানেই তুমি তাকে দেখতে পাবে।

বের হলেন হযরত মুসা (আ.)। সাথে নিলেন খাদেম। নাম তার ইউশা ইবনে নুন। থলের ভেতর নিলেন ভাজা মাছ। চলতে চলতে বিশ্রামের প্রয়োজন হলো তাদের। বড় পাথরের সাথে মাথা ঠেস দিয়ে ঘুমে বিভোর হযরত মুসা (আ.) ও ইউশা। মাছটি জীবিত হয়ে চলে গেলো। আপন মনে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করে সমুদ্র পানে। ঘুম ভাঙলো তাদের, রাত পার করে দিলেন এক ঘুমে। আবার দিনভর চলতে লাগলেন তাঁরা। পথিমধ্যে বেজায় ক্ষুধা পেলো তাঁদের। হযরত মুসা (আ.) তার খাদেমকে বললেন। আমরা তো বেশ ক্লান্ত। নাশতা আনো খেয়ে নিই।

জার বিষয় কি জানো? নির্দেশিত জায়গা পর্যন্ত তারা খুব ক্লান্ত হননি। হয়েছেন অতিরিক্ত পথের জন্য। খাদেম স্মরণ করিয়ে দিলো হযরত মুসাকে (আ.)। আপনি কি লক্ষ্য করেছেন? আমাদের থলের মাছ কোথায়? সত্যিই আমাদের মাছ হারিয়ে গেছে সেখানে। আমরা বিশ্রাম নিয়েছিলাম যেখানে । সেই বড় পাথরের কাছে। হযরত মুসা (আ.) বললেন। চলো! আমি তো ঐ জায়গাটিই খুঁজছি। চলো, ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন।

www.pathagar.com

হযরত মুসা (আ.) ও ইউশা। পদচিহ্ন দেখে দেখে হাঁটতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলেন সে পাথরের কাছে। গিয়ে দেখলেন তারা। সেখানে জরো সরো হয়ে বসা আছে এক বুড়ো লোক। মাথায় কাপড় মুড়ি দেয়া। আবৃত তাঁর শরীর। সালাম দিলেন হযরত মুসা (আ.) তাঁকে। ভেতর থেকে হযরত খিজির (আ.) গম্ভীর কণ্ঠে বললেন। কে তুমি? কোথা থেকে এসেছো? এদেশে তো সালামের প্রচলন নেই। জবাব দিলেন হযরত মুসা (আ.)। আমি মুসা! আবার প্রশ্ন। বনী ইসরাইলের মুসা? উত্তর দেয়া হলো হ্যাঁ! হযরত মুসা (আ.) জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে। আমি কি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি? শুধুমাত্র একারণে। সত্য পথের জ্ঞান আপনাকে যা দেয়া হয়েছে। তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দিবেন?

হযরত খিজির (আ.) বললেন। হে মুসা! তুমি মোটেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না। আল্লাহর ইলমের মধ্যে আমি যা কিছু শিখেছি। তা আল্লাহই আমাকে শিখিয়েছেন যা আসলে তুমি জানো না। আর আল্লাহ্ তোমাকে যা শিখিয়েছেন তা তুমিই জানো। আমি তা জানি না। আমার বিশ্বাস, তুমি কোনোভাবেই আমার সাথে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না।

হযরত মুসা (আ.) নিশ্চয়তা দিলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। কোনোভাবেই আমি আপনার আদেশ অমান্য করবো না। অতঃপর তারা সমুদ্র তীরে চলতে লাগলেন। তাদের কাছ দিয়ে একটা নৌকা যাচ্ছিলেন, নৌকার মাঝি মাল্লা চিনে ফেললো হযরত খিজিরকে (আ.)। ভাড়া ব্যতিরেকে তুলে নিলো তাদের নৌকায়। নৌকায় এসে বসলো একটি চড়ুঁই পাখি। পাখি তার ঠোঁট ডুবালো সমুদ্রের পানিতে। হযরত খিজির (আ.) বললেন হযরত মুসাকে (আ.)। হে মুসা! চড়ুঁই পাখি সমুদ্র থেকে যতটুকু পানি উঠিয়েছে আমার ও তোমার

ইলমের সমষ্টি আল্লাহ্র ইলমের তুলনায় তার চেয়েও কম। এর পর হযরত খিজির (আ.) নৌকার একটা তক্তা খুলে ফেললেন। হযরত মুসা (আ.) বললেন। আপনি এটা কি করলেন? ওনারা আমাদের ভাড়া ব্যতীত নৌকায় তুলেছে? আর আপনি এদের ডুবিয়ে মারার ব্যবস্থা করলেন?

হযরত খিজির (আ.) বললেন। আমি কি বলিনি? হে মুসা! আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না? হযরত মুসা (আ.) বললেন। আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না। আমার ব্যাপারে অধিক কঠোর হবেন না। হযরত মুসার (আ.) প্রথম ভুল সমাপ্তি হলো এখানেই।

তারপর তারা নৌকা থেকে নেমে গেলেন। চলতে লাগলেন পায়ে হেঁটে। পাশেই খেলার মাঠে খেলছিলো অনেকগুলো বালক। হযরত খিজির (আ.) ধরলেন এক বালককে। ছিদ্র করে ফেললেন তার মাথা। হতবাক হলেন হযরত মুসা (আ.) প্রশ্নের বান ছুড়ে মারলেন তিনি হতভম্ব হয়ে। একি সর্বনাশ করছেন আপনি? বিনা অপরাধে খুন করলেন এক নির্দোষ বালককে?

হযরত খিজির (আ.) হযরত মুসাকে (আ.) বললেন। হে মুসা! এটি করলে দ্বিতীয় ভুল। আমি কি পূর্বেই বলিনি? তুমি কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবেনা আমার সঙ্গে। অতএব তুমি সাবধান হয়ে যাও। আবার শুরু হলো তাদের পথ চলা। পৌঁছালেন এক বসতিপূর্ণ পল্লীতে। পল্লীর অধিবাসীদের কাছে চাইলেন খাবার। হতে চাইলেন মেহমান। অস্বীকৃতি জানালো তারা মেহমানদারী করতে। তার পর সেখানে তারা দেখলেন হেলে পড়া একটা দেয়াল। হযরত খিজির (আ.) তাঁর হাত দ্বারা দেয়ালটা খাড়া করে দিলেন।

হযরত মুসা (আ.) বললেন। ইচ্ছা করলে আপনি এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। হযরত খিজির (আ.) বললেন। হে মুসা! এখানেই তোমার ও আমার মধ্যে সম্পর্কের পরিসমাপ্তি। পথ চলার শেষ এখানেই। নবী (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসার (আ.) ওপর রহম করুন। আমাদের মনের আশা কতোইনা পূর্ণ হতো। যদি তিনি সবর করতেন। (বুখারি শরীফ অবলম্বনে)

প্রশ্ন.

১. হযরত মুসা (আ.) কাদের নবী ছিলেন?
২. হযরত মুসা (আ.) কাকে বেশি জ্ঞানী মনে করেছিলেন?
৩. হযরত মুসা (আ.) কার সাথে সাক্ষাত করেছিলেন?
৪. হযরত মুসা (আ.) কতবার ধৈর্যহারা হয়েছিলেন?
৫. হযরত মুসার (আ.) সফরসঙ্গীর নাম কি?

www.pathagar.com

ভালোকাজের বিনিময়ে কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা পেলো তিনবন্ধু

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) বলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদকে (সা.) বলতে শুনেছি। কোন যুগের কোন এককালে। তিন বন্ধু সফরে বের হলেন। হাঁটতে হাঁটতে দিন পার করে দিলেন তারা। ক্লান্ত শরীর শুরু হলো রাত। রাত কাটাবার জন্য পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলেন তারা। হঠাৎ একটা পাথর এসে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেলো। ভারী বিপদ! তাঁরা দেখতে লাগলো অন্ধকার।

গুহা থেকে বের হওয়ার উপায় খুঁজতে লাগলেন তারা। তখন তারা একে অপরকে বললো। দেখো! আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া এ বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার কোন উপায় নেই। উপায় হিসেবে তখন তারা একে অপরকে বললো। তাই হবে চলো যার যে সৎকাজ আছে তার উছিলায় আমরা আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাই।

কথা অনুযায়ী কাজ হলো শুরু। একজন বলতে লাগলেন। হে আল্লাহ্! আপনি জানেন। আমার পিতা-মাতা খুবই বৃদ্ধ ও দুর্বল ছিলেন। আমি সবসময় তাদেরকেই আগে দুধ পান করাতাম। পরে পরিবারের সদস্য ও দাসদাসীদের দুধ পান করাতাম। হঠাৎ একদিন আমার কাজের ব্যস্ততায় আসতে দেরি হলো। দুধ দোহন করে এসে দেখি আমার পিতা-মাতা ঘুমিয়ে গেছেন। আমি অন্যদেরকে দুধ পান করানো পছন্দ করলাম না। পিতা-মাতার শিয়রের সামনে দু'পায় ঠাঁয় দাড়িয়ে থাকলাম। প্রভাতের আলো ফুটলো। সকালবেলা তারা জাগলেন এবং দুধ পান করলেন। হে আল্লাহ! যদি এটা আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য করি। তাহলে আপনি পাথর সরিয়ে আমাকে মুক্ত করুন। এর পর আল্লাহর মেহেরবানীতে পাথর সমান্য সরে গেলো। কিনতু তাতে কেউ বের হতে পারলো না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো। হে আল্লাহ্! আমার সুন্দরী এক চাচাতো বোন ছিলো। সে আমার খুব প্রিয় ছিলো। আমি তাকে খুব ভালোবাসতাম। আমি তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক করতে চাইলাম। কিন্তু সে বাধা দিলো। তারপর আমাদের সমাজে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। সে আমার কাছে সাহায্য চাইলো। আমি তাকে সাহায্য হিসেবে একশত বিশ দিনার দিলাম। সাথে সাথে অন্যায় আব্দারটি আবার করলাম। সে তাতে রাজি হলো। আমি প্রস্তুত হয়ে তার কাছে গেলাম।

তখন সে আমাকে বললো। হে আল্লাহ্র বান্দাহ! আল্লাহকে ভয় করো। তাকে অত্যাধিক ভালোবাসার পরও আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে আমি তার কাছ থেকে সরে

www.pathagar.com

এলাম। ছেড়ে দিলাম তাকে এবং তাকে দেয়া স্বর্ণমুদ্রা এবং দিনারও। হে আল্লাহ্! একাজ যদি আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি তাহলে সমুহ বিপদ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো। তখন সেই পাথরটি আরো একটু সরে গেলো। কিন্তু তাতেও তারা বের হতে পারলো না।

এবার তৃতীয় ব্যক্তি বললো। হে আল্লাহ্! আমি কাজের জন্য কয়েকজন মজুর নিয়োগ করেছিলাম। আমি তাদের মজুরি ও ঠিক-ঠাকমতো দিয়েছিলাম। কিন্তু বিপত্তি হলো অন্য জায়গায়। তাদের একজন মজুর মজুরি না নিয়ে চলে গেলো। আমি তার মজুরির টাকা বিনিয়োগ করে বাড়াতে লাগলাম। বাড়তে বাড়তে তা প্রচুর সম্পদে পরিণত হলো।

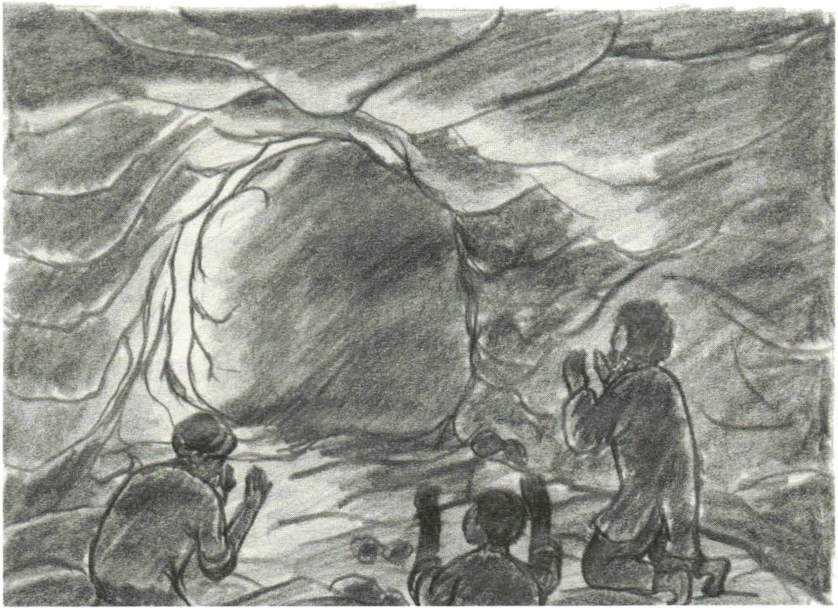

কিছু কাল পর সে মজুর ফিরে এলো। এসে বললো। হে আল্লাহ্‌র বান্দাহ্! আমাকে আমার মজুরী ফেরত দাও। আমি তাকে বল্‌লাম, মাঠ ভর্তি এসব উট, গরু, ছাগল ও গোলাম যা কিছু তুমি দেখছো। তা সবই তোমার মজুরী। তুমি নিয়ে নাও। সে বিশ্বাস করলো না। সে বললো। হে আল্লাহর বান্দাহ্! তুমি কি আমার সাথে মশকরা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছো? এটা করো না এটা করা ঠিক না।

www.pathagar.com

তখন আমি তাকে বিনয়ের সাথে বললাম। তুমি এটা কি বলছো? আমি মোটেই এসব করছিনা। আমি সত্যি সত্যি বলছি। এসব কিছু তোমারই সম্পদ। তুমি এগুলো নিয়ে আমাকে ঝামেলামুক্ত করো। তখন সে সব কিছুই গ্রহণ করলো এবং নিয়ে চলে গেলো। তা থেকে সে কোন কিছুই রেখে গেলো না।

হে আল্লাহ্! পরোয়ারদিগার! আ'লিমুল গাইব। আপনি নিশ্চয়ই সবকিছু জানেন। আমি একাজ আপনার সন্তুষ্টির জন্যই করেছি। যদি তাই হয়। তাহলে একাজের উছিলায় আমাকে মাফ করুন। আমরা যে বিপদে পড়েছি তা থেকে উদ্ধার করুন। গুহার মুখ থেকে পাথর সরিয়ে দিন। তারপর সে পাথরটি আল্লাহ্র ইচ্ছায় সম্পূর্ণ সরে গেলো। এর পর তারা তিন বন্ধু বেরিয়ে এলো। এভাবে তারা ক্ষমা পেলো সৎকাজের উছিলায়। দোয়ার বদৌলতে রক্ষা পেলো কঠিন বিপদ থেকে। আবার শুরু করলো তাদের পথ চলা।

মহান আল্লাহ্ পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল। তিনি তার বান্দাহ্দেরকে ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। ভালোবাসেন সাহায্য করতেও। মহান আল্লাহ্র কাছে কোনো সৎ কাজের উছিলায় ক্ষমা চাইলে মাফ করেন তিনি। এ হাদিসই তার প্রমাণ।

প্রশ্ন.

১. কতজন ব্যক্তি সফরে বের হয়েছিলো?
২. প্রথম ব্যক্তির সৎকাজটি কি ছিলো?
৩. দ্বিতীয় ব্যক্তির ভালো কাজটি কি ছিলো?
৪. ভালো কাজের উছিলায় আল্লাহ্ কি করেন?
৫. লোক তিনটি কি বিপদে পড়েছিলো?

www.pathagar.com

হৃদয়ের গভীরে ঈমানী আলোর ঝলকানী

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। আসলো জুলুম নির্যাতন। মারা গেলেন আশ্রয়দাতা চাচা আবু তালিব। দুনিয়া ছেড়ে নিঃসঙ্গ করলেন সহধর্মিনী বিবি খাদিজাও (রা.)। অনেকটা-ই মনভাঙ্গা আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)। সাথী হারা একাকী তিনি। আল্লাহ তা'য়ালা দাওয়াত করলেন তাঁর প্রিয় হাবীবকে। আরশে আজীমে। উর্ধ্বাকাশে মানে শ'বে মি'রাজে। সেখানে ঘটেছে অনেক ঘটনা। রয়েছে অনেক নিদর্শন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন। রাসূল (সা.) মি'রাজের রাতে। উর্ধ্বাকাশে মনমাতানো খুশবু অনুভব করলেন। এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন হযরত জিবরাইলকে (আ.)। হযরত জিবরাইল (আ.) বললেন। এ সুবাস ও সুগন্ধি হলো একজন বিউটিশিয়ান ও তার বাচ্চাদের সুবাস। মহানবী (সা.) কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। আসল বিষয়টা কি? হযরত জিবরাইল (আ.) বললেন। মিসরের শাসকদের বলা হতো ফিরআউন। সেই ফিরআউন নিজেকে বাদশাহর বাদশা। আনা রব্বুকুমুল আ'লা। মানে আল্লাহ বলে দাবি করেছিলো। সেখানে অন্য কাউকে আল্লাহ দাবি করা ছিলো নিষিদ্ধ ও নাজায়েজ।

আল্লাহ্‌র দাবি যদি কেউ করতো তা করতে হতো গোপনে। ফিরআউনের অগোচরে। সংগোপনে। নিরবে ও নিভৃতে। ফিরআউনের রাজ দরবারে ছিলো অনেক রাজ কর্মচারী। গৃহভৃত্য ও চাকর বাকর। তার মধ্যে একজন ছিলো ফিরআউন কন্যার বিউটিশিয়ান। তার একমাত্র কাজ ছিলো ফিরআউন কন্যার রুপচর্চা করা।

শাহজাদীর সাথে দায়িত্বপালন বলে কথা। অন্দর মহল ও শাহী মহলের সব জায়গাতেই ছিলো তার আলাদা মর্যাদা। যাতায়াতও ছিলো অবাধ সর্বক্ষণ ও সবখানে। জীবন যাপনও ছিলো উন্নতমানের। খোদায়ী দাবির ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী! হাজারো বনী ইসরাইলের হন্তারক ফিরআউন। শিরকের মধ্যে ওয়াহদানিয়াত। কুফরের মধ্যে ঈমানিয়াত। অন্ধকারে আলোর ঝলক দিয়ে মহান আল্লাহ্ প্রকাশ করলেন তার কুদরত। ঈমানের আলোয় আলোকিত করলেন শাহজাদীর বিউটিশিয়ানকে। বিউটিশিয়ান ঈমানের আলো রাখলেন গোপন। চলতে থাকলেন সাবধানে। দায়িত্ব পালন করে যেতে লাগলেন যথাযথভাবে। আসলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। গোপন থাকলো না ঈমানের আলো। মাঝে মাঝেই তা প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। ঝলকানি দিয়ে প্রজ্জ্বলিত হলো ফিরআউন কন্যার

www.pathagar.com

বিউটিশিয়ানেরও। হঠাৎ একদিন। শাহজাদীর চুল পরিপাটির সময়। বিউটিশিয়ানের হাত ফসকে পড়ে গেলো চিরুনী। চিরুনী ওঠানোর সময় বললেন বিসমিল্লাহ। শুনে ফেললো শাহজাদী। অবাক ও হতভম্ব হলো সে। বলে ফেললো জিজ্ঞাসার সুরে বিসমিল্লাহ্ দিয়ে কি আমার পিতা উদ্দেশ্য? ঈমানের প্রদীপ আরো জ্বলে উঠলো। গোপন করা সম্ভব হলোনা তাঁর। লুকোচুরি না করে বলে দিলেন খোলাখুলিভাবে। দেখো শাহজাদী! আল্লাহ্ হলেন তিনি। যিনি আমার তোমার এবং তোমার পিতারও প্রভু ও স্রষ্টা।

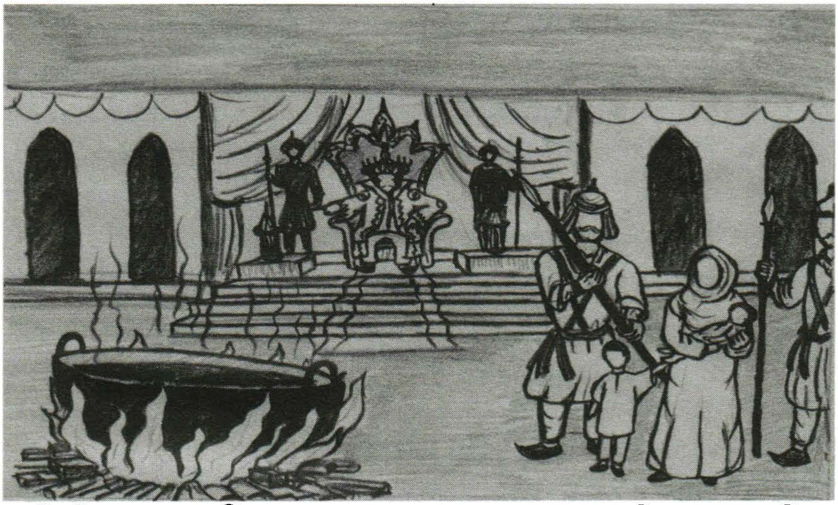

হুমকি দিলেন শাহজাদী। তোমার এতো বড় সাহস! আমার পিতাকে বাদ দিয়ে তুমি অন্যকে আল্লাহ্ বিশ্বাস করো? আমি বলে দিবো আমার পিতাকে। বিউটিশিয়ান বললো। ঠিক আছে! বলে দিয়ো তুমি। তোমার পিতাকে। কথা অনুযায়ী কাজ। শাহাজাদী বলে দিলো ঘটনাটি তার পিতাকে। ওহে পিতা! আমার বিউটিশিয়ান তো তোমাকে আল্লাহ্ মনে করে না। সে আল্লাহ মনে করে অন্য কাউকে। শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো ফিরআউন। কি বলছো তুমি? এত বড় বুকের পাটা? আমাকে আল্লাহ্ মানছে না? আমার অন্দরমহলের পোষ্য। এক দুর্বল অবলা নারী? আচ্ছা দেখাচ্ছি মজা! ফিরআউন ডাকলেন মহিলাকে। জিজ্ঞেস করলেন তাকে। সব কথার জবাব দিলো মহিলা। সবার কলিজা শুকালেও শুকালো না মহিলার কলিজা। কাঁপেনি গলা। এলো-মেলোও হয়নি কথা। বলা যায় বড় দুঃসাহসী মহিলা।

শুরু হলো মহিলার ঈমানী পরীক্ষা। নির্দেশ দিলো ফিরআউন। কড়াই ভর্তি তেল উত্তপ্ত করা হলো। টগবগ করছে কড়াইতে গরম তেল। পাষাণ ফিরআউন নির্লজ্জ

www.pathagar.com

উল্লাস করছে পাশে বসে। মানবতার শির লজ্জায় অবণত। আকাশের মালিক দেখছেন অপলক নয়নে।

ফিরআউনী নির্দেশ পালন করছে তার অনুগামীরা। মহিলার সন্তানদের এক এক করে ফেলা হচ্ছে কড়াইতে। তেলে পুড়ে তারা হচ্ছে কাবাব মহিলার সামনে। সর্বশেষ মহিলাকে ডেকে এনে আবারও জিজ্ঞেস করছে ফিরআউন। হে বিউটিশিয়ান! তুমি কি এখনো মনে করো? আমি ছাড়া আরও কোন খোদা আছে তোমার? সব পরিস্থিতি চোখের সামনেই দেখে তিনি বললেন। আছে, তিনিই আল্লাহ্। যার ওপর ভরসা করা যায় এবং সাহায্য চাওয়া যায়।

মহিলা ফিরআউনকে বললো। আমার সর্বশেষ একটা দরখাস্ত আছে। বলো সে কি দরখাস্ত? জবাব দিলো মহিলা। আমরা মারা যাওয়ার পর আমাদের হাড়গুলো একত্র করে দাফন করবেন। যাতে আমরা কিয়ামতে একত্রিত হতে পারি। ফিরআউন বললো ঠিক আছে। আমার ওপর এটি তোমাদের অধিকার। বর্বর ফিরআউন বলে অধিকারের কথা? বিষয়টা যেনো ভূতের মুখে রাম নাম!

মহিলা দেখছেন। তার সব সন্তান ভুনা হচ্ছে তার চোখের সামনে। ধৈর্যের পাহাড় তার নড়লোনা চুল পরিমাণও। সর্বশেষ টান দেয়া হলো দুধপানরত কোলের শিশুকে। দুধপানরত নিস্পাপ শিশু মায়ের বুকে জড়ানো। এ পর্যায়ে সম্বিত হারানোর পর্যায়ে উপণীত। পা থেমে যাচ্ছে। কণ্ঠে জড়তা আসছে। ভাবলেন পরীক্ষার শেষ পর্যায়ে কি হেরে যাচ্ছি? আর এটা কি নিস্পাপ শিশুর জন্য?

শিশুর মুখ খুলে গেলো। পৃথিবীর আরো তিন শিশুর মতো। কোলের শিশুটি বললো মা! আগুনে ঝাঁপ দাও। আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাও। দুনিয়ার আযাব আখিরাতের তুলনায় অনেক কম। কথা শেষ হতে না হতেই ঝাঁপিয়ে পড়লো মহিলা। ঈমানের দাবি পুরণ করলেন শতভাগ। বিজয় হলো সত্য বলার অদম্য সাহস। অকাট্য বিশ্বাস। নির্ভিকতার দৃঢ়তা। সত্যতায় পর্যবসিত হলো মজবুত ঈমানী চেতনা। কুফরীর অন্যায় আবদারের কাছে চির উন্নত হলো সত্যের স্মৃতিসৌধ। (মুসনাদে আহমদ অবলম্বনে ।)

প্রশ্ন.

১. শাহজাদীর বিউটিশিয়ান কার ওপর ঈমান এনেছিলেন?

২. ফিরআউন বিউটিশিয়ানকে কি শাস্তি দিয়েছিলো?

৩. বিউটিশিয়ানের সর্বশেষ দরখাস্তটি কি ছিলো?

৪. কোলের শিশুর কথাটি কি ছিলো?

৫. ফিরআউন মহিলা ও শিশুদের কিভাবে শাস্তি দিয়েছিলো?

www.pathagar.com

খুনির দরিয়ায় খুন হলো হযরত খুবাইব (রা.)

হযরত আমর ইবনে আবু সুফিয়ান আছছাকাফী (রা.) বলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) দশ ব্যক্তিকে গোয়েন্দা নিযুক্ত করলেন। প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। গোয়েন্দা বিভাগের দলনেতা ছিলেন আসিম ইবনে সাবিত আনসারী (রা.)। চললেন তারা রাসূলের (সা.) নির্দেশ পালনে। পৌঁছে গেলেন তারা উসফান ও মক্কার মাঝখানে। তাদেরকে অনুসরণ করতে লাগলো। ইসলামের শত্রু ও মুসলমানদের দুশমন। দুইশত তীরন্দাজ ব্যক্তির একটি শক্তিশালী দল। উদ্দেশ্য গোয়ন্দা দলকে গ্রেফতার করা।

গোয়েন্দা দলকে পেয়ে গেলো কাফির তীরন্দাজ দল। গোয়েন্দা দল আশ্রয় নিলো উঁচু টিলায়। তীরন্দাজ দল ঘিরে ফেললো তাদেরকে। মিথ্যা ও প্রতারণামূলক আশ্বাস দিয়ে বলতে লাগলো। হে গোয়েন্দা দল! তোমরা নীচে নেমে এসো। স্বেচ্ছায় গ্রেফতার হও। আত্মসমর্পণ করো। আমরা তোমাদের কথা দিচ্ছি। তোমাদের কাউকেই আমরা হত্যা করবো না। গোয়েন্দা দল নেতা আসিম ইবনে সাবিত আনসারী (রা.) বললেন। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনোই কাফিরদের নিরাপত্তায় নীচে নামবো না। হে আল্লাহ্‌! আপনি আমাদের সংবাদ আপনার নবীকে পৌঁছে দিন। কাফিরগণ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর তীর নিক্ষেপ শুরু করলো। হযরত আসিম (রা.) সহ শাহাদাত বরণ করলেন সাত জন।

www.pathagar.com

তীরন্দাজ বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হলেন হযরত খুবাইব আনসারী ও যায়িদ ইবনে দাসিনা (রা.) সহ তিন জন। বেঁধে ফেলা হলো ধনুকের রশি দিয়ে তিনজনকে। বন্দীদের মধ্যে তৃতীয় জন বলে ওঠলেন সূচনাতেই বিশ্বাস ঘাতকতা? আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমদের সাথে যাবো না। আমি তাদের পথই অনুসরণ করবো। শহীদের অমীয় সুধা পান করে যারা শাহাদাত বরণ করেছেন। কাফিরগণ তাকে নিতে ব্যর্থ হলো। পান করালেন শাহাদাতের সুমিষ্ট শরাব।

হযরত খুবাইব (রা.) ও ইবনে দাসিনাকে (রা.) নিয়ে চললো কাফিররা। উভয়কেই বিক্রি করলো মক্কায়। হযরত খুবাইবকে (রা.) ক্রয় করলো কাফির সরদার হারিস ইবনে আমিরের পুত্রগণ। দুর্ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! বদরের যুদ্ধে হারিস ইবনে আমিরকে হত্যা করেছিলেন হযরত খুবাইব (রা.) স্বয়ং নিজেই।

হযরত খুবাইব (রা.) হারিস ইবনে আমিরের ছেলেদের কাছে বন্দি থাকলেন কিছু দিন। হারিসের ছেলেরা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিলো। বাবার হত্যাকারী হযরত খুবাইবকে (রা.) শহীদ করা হবে। জানানো হলো হযরত খুবাইবকে (রা.)। হযরত খুবাইব (রা.) তো নির্ভীক ও সাহসের সাথে করছেন সব স্বাভাবিক কাজ। ভয় কিংবা চিন্তার লেশমাত্র নেই তার মনের মধ্যে।

হারিসের কন্যা সাক্ষ্য দিলেন। আল্লাহ্‌র কসম! আমি হযরত খুবাইবের (রা.) মতো উত্তম বন্দি আর দেখিনি কখনো। সুযোগ পেয়ে সদ্ব্যবহার করেননি তিনি। খুন করার অবারিত সুযোগ ছিলো তাঁর। আমি ভড়কেও গিয়েছিলাম। না জানি আমার ছেলেকে খুন করে বসে সে। আমার ছেলে গিয়ে কোলে বসেছিলো তাঁর বন্দী খাচাঁয়। সে বুঝতে পেরে আমাকেই বরং উল্টো অভয় দিয়েছিলো। বলেছিলো আমাকে সে। হে হারিস কন্যা! তুমি চিন্তা করো না। এ রকম অন্যায় কাজ করবো না কখনো। কারণ আমি মুসলমান। মুসলমানরা করেনা কখনো অন্যায় ও অপরাধ।

আল্লাহ্‌র শপথ! আমি একদিন অবাক বিস্ময়ে দেখলাম। খুবাইব লোহার শিকলে আবদ্ধ। আঙ্গুরছড়া থেকে নিয়ে নিয়ে আঙ্গুর খাচ্ছেন। অথচ এ সময়ে মক্কায় কোন ফল পাওয়া যাচ্ছিলো না। হারিসের কন্যা বলতো। আমি নিশ্চিত করে বলছি। এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকা ছাড়া অন্য কিছু না। যা স্বয়ং আল্লাহ্ই জীবিকা হিসেবে হযরত খুবাইবকে (রা.) দিয়েছেন বন্দী অবস্থায়।

এরপর হারিস ইবনে আমিরের ছেলেরা হযরত খুবাইবকে (রা.) শহীদ করার জন্য নিয়ে চললো। হেরেম থেকে হিল্লার দিকে। হযরত খুবাইবের (রা.) কাছে জানতে

www.pathagar.com

চাইলো তারা। হে খুবাইব! তোমার কি কোনো শেষ ইচ্ছা আছে? তখন তিনি অমি ইচ্ছা জানালেন তাদেরকে। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দু'রাকাত সালাত পড়তে দাও আমাকে। তারা ইচ্ছা পুরণের সুযোগ দিলো। দিলো সালাতের অনুমতি। হযরত খুবাইব (রা.) গেলেন নামাজে।

নামাজ পড়লেন খুব তাড়া-তাড়ি করে। এভাবেই বন্দী অবস্থায় শহীদ করা হলে নামাজের এ রীতি চালু হয় হযরত খুবাইব (রা.) কে শহীদ করার সময় থেকেই। হযরত খুবাইব (রা.) হারিস পুত্রদের বললেন। দেখো! তোমরা যদি এধারণা না করতে আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে নামাজ দীর্ঘায়িত করছি। তাহলে আমি আরো বেশি সময় নিয়ে নামাজ আদায় করতাম। এর পর তিনি বললেন। হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে ধ্বংস করুন। তারপর তিনি কবিতা পড়লেন। যার অর্থ দাড়ালো এই!

ভয় নেই কোনো মনে, শহীদ হচ্ছি শুধু মাত্র মুসলিম হওয়ার কারণে।

আমার কিছুই আসে কিংবা যায় না।

আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাকে মাটি দেয়া হোক যে কোন স্থানে।

এভাবে একজন মুজাহিদ নামাজের গুরুত্ব দেয় সব সময়। এমনকি শাহাদাতের পূর্বেও ভুলে যায়না তার নামাজ। ভুল করে না আল্লাহ্‌র প্রশংসা গাইতে। কারণ নামাজই যে মু'মিনের মি'রাজ।

প্রশ্ন.

১. হযরত খুবাইব (রা.) কোন দলের সঙ্গে ছিলেন?
২. হযরত খুবাইব (রা.) কাদের হাতে শহীদ হলেন?
৩. হযরত খুবাইব (রা.) বদর যুদ্ধে কাকে হত্যা করেছিলেন?
৪. হযরত খুবাইব (রা.) নামাজে দেরি করলেন না কেন?
৫. হযরত খুবাইবের (রা.) কাছে আঙ্গুর ফল কোথা থেকে এসেছিলো?

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র পরীক্ষায় পাশ করলো একজন

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন। আল্লাহর রাসূলকে (সা.) বলতে শুনেছি। বনী ইসরাইলের মধ্যে তিনজন লোক ছিলো। একজন ছিলো শ্বেতী রোগী। সমস্ত শরীর তার ধবধবে সাদা। দ্বিতীয়জন ছিলো চুলবিহীন ন্যাড়া মাথা মানে টাকওয়ালা। আর তৃতীয়জন ছিলো চোখে আলোহীন মানে অন্ধ। চোখে দেখতে পেতোনা কোনো কিছুই। মহান আল্লাহ্‌ চাইলেন তাদের পরীক্ষা করবেন। হলোও তাই। তাদের কাছে পাঠালেন একজন রহমতের ফিরিশতা।

ফিরিশতা আসলেন। শ্বেত রোগীর কাছে। সুধালেন তাকে। সব চেয়ে তুমি বেশি পছন্দ করো কী? জবাবে সে বললো। সুন্দর রং ও সুন্দর এবং স্বাভাবিক চামড়া। কেননা মানুষ আমাকে বেশ ঘৃণা করে। রহমতের ফিরিশতা তার শরীরে হাত বুলালেন। আল্লাহ্‌র মেহেরবানিতে তার রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হলো। তাকে দান করা হলো সুন্দর রং ও সুন্দর এবং স্বাভাবিক চামড়া। ফিরিশতা এও জিজ্ঞেস করলেন, কোন ধরণের সম্পদ তোমার নিকট প্রিয়? তার জবাব ছিলো, আমার প্রিয় হলো উট। তার চাহিদা অনুযায়ী ফিরিশতা তাকে দিলেন দশ মাসের গর্ভবর্তী একটি উট। বললেন, এতে তোমার জন্য বরকত হোক।

ফিরিশতা টাকওয়ালার কাছে গেলেন এবং বললেন। তোমার নিকট সবচেয়ে কি পছন্দ? উত্তরে টাকওয়ালা বললো মাথায় ঘন কালো সুন্দর চুল। যা আমাকে দেখাবে ভালো। আমার থেকে এ রোগ যেনো চিরতরে বিদায় হয়ে যায়। কারণ মানুষ আমাকে অনেক ঘৃণা করে। আমাকে নিয়ে করে হাসি তামাশা। ফিরিশতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তার টাক চলে গেলো। সাথে সাথে গজালো ঘন রেশমী কালো সুন্দর চুল। ফিরিশতা জিজ্ঞেস করলেন। কোন সম্পদ তোমার নিকট অত্যধিক প্রিয়? সে জবাবে বললো। আমার প্রিয় সম্পদ গরু। অতঃপর তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দান করা হলো। ফিরিশতা এও বললেন। এতে তোমার বরকত হোক।

ফিরিশতা গেলেন তৃতীয়জন মানে অন্ধের কাছে। ফিরিশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন। তুমি সবচেয়ে কোন জিনিস বেশি ভালোবাসো? জবাবে অন্ধ লোকটি বললো। আমি সবচেয়ে বেশি বাসিভালো। আমার চোখের আলো। আল্লাহ্‌ যেন আমার চোখের আলো ফিরিয়ে দেন। যাতে আমি এই সুন্দর পৃথিবী সুন্দরভাবে দেখতে পারি। ফিরিশতা তার চোখে হাত বুলিয়ে দিলেন। সাথে সাথে আল্লাহ্‌ তার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিলেন। ফিরিশতা জিজ্ঞেস করলেন। তোমার কাছে

www.pathagar.com

সবচেয়ে কোন জিনিস অধিক প্রিয়? সে জবাবে বললো আমার কাছে অধিক প্রিয় ছাগল। তখন তিনি তাকে একটি গর্ভবতী ছাগল দান করলেন এবং বললেন এতে তোমার মঙ্গল হোক।

এভাবে আল্লাহর রহমতে তিন ব্যক্তি সুস্থ হলো। হলো কঠিন রোগমুক্ত। ফিরে পেলো সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবন। তাদের পশুগুলো বেশ বাচ্চা দিলো। ফলে এক জনের উটে ময়দান ভরে গেলো। অপর জনের গরুতে মাঠ পূর্ণ হলো। আর একজনের ছাগলে উপত্যকা ভরে উঠলো।

পাল্টে গেলো দৃশ্যপট। সবাই দুরাবস্থা থেকে বেড়িয়ে এলো। হলো অঢেল সম্পদের মালিক। আগের সেই ফিরিশতা। আগের আকৃতি ধারণ করে এলেন শ্বেত বা ধবল রোগীর নিকট। এসে বললেন। আমি একজন সম্পদ শূন্য নিঃস্ব ব্যক্তি। আমার সফরের সামান শেষ। আমার গন্তব্যে পৌঁছাতে আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপায় নেই। আমি আল্লহ্‌র নামে তোমার কাছে একটি উট চাচ্ছি। যিনি তোমাকে সুন্দর রং কোমল চামড়া এবং সম্পদ দান করেছেন। আমি এর ওপর সওয়ার হয়ে গন্তব্যে পৌঁছাবো ইনশাআল্লাহ্।

লোকটি বিরক্তির সুরে বললো। এসব হবে না বাপু! আমার ওপর বহু দায়িত্ব রয়েছে। তখন ফিরিশতা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললো দেখো! আমি

www.pathagar.com

তোমাকে চিনি। তুমি শ্বেতী রোগী ছিলেনা? মানুষ তোমাকে ঘৃণা করতো না? তুমি কি ফকীর ছিলে না? অতঃপর আল্লাহই তোমাকে এসব দান করেছেন। দিয়েছেন রূপ সৌন্দর্য আর বানিয়েছেন প্রাচুর্যের মালিক।

লোকটি অকৃতজ্ঞতার সুরে আবার বললো। ভাই! এসব তুমি কি বলছো? আমি তো এ সম্পদের মালিক হয়েছি পূর্বপুরুষ থেকে। উত্তরাধিকারী সুত্রে। ফিরিশতা বললেন। যদি তোমার কথায় তুমি মিথ্যাবাদি হও তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে সেরুপ করে দিন। যেরুপ তুমি পূর্বে ছিলে।

এর পর ফিরিশতা গেলেন টাকওয়ালার নিকট। তার সেই পূর্বের বেশভুষা ও আকৃতিতে। তাকে ঠিক তেমনই বললেন। ভাই! আমি একজন নিঃস্ব মুসাফির। বাড়ীতে পৌছার মতো আমার কাছে কোনো সম্পদ নেই। শুধু আল্লাহ ভরসাই আমার সম্পদ। তাঁরই নামে আমি তোমার কাছে একটি গাভী চাচ্ছি। যাতে সওয়ার হয়ে আমি বাড়ী পৌঁছতে পারি।

ফিরিশতা তাকে এও বললেন। দেখো! আমি তোমাকে চিনি। তোমার মাথায় চুল ছিলোনা। তোমার মাথায় ছিলো টাক। তোমাকে সব মানুষ ঘৃণা করতো। তোমাকে নিয়ে করতো হাসি তামাশা। তুমি ছিলে অনেক গরীব। মহান আল্লাহই তোমাকে রোগমুক্ত করেছেন। করেছেন সম্পদশালীও।

এই ব্যক্তিও শ্বেত রোগীর মতো অকৃতজ্ঞ হলো। নিমিষেই অস্বীকার করলো সব কিছু। সে বললো ভাই! এসব তুমি কি বলছো? যত্তোসব বাজে কথা? সব কিছুই আমার অর্জিত সম্পদ। পথ দেখো! অন্য কোথাও যাও। এসব বলে লাভ নেই। তখন ফিরিশতা বললেন। যদি তুমি তোমার কথায় মিথ্যাবাদি হও। তাহলে দু'আ করি মহান আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে পূর্বের অবস্থায় বহাল করুন। যেমনটা তুমি একদিন ছিলে।

সর্বশেষে ফিরিশতা এলেন। সেই অন্ধ লোকটির কাছে। সেই আগের চেহারা আর ছুরতে। এসে বললেন। ভাই! আমি একজন সম্বলহীন মুসাফির। গন্তব্যে পৌছার মতো নেই সামান্য সম্পদও। গন্তব্যে পৌছাঁর জন্য আল্লাহ ছাড়া আমার কোন উপায় নেই। সেই আল্লাহর নামে আমি তোমার কাছে একটি ছাগল প্রার্থনা করছি। যে আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাকে চোখের জ্যোতি দিয়েছেন। করেছেন প্রচুর সম্পদের মালিক। আর এ ছাগল দিয়েই আমি পৌঁছে যাব আমার গন্তব্যে।

www.pathagar.com

লোকটি অন্যদের মতো অকৃতজ্ঞ না হয়ে হলো কৃতজ্ঞ। বললো ভাই! তুমি যথার্থ এবং সত্যিই বলেছো। আসলে আমি এক সময় অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ তা'য়ালা মেহেরবানী করে আমার দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন। দেখার সুযোগ দিয়েছেন এই সুন্দর পৃথিবী। আমি ফকির ছিলাম। মানে কপর্দকশূণ্য। আল্লাহ্ তায়ালাই আমাকে সম্পদশালী করেছেন। এখন তুমি যা চাও। তাই নিয়ে যাও। আল্লাহর কসম! আল্লাহর জন্য তুমি যা কিছু নিবে তার জন্য আমি কোনো প্রশংসা দাবী করবো না।

তখন ফিরিশতা বললো। তোমার সম্পদ তুমি রেখে দাও। তোমাদের তিন জনের পরীক্ষা নেয়া হলো মাত্র। তুমি হলে কৃতজ্ঞ। পাশ করেছো শতভাগ। করেছো আল্লাহর শুকরিয়া আদায়। অপর দু'জন হলো অকৃতজ্ঞ। করলো আল্লাহ্র না শুকরিয়া। আল্লাহ তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর অপর দু'জনের ওপর হয়েছেন অসন্তুষ্ট। আল্লাহ্র নেয়া পরীক্ষায় এ তিনজনের মধ্যে পাশ করলো মাত্র একজন।

প্রশ্ন.

১. বনী ইসরাইলের তিন ব্যক্তি কী কী রোগে আক্রান্ত ছিলো?
২. শ্বেতী রোগীকে আল্লাহ কি দিয়ে সম্পদশালী করেছিলেন?
৩. টাকওয়ালাকে আল্লাহ্ কি দিয়ে সম্পদশালী করেছিলেন?
৪. আল্লাহ্র দয়ার অকৃতজ্ঞ হয়েছিলো কে কে?
৫. আল্লাহ্র কার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন?

www.pathagar.com

গণিমতের চেয়ে আল্লাহ্‌র রাসূলই (সা.) উত্তম

যুদ্ধ মানে জয় নয়তো পরাজয়। একদল হয় যুদ্ধে জয়ী তাদেরকে বলা হয় বিজেতা বা বিজয়ী। অপর দল বরণ করে পরাজয়। পরাজয় বরণকারী দলের ফেলে যাওয়া সম্পদের মালিক হয় বিজয়ী দল। ইসলামেও যুদ্ধের পর পরাজিত দলের সম্পদের মালিক হয় বিজয়ী দল। বিজয়ী দলের অর্জিত সম্পদকে ইসলামের পরিভাষায় বলে গণিমত।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন। কোন একটি যুদ্ধে হাওয়াজিন গোত্র থেকে মহান আল্লাহ দান করলেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে গনিমত হিসেবে অনেক সম্পদ। আর সে সম্পদ থেকে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) মুজাহিদদেরকে দান করতে থাকলেন ইসলামের বিধান অনুযায়ী। তার মধ্যে একটু বেশী করে কুরাইশ গোত্রকে তিনি দান করলেন একশত করে উট। কুরাইশদেরকে বেশী দান করাটা ভালো লাগলো না আনসারদের।

মানবিক দুর্বলতা পেয়ে বসলো তাদেরকে। কিছু সংখ্যক আনসার অভিযোগের সুরে বলতে লাগলো। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাঁর নবীকে ক্ষমা করুন। তিনি কেবলমাত্র কুরাইশ বংশকেই বেশি করে গণিমতের মাল দিচ্ছেন। আমাদেরকে দিচ্ছেন না মোটেই। অথচ আমরাই বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছি। পরাজিত করেছি হাওয়াজিন গোত্রকে। আমাদের তলোয়ার থেকেই তাদের রক্ত ঝরছে এখনো। সম্পদেরও হকদার মূলতঃ আমরাই।

দেয়ালেরও কান থাকে। আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) কাছে পৌছানো হলো আনসারদের অভিযোগের কথা। আল্লাহর রাসূল (সা.) শুনে সিদ্ধান্ত নিলেন। তাদেরকে ডাকলেন একটি তাবুতে। সকল আনসারদের একত্রিত করলেন সেখানে। সেখানে আনসার ব্যতীত আর কেউ ছিলো না। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) আসলেন। তাবুতে তশরীফ আনলেন। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন। আমার কাছে পৌঁছেছে তোমাদের কথা। আমি শুনেছি, তোমাদের কিছু অভিযোগ। তা কী তোমরা বলতে পারো? বয়স্ক কয়েকজন আনসার সাহাবী বললেন। হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! আমাদের মধ্যে থেকে বয়স্ক লোকেরা কিছুই বলেনি। বলেছে কয়েকজন তরুণ। যাদের বয়স খুবই কম। তারা বলেছিলো। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (সা.) ক্ষমা করুন। নবী (সা.) গণিমতের মাল থেকে আনসারদেরকে দিচ্ছেন না। শুধুমাত্র কুরাইশদেরকেই গণিমতের মাল দিচ্ছেন। অথচ ইসলামের জন্য আমাদের ত্যাগ কম নয় বরং অনেক বেশি। এ যুদ্ধে আমাদের বীরত্ব প্রমাণ

www.pathagar.com

করছে আমাদের রক্তে রাঙা তরবারী। দেখো! আমাদের তরবারী থেকে এখনো তাজা রক্ত ঝরছে। আমরা অনেক কাফির মুশরিকদেরকে এ তরবারি দিয়ে করেছি খতম। করেছি শায়েস্তা। দিয়েছি উচিত শিক্ষা।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) বয়স্ক ও প্রবীণ আনসারদের কথা শুনলেন। ধৈর্য এবং মনোযোগের সাথে শুনলেন। উপলব্ধি করলেন কথার তাৎপর্য। অতঃপর তিনি বললেন। তোমরা দেখছো, আমি লোকদের গণিমতের মাল দিচ্ছি। যাদের কুফরীর যুগ মাত্র শেষ হয়েছে। কুফরীর অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোয় আলোকিত হচ্ছে। এরা সবাই প্রায় নওমুসলিম। তোমরা কি খুশি হবে না? আনন্দিত হবে না? গর্ববোধ করবে না? লোকেরা ফিরবে বাড়ীতে দুনিয়াবী সম্পদ নিয়ে। মানে গণিমতের মাল নয়। যা খুবই ক্ষণস্থায়ী। যা শেষ হবে স্বল্প কালের মধ্যে? আর তোমরা বাড়ী ফিরবে তোমাদের প্রিয় রাসূল (সা.) কে নিয়ে? আল্লাহ্‌র শপথ! লোকেরা যা নিয়ে বাড়ী ফিরবে তার চেয়ে অনেক উত্তম। অনেক কল্যাণকর। অনেক মঙ্গলময়। তোমরা যাকে নিয়ে বাড়ী ফিরবে।

আল্লাহ্‌র নবীর কথা শুনে আনন্দের হিল্লোল বইতে লাগলো তাঁবুতে। আনসারী সাহাবীদের চোখে মুখে ফুটে উঠলো জোনাকির আলো। আনন্দে সবাই আত্মহারা। আনসারগণ বলতে লাগলো পরস্পরে। অবশ্যই। হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! কিযে বলেন আপনি?'এ পরম পাওয়া। এর চেয়ে মহাখুশি আর কি হতে

www.pathagar.com

পারে? আমরা এতেই সন্তুষ্ট। আমরা এতেই আনন্দিত। আমরা এতেই খুশি মহাখুশি।

আবার মহানবী (সা.) বললেন। হে আনসারগণ! তোমরা প্রস্তুত থাকো। তোমরা আমার পরে দেখতে পাবে। তোমাদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে অনেক বেশি পরিমাণে। সম্মানিতও হচ্ছে বেশ। তাতে তোমরা হতাশ হবে না। ভেঙ্গে পড়বে না। মনোক্ষুণ্ন হবে না। অধৈর্য হবে না বরং ধৈর্য ধরবে। শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত। যে পর্যন্ত না তোমরা হাউযে কাউসারে মিলিত হবে। তোমাদের মহান আল্লাহ এবং তোমাদের প্রিয় রাসূলের সাথে। এভাবে মহানবী (সা.) দূর করলেন মানবিক দুর্বলতা। আনসার সাহাবীদের অভিযোগ খণ্ডন করলেন। সরিয়ে দিলেন তাদের মনোকষ্ট আর দুঃখ বেদনা। সন্তুষ্ট হলেন আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) ওপর তারা।

প্রশ্ন.

১. গণিমতের সম্পদ কি?
২. আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) কাদেরকে উট দিয়েছিলেন?
৩. আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) বন্টন কারা মেনে নিতে পারেন নি?
৪. আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) কাদের সাথে গিয়েছিলেন?
৫. গণিমতের চেয়ে কি বেশি উত্তম?

www.pathagar.com

মিথ্যা শপথের ভয়াবহ পরিণতি

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন। মক্কার কুরাইশ গোত্রের একজন সম্পদশালী লোক। বনু হাশিমের উমর ইবনে আলকামাশকে মজুর নিয়োগ দিয়েছিলেন। তার মূল কাজ ছিলো উট চড়ানো। মজুর তার মালিকের সাথে উট চরাতে যাচ্ছিলেন। একই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন বনু হাশিমের অন্য আরেকজন লোক। বনু হাশিমের লোকটির ছিলো খাদ্য ভর্তি বস্তা। হঠাৎ ছিড়ে গেলো তার বস্তার বাঁধন। তখন সে মজুর লোকটিকে বললো। আমাকে একটি রশি দিয়ে সাহায্য করুন। যাতে আমার বস্তার মুখ বাঁধতে পারি। উটটিও যাতে পালাতে না পারে। দয়া পরবশ হয়ে মজুরটি তাকে একটি রশি দিলো। সে রশি দিয়ে বেঁধে নিলো বস্তার মুখ।

মালিক আসলেন এবং দেখে ফেললেন একটি উট রশি ছাড়া। জিজ্ঞেস করলেন সব উট বাঁধা হলেও একটি উট কেন বাঁধা হলো না? মজুর লোকটি ঝটপট উত্তর দিলো এ উটটি বাঁধার কোন রশি নেই। মালিক রাগে ফেটে পড়লেন। বললেন এ উটের রশি কোথায়? মজুরের জবাব দেয়ার আগেই অধৈর্য হয়ে মালিক লাঠি দিয়ে আঘাত করলো। এক আঘাতেই আহত হলো মজুরটি। লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

আহত মজুরটি মরণ যন্ত্রণায় ছটফট করছিলো। পাশ দিয়েই যাইতেছিলো ইয়ামেনের একজন লোক। তাকে মজুর জিজ্ঞেস করলো ভাই! আপনি কি এবার হজ্জে যাবেন? লোকটি বললো। না, ভাই। আমি অনেক বার হজ্জে গিয়েছি। মজুরটি আবার বললো। ভাই, জীবনে কোনো একদিন আমার সংবাদটি কি মক্কায় পৌঁছাতে পারবেন? লোকটি জবাব দিলো হ্যাঁ, তা অবশ্যই পারবো।

মজুরটি বললো। আপনি যখন মক্কায় যাবেন। তখন কুরাইশদের আহ্বান জানাবেন। সাড়া পেলে বনু হাশিম গোত্রকে ডাকবেন। হাশিম গোত্রের সাড়া পেলে আবু তালিবকে খুঁজবেন। তাকে পেয়ে গেলে বলবেন। ঐ ব্যক্তি, মানে উটের মালিক। শুধু মাত্র একটি রশির কারণে আমাকে হত্যা করেছে। এ কথা ক'টি বলেই মজুরটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

ইতোমধ্যে উটের মালিক মক্কায় ফিরে গেলেন। দেখা হলো আবু তালিবের সাথে। আবু তালিব জিজ্ঞেস করলেন তাকে। আমার মজুর ভাইটি কোথায়? তার কি হয়েছে? সে এখনো ফিরছেনা কেন? মালিক বললো দুঃখিত। আপনার ভাই হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হলো। অনেক সেবা করলাম। কিছুতে কিছুই হলো না। অবশেষে

www.pathagar.com

সে মারাই গেলো। মারা যাওয়ার পর আমি তাকে সমাহিত করেছি। আবু তালিব বললেন। আমরা তোমার কাছ থেকে এরুপ ব্যবহারই আশা করি।

কেটে গেলো বেশ ক'টা বছর। ইয়ামেনী সেই লোকটি এলো মক্কায়। পবিত্র হজ্জ পালনের জন্য। মনে পড়লো তার। মজুরের সাথে করা অঙ্গীকারের কথা। ওয়াদা অনুযায়ী তিনি ডাকলেন কুরাইশদের। বেছে নিলেন বনু হাশিম গোত্রকে। খুঁজলেন মানুষের মাঝে। আবু তালিব কোথায়? লোকেরা দেখিয়ে দিলো আবু তালিবকে। ইয়ামেনী লোকটি তখন আবু তালিবকে বললেন। আপনাদের অমুক ব্যক্তি আমাকে অসিয়ত করেছেন। আমি যেনো তার মৃত্যু সংবাদটি আপনার কাছে পৌঁছে দেই।

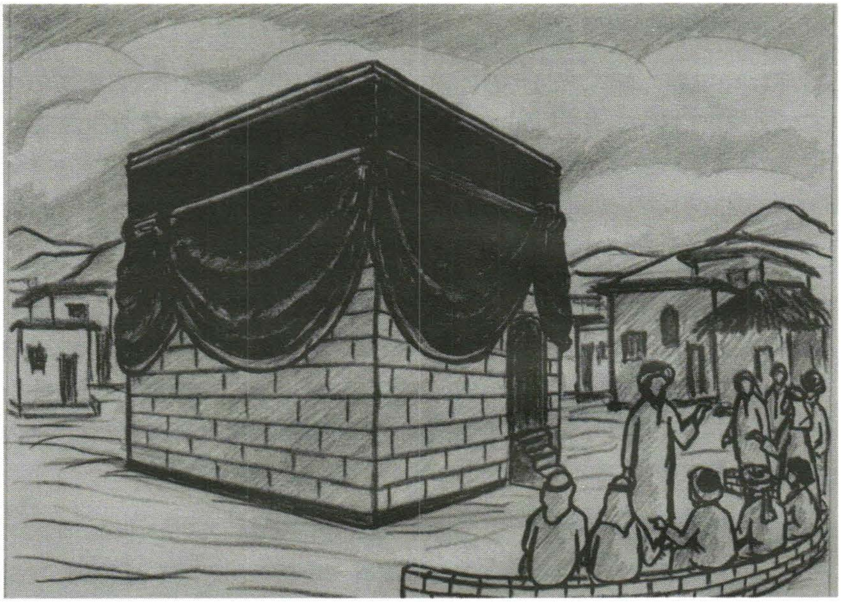

তিনি ঘটনার বিবরণ দিয়ে বললেন। তার মালিক শুধুমাত্র একটি রশির জন্য তাকে হত্যা করেছে। আবু তালিব সব শুনলেন। চলে গেলেন মজুর নিয়োগকারী ব্যক্তির কাছে। গিয়ে বললেন। তুমি আমার ভাইকে হত্যা করেছো। অথচ আমার কাছে মিথ্যা তথ্য দিয়েছো। তোমাকে আমার দেয়া যে কোনো একটি কথা মানতেই হবে। প্রথমতঃ হত্যার বিনিময়ে একশ উট দিবে। দ্বিতীয়তঃ তোমার গোত্রের পঞ্চাশ জন লোক শপথ করে বলবে তুমি তাকে হত্যা করোনি। আর এটা যদি তুমি না করো। তাহলে প্রস্তুত হও! আমরা তোমাকে হত্যা করবো।

www.pathagar.com

লোকটি পড়ে গেলো ভীষণ বেকায়দায় ও বিপদে। ঘাবড়ে গিয়ে দৌড়ে ছুটে গেলো। নিজ গোত্রের কাছে। ডাকলে গোত্রীয় সমাবেশ। ঘটণার আদ্যপান্ত বর্নণা করলো সবার কাছে। ঘটনা শুনে তাদের দয়া হলো এবং তারা বললো। আমরা হলফ করে বলবো। তুমি হত্যা করোনি। যদি তোমার উপকার হয় তাহলে অবশ্যই আমরা তা করবো।

হত্যাকারী গোত্রের বধু জনৈক মহিলা আসলেন। আবু তালিবের কাছে। বনু হাশিম গোত্রের মেয়ে সে। আবেদন করলো। আমার ছেলেকে রেহাই দিবেন। হলফ নেয়ার স্থান রুকনে ইয়ামেনি ও মাকামে ইবরাহিমের মাঝ খান থেকে। মনজুর হলো আবেদন। এরপর আবেদন করলো একজন পুরুষ লোক তার নিজের জন্য। বললো, হে আবু তালিব! প্রতি জনের বিপরীতে আপনি দু'টি উট চেয়েছেন। এই নিন আমার থেকে দু'টি উট। আমাকে হলফ থেকে রেহাই দিন। মঞ্জুর করা হলো তাঁর আবেদনও।

এভাবে দু'জন বিদায়ের পর বাকী থাকে আটচল্লিশজন। তারা আরবরীতি অনুযায়ী কাবা ঘরের যথা স্থানে মিথ্যা হলফ করলো। আর বরণ করে নিলো মিথ্যা শপথের ভয়াবহ ও করুণ পরিণতি। সবাই মরে গেলো এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই। এভাবেই আল্লাহ্ তা'য়ালা দেখালেন মিথ্যা শপথের কি ক্ষতিকর পরিণতি হতে পারে দুনিয়ায়।

প্রশ্ন.

১. মজুর লোকটির নাম কি ও কোন বংশের লোক ছিলো?

২. মজুর লোকটির মালিক কেনো মেরেছিলো?

৩. কতজন মিথ্যা শপথ করেছিলো?

৪. মিথ্যা শপথের পরিণতি কি হয়েছিলো?

৫. শপথটি কোথায় হয়েছিলো?

www.pathagar.com

মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহারের করুণ পরিণতি

হযরত আলকামা (রা.)। আল্লাহর রাসূলের (সা.) সাহাবী। মদীনায় রয়েছে তার বেশ পরিচিতি। সালাত, সাওমে অগ্রগামীদের একজন। দানশীল হিসেবেও বেশ খ্যাতি তাঁর। ইবাদাত-বন্দেগীতে অনেক অগ্রসর।

অসুস্থ হলেন হযরত আলকামা (রা.)। বেশ গুরুতর অসুস্থ। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এখন উপস্থিত সে। মৃত্যু শয্যায় কাতরাচ্ছেন। প্রহর গুণছেন মৃত্যুর। স্বজনরা সবাই কাছে। দেখাশুনা করছে হযরত আলকামাকে। প্রিয়তমা স্ত্রীর মাথায় বুদ্ধি এলো। খবর পাঠালেন আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) কাছে। নবীজি শুনলেন, আলকামা (রা.) বেশ অসুস্থ। মৃত্যু যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে বিছানায়।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সাথে সাথেই ডাকলেন। হযরত আম্মার (রা.) হযরত সুহাইব (রা.) ও হযরত বেলালকে (রা.)। তাদেরকে বললেন। তোমরা যাও। তোমাদের ভাই আলকামাকে (রা.) কালেমায়ে শাহাদাত পড়াও। কথা অনুযায়ী কাজ। সাহাবারা গেলেন আলকামার (রা.) বাড়িতে। দেখলেন হযরত আলকামার (রা.) শেষ অবস্থা। সাহাবারা পড়াতে চেষ্টা করলেন কালিমা। শত চেষ্টা করেও পারলেন না তারা। আলকামার (রা.) মুখে উচ্চারিত হচ্ছেনা পবিত্র কালিমা।

বিস্ময়ে বিমূঢ়! রাসূলের (সা.) সাহাবীরা। হতভম্ব হলেন তাঁরা। খবর পাঠালেন রাসূলের (সা.) কাছে। দুঃসংবাদ! হযরত আলকামার (রা.) মুখে কালিমা উচ্চারিত হচ্ছে না। শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ কালিমা উচ্চারণে। সংবাদ বাহকের কাছে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) জানতে চাইলেন। তুমি কি জানো? আলকামার আব্বা-আম্মা কি বেঁচে আছেন? সহসাই সাহাবীর উত্তর। হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! আমি জানি। শুধু মাত্র আলকামার বৃদ্ধা মা বেঁচে আছেন।

মহানবী (সা.) লোকটিকে পাঠালেন আলকামার (রা.) মায়ের কাছে। তাকে গিয়ে বলো। তুমি কি রাসূলের (সা.) কাছে যেতে পারবে? তা না হলে অপেক্ষা করো। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) নিজেই আসবেন তোমার কাছে। আলকামার মা বললো। আমার জীবন কুরবান হোক রাসূলের (সা.) জন্য। আমিই যাবো তাঁর কাছে। বলেই বের হলেন আলকামার বৃদ্ধা মা। লাঠি ভর দিয়ে চলে আসলেন আল্লাহ্‌র রাসুলের (সা.) কাছে।

www.pathagar.com

এসেই সালাম দিলেন তিনি। জওয়াব দিয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) বললেন। হে আলকামার মা! আমাকে আপনি সত্য করে বলুন। অসত্য হলে আল্লাহ ওহী পাঠাবেন আমার কাছে। আপনি বলুনতো, আলকামার স্বভাব চরিত্র কেমন ছিলো? জবাব হলো অনেক সুন্দর। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো। আলকামা ইবাদাত বন্দেগীতে কেমন মনোযোগী ছিলো? উত্তরে বললো কি যে বলেন! সে প্রচুর পরিমাণে সালাত, সাওম ও সাদাকা আদায় করতো। বলতে গেলে আবিদ যাকে বলে।

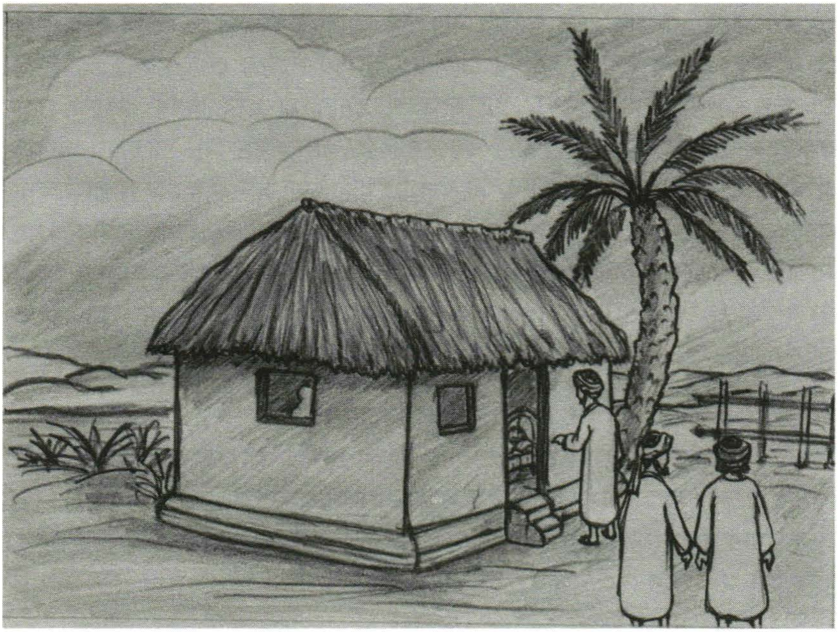

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) বললেন। এবার বলুন, আপনি কি তার প্রতি খুশি? জবাব হলো। হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! আমি তার প্রতি অখুশি। রাসূলের (সা.) জিজ্ঞাসা। কারণ কি? আলকামার মা বললো। হে আল্লাহ্‌র নবী (সা.)! আলকামা স্ত্রীকে অগ্রাধিকার দিতো। আমার ওপরে। আমার আদেশ অমান্য করতো। অনেক সময়ই সে স্ত্রীর কথামতো চলতো। মহানবী (সা.) বললেন। মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহারেই আলকামার এ করুণ পরিণতি। মায়ের চেয়ে স্ত্রীর গুরুত্বই তাকে এমন করেছে। তার জিহ্বায় কালিমা উচ্চারিত হচ্ছে না।

অতঃপর আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) বললেন। হে বেলাল বের হয়ে যাও! আমার জন্য বেশি পরিমাণ কাঠ খড়ি নিয়ে এসো। আলকামার বৃদ্ধা মা বললো। হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! এসময় কাঠখড়ি ক্যানো? এগুলো দিয়ে কি হবে? আপনি এগুলো দিয়ে কি করবেন? উত্তরে তিনি বললেন, হে আলকামার মা! আমি আপনার সামনেই আলকামাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেবো। যাতে সে মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহারের মজা টের পায়। আখিরাতের শাস্তির চেয়ে এটা হবে খুবই নগণ্য ও সামান্য।

উথলে উঠলো ছেলের প্রতি মায়ের অকৃত্রিম ভালোবাসা। সাথে সাথে বললেন। হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! আমার ছেলেকে আমার সামনে পোড়াবেন? আমি কি তা সইতে পারবো? অসম্ভব! এটা হতে পারেনা। মা হয়ে আমি কখনো সহ্য করতে পারবোনা। মহানবী (সা.) বললেন। হে আলকামার মা! আল্লাহ্‌র আযাব অত্যন্ড় ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী। এখন আপনি যদি চান আলকামাকে আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন। তাহলে আপনি আলকামাকে আগে ক্ষমা করে দিন। আলকামার ওপর আপনি খুশি হয়ে যান। আল্লাহ্‌র কসম! আপনি অখুশি থাকলে তার নামাজ রোযা কোন কাজে আসবে না। কোন লাভ হবে না। মাফ পাবেনা আদালতে আখিরাতে।

সব কথা শুনলেন আলকামার মা। প্রবল হলো তার পুত্র স্নেহ। বলে উঠলেন তিনি। হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! আমি সাক্ষী রাখছি আল্লাহকে। সাক্ষী রাখছি ফিরিশতাকে। স্বাক্ষী রাখছি উপস্থিত সকল মুসলমানদেরকে। আমি আমার ছেলে আলকামার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছি। মাফ করে দিয়েছি তার অপরাধ। ভুলে গেছি দুঃখ কষ্ট আর বেদনা। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন।

রাসূল (সা.) বললেন। হে বেলাল! তুমি যাও। দেখো! আলকামা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলতে পারে কিনা? আমার মনে বিশ্বাস জন্মেছে। আলকামার মা সত্য বলেছে। আলকামাকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। হযরত বেলাল গিয়ে ঘরের বাহির থেকেই শুনতে পেলেন। হযরত আলকামা (রা.) জোরে জোরে পড়ছেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ।

হযরত বেলাল (রা.) ঘরে প্রবেশ করলেন। উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন। তোমরা শুনে রাখো। হযরত আলকামার মা আলকামার প্রতি অখুশি ছিলো। সে কারণে প্রথমে আলকামা (রা.) কালিমা পড়তে পারেনি। পরে খুশি

হয়েছে। সে জন্য এখন আলকামার (রা.) জিহ্বা কালিমা পড়ায় সক্ষম হয়েছে। মায়ের খুশিতে আল্লাহ্ খুশি হয়েছেন।

অতঃপর হযরত আলকামা (রা.) সেদিনই মারা গেলেন। আল্লাহ্র রাসূল (সা.) নিজে হাজির হলেন। দাফন কাফনের নির্দেশ দিলেন, জানাযার নামাজ পড়ালেন। দাফনের পর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন। হে আনসার ও মুহাজিরগণ! যে ব্যক্তি মায়ের ওপর স্ত্রীকে অগ্রাধিকার দিবে তার ওপর আল্লাহ্র লা'নত। মানে অভিশাপ? সকল ফিরিশতা ও মানুষের অভিসম্পাত। আল্লাহ্ তার পক্ষে কোন সুপারিশ কবুল করবেন না। কেবল মাত্র তাওবাহ ও মায়ের সন্তুষ্টিতেই মুক্তি পাওয়া যাবে। এর ব্যতিরেকে মুক্তির কোন পথ নেই।

মনে রাখবে, মায়ের সন্তুষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট। মায়ের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ অসুন্তুষ্ট। তাই সকল মানুষের উচিত পৃথিবীতে সবার ওপরে মাকে অগ্রাধিকার দেয়া। মায়ের আদেশ নিষেধ জানার মাধ্যমে তার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

প্রশ্ন.

১. আলকামা (রা.) কে ছিলেন? কার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট?
২. আলকামা (রা.) কেন কালিমা পড়তে পারেনি?
৩. আলকামার (রা.) মাকে রাসূল (সা.) কি বলেছিলেন?
৪. আলকামার (রা.) মা শেষ পর্যন্ত কি করেছিলেন?
৫. আখিরাতের মুক্তির জন্য প্রত্যেকের কি করা উচিত?

www.pathagar.com

আবিদ জুরাইজ ও তার মায়ের বদদোয়া

মশহুর সাহাবী। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে মায়ের কোলে দোলনায় বসে কথা বলেছিলেন চারজন বালক। হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.)। মায়ের সতীত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন তিনি। হযরত ইউসুফ (আ.) এর ঘটনার ফয়সালার সাক্ষী দিয়েছিলেন একজন নবজাতক। একজন ছিলেন আবিদ জুরাইজকে নির্দোষ প্রমাণকারী। অপরজন ছিলো ফিরআউন কন্যার বিউটিশিয়ানের শিশু সন্তান।

আবিদ জুরাইজ বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি। তিনি ছিলেন দুনিয়া বিমুখ ও বৈরাগ্যবাদী। সংসারধর্ম ত্যাগ করেছেন। দুনিয়ার মায়া ছেড়েছেন। মহান আল্লাহ্‌র আবেগ আর ভালোবাসায়। লোকালয়ের বাহিরে গেলেন তিনি। থাকলেন না মানুষের সাংসারিক ও সামাজিক ঝামেলায়। গেলেন দূরে। বহুদূরে। তৈরি করলেন ইবাদাত খানা। ভূমি থেকে সামান্য উঁচু। ছাদ ছিলো পরিমাণের চেয়ে নীচু। মানে বিশেষ ধরণের ঘর। যাকে বলা হতো সাওমা। করতে লাগলেন ইবাদাত। আল্লাহ্‌র ধ্যানেই সর্বদা মশগুল থাকেন জুরাইজ।

দুনিয়ার খবর নেই জুরাইজের কাছে। কোথায় পিতা? কোথায় মাতা? কোথায় বাড়ী কিংবা ঘর? কোথায় আত্মীয় স্বজন? আপন কিংবা পর? জুরাইজ ভূলে গেলেও জুরাইজকে ভুলেনি তার মা। মায়ের পক্ষে ভুলে থাকা যে অসম্ভব। একদা জুরাইজের মা আসলেন। জুরাইজের ইবাদাত খানার কাছে। উঁকি মারলেন ইবাদাত খানার দিকে। বললেন হে জুরাইজ! আমি তোমার মা। আমি তোমার সাথে কথা বলবো। তুমি আমার সাথে কথা বলো।

এভাবে জুরাইজের মা একদিন নয়। দু'দিন নয়। আসলেন পরপর তিন দিন। কোনো কথা বললেন না জুরাইজ। তার মায়ের ডাকে সাড়া দিলেন না। সুখ-দুঃখ জানতে পারলেন না একে অপরের। কথা-বার্তা দূরে থাক। জুরাইজ তাকিয়েও দেখলেন না তার মাকে। চালিয়ে গেলেন ইবাদাত। জুরাইজের কম ইলম বিরত রাখলো মা অথবা দুনিয়া থেকে। ধারণা ছিলো মায়ের সাথে কথা বললেই হবে দুনিয়াদারী। ছুটে যাবে ইবাদাত বন্দেগী।

জুরাইজ ইবাদাতে মশগুলই থাকলেন কেবল। এদিকে মায়ের হক জুরাইজ তো আদায় করেইনি; বরং মাকে করলেন অপদস্ত ও অপমাণিত। মায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে করলেন নাফরমানি। মা হলেন বিরক্ত। পাইলেন মনে কষ্ট। জুরাইজের

www.pathagar.com

ওপর হলেন অসন্তুষ্ট। ঘটনা ঘটলো বার বার। জুরাইজের মা মনে কষ্ট নিয়ে হাত তুললেন মহান আল্লাহ্‌র কাছে। করলেন বদদোয়া। দিলেন অভিশাপ। হে আল্লাহ্! আমি জুরাইজের মা। অনেক কষ্ট করেছি জুরাইজের জন্য। আজ সে আমাকে কষ্ট দিলো। আমার সাথে দেখা করলো না। আমি দেখা করতে চাইলাম। সে কোনো পাত্তা দিলো না। তুমি ওকে খারাপ মহিলা না দেখিয়ে মৃত্যু দিও না। এ বদ দু'আ টি কবুল করলেন মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা।

জুরাইজের ইবাদাত বন্দেগীর কথা ছড়িয়ে পড়লো সবখানে। বনী ইসরাইলের সে এলাকায়ই বাস করতো এক নষ্ট দুঃশ্চরিত্র মহিলা। সে তার রুপ আর সৌন্দর্য দিয়ে গাফিল করতো লোকদেরকে। সে একদিন বলে ফেললো তোমরা জুরাইজের প্রশংসা কেনো এতো বেশি করো? আমি চাইলে তাকে ফিতনায় ফেলে দিবো। বিপথগামী করবো। করবো বিভ্রান্ত। কথা অনুযায়ী কাজ। শয়তান মহিলা চলে গেলো জুরাইজের কাছে। নিজের রূপ সৌন্দর্য তুলে ধরলো কুৎসিত ও নোংরাভাবে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না। তাকালো না জুরাইজ ওই মহিলার দিকে। এতে মনোক্ষুণ্ন হলো মহিলা। প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠলো তার গায়ে।

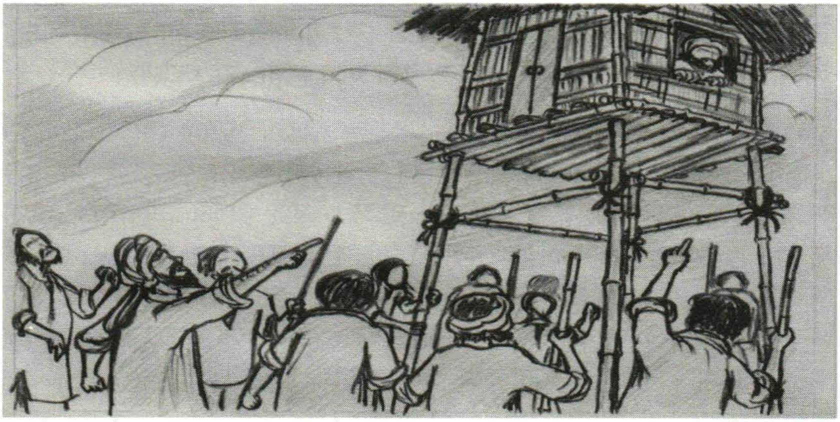

জুরাইজের ইবাদাত খানার পাশেই বাস করতো এক রাখাল বালক। মহিলা চলে গেলো তার কাছে। নিজেকে বিলিয়ে দিলো রাখাল বালকের হাতে। ফলে মহিলা হয়ে পড়লো গর্ভবতী। দিন মাস শেষ হয়ে গেলো। প্রসব করলো একটি ছেলে বাচ্চা। জুরাইজের প্রতিশোধ নিতে লেগে গেলো দুষ্ট মহিলা। লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে প্রচার করতে লাগলো। এটা তোমাদের আবিদ জুরাইজের ছেলে।

www.pathagar.com

ইবাদাতগাহে থাকে জুরাইজ। আর যায় কোথায় জুরাইজ? লোকালয়ের কম শিক্ষিত লোকেরা ক্ষিপ্ত হলো।

সাত পাঁচ না ভেবেই ভীষণ ক্ষিপ্ত হলো তারা জুরাইজের ওপর। যার যা আছে তা নিয়ে বেড়িয়ে পড়লো। লাঠি-সোটা, দা, খুন্তা আর কুড়াল নিয়ে। এ যেনো বোকা লোকদের বাহাদূরী। পৌঁছে দেখলো জুরাইজ নামাজেই মশগুল। ভাঙ্গা শুরু করলো তারা ইবাদাত খানা। ভেঙ্গে চুরমার করা হলো জুরাইজের ইবাদাত খানা। গুড়িয়ে দেয়া হলো মাটির সাথে। বের করে আনা হলো জুরাইজকে। দেয়া হলো উত্তম মধ্যম। জুরাইজ অবাক বিস্ময়ে দেখলো এবং সয়ে গেলো সবকিছু। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে সবার দিকে আর বলছে। এসব কি করছেন আপনারা? কি হয়েছে আপনাদের? উপস্থিত লোকেরা বললো। হয়েছে ন্যাকামো করতে হবে না। তুমি কি কিছুই জানো না? সুবোধ বালক হয়েছো আজ? নাই শরম নাই লাজ! ঐ মহিলার সন্তান হলো কি করে? এসবই তো তোমারই কীর্তি ও কাজ?

জিজ্ঞেস করো ঐ মহিলার কাছে। জুরাইজের স্পষ্ট জবাব। আমাকে দু'রাকাত নামাজ পড়তে দিন। জুরাইজ গেলো নামাজ পড়তে। লোকেরা নিয়ে এলো শিশু বাচ্চাটিকে। জুরাইজ মুচকি হাসলেন। বাচ্চার পেটে হাত বুলালেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন শিশুটিকে। তোমার পিতা কে? বাচ্চাটির জবাব হলো। আমার পিতা অমুক রাখাল। সে থাকে ওখানে। তার কাজ হলো মেষ চরানো।

ছোট শিশুর কথা শুনে হতবাক সবাই। চুনকালি পড়লো নির্বোধ লোকদের মুখে। তাদের মাথা লজ্জায় নুয়ে পড়লো। কারণ তারা তো শুনে বিবেক বিবেচনা বাদ দিয়ে হুজুগে মেতে উঠেছিলো নির্বোধের মতো। সবাই আবার তৈরি করে দিলো জুরাইজের ইবাদাত খানা। এভাবেই অপমাণিত হলো আবিদ জুরাইজ। মায়ের অবাধ্যতার কারণে। লজ্জিত হয়েছিলো নির্বোধ লোকেরা সত্য মিথ্যা যাচাই ছাড়া গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসানোর ফলে। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত পিতা-মাতার অনুগত হওয়া। বিচার বিবেচনা করে কাজ করা।

প্রশ্ন.

১. আবিদ লোকটির নাম কি ছিলো?
২. আবিদ ইবাদাতের জন্য কি করেছিলো?
৩. জুরাইজ তার মায়ের কথা কেনো শুনেনি?
৪. জুরাইজ কিভাবে অপমাণিত হয়েছিলো?
৫. লোকেরা কেনো লজ্জিত হলো?

www.pathagar.com

ইনসাফপূর্ণ বিচার সত্য হলো উদ্ভাসিত

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন। ইনসাফপূর্ণ বিচারের রায়। যাতে প্রকাশিত হয় সঠিক চিত্র। সত্য হয় উদ্ভাসিত। আল্লাহ্‌র নবী হযরত দাউদ এর জামানা। একই এলাকায় বাস করতো দু'জন মহিলা। যারা ছিলো দু'টো ছেলে সন্তানের জননী। দু'টো ছেলেই ছিলো সমবয়সী। দেখতে শুনতে একই রকম নাদুস নুদুস। যেনো মানিক জোড়। ঘটনাক্রমে ঘটে গেলো দুর্ঘটনা। এলাকায় এসে পড়লো নেকড়ে বাঘ। ছোবল মারলো। হা-লু-ম করে নিয়ে গেলো একটি শিশুপুত্র। নেকড়ে বাঘ ঘাড় মটকালো ছেলেটির।

তাদের অজানা ছিলোনা। তারা অবশ্যই জানতো। কার ছেলে নেকড়ে বাঘ নিয়ে গেছে। তার পরও একজন অপরজনকে বললো। বাঘ তোমার ছেলে নিয়ে গেছে। এভাবে তাদের মাঝে চললো তর্কাতর্কি। রীতিমতো বাকযুদ্ধ। ঝগড়া-ঝাটি। এমন যুদ্ধ। মনে হয় এ যুদ্ধের শেষ নেই। ঝগড়া মূলত শয়তানেরই কাজ। মানুষের বিবেক শূন্যতা ঝগড়ায় লিপ্ত করে। মহিলাদেরও হলো সেই দশা। মহিলাদের ফিরে এলো বিবেক। বন্ধ করলো ঝগড়া। তারা সিদ্ধান্ত নিলো যাবে বিচারের জন্য। বিচারালয়ে নালিশ করবে দু'জনই।

www.pathagar.com

বিচারক হলেন আল্লাহ্‌র নবী হযরত দাউদ (আ.)। বিচার করবেন তিনি। কথা অনুযায়ী কাজ। দু'জন মহিলা আসলেন, আল্লাহ্‌র নবীর দরবারে করলেন নালিশ। শুনলেন হযরত দাউদ (আ.)। উপস্থাপনা ভঙ্গিতে বিভ্রান্ত হলেন তিনি। বিচারক হযরত দাউদ (আ.) রায় দিলেন নিজের বুদ্ধি বিবেক-বিবেচনা অনুযায়ী। ছেলে শিশুটি পেয়ে গেলো সেই মহিলা। যে ছেলেটির সত্যিকারের মা নয়। মহিলাটি ছিলো তুলনামূলক বেশি বয়সের। রায় মেনে নিলেন দুই মহিলা।

সত্যিকারের মা মনের জ্বালায় অস্থির। হা-হুতাশ! চিৎকার আর আর্তনাদ! বুক ফাটা কান্না! হৃদয়ে রক্তক্ষরণ! সমুদ্রের ঢেউ। যেনো থামাতে পারে না কেউ। বিচারালয়ে থেকে বের হতে হতে দেখা হলো। হযরত দাউদ (আ.) এর সুযোগ্য ছেলে। আল্লাহ্‌র আর এক নবী হযরত সুলাইমান (আ.) এর সাথে। তারা বিষয়টি তাকে বললেন। বর্ণনা করলেন পূর্বাপর সকল ঘটনা। বিষয়টি হলো আপিলের মতো। বিষয়টি হযরত সুলাইমান (আ.) শুনলেন। আমলে নিলেন। পুনরায় রায় বিবেচনার আশ্বাস দিলেন। হযরত সুলাইমান (আ.) চিন্তায় পড়লেন। কি করবেন তিনি? আল্লাহ্‌র নবী ও পিতার দেয়া রায়?

খানিক সময় ভাবলেন। কৌশল আটঁলেন। বুদ্ধি বিবেচনা করে রায় দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফয়সালার পূর্ব প্রস্তুতির জন্য বললেন। তোমরা একটা ধারালো ছুরি নিয়ে এসো। হতবাক! সবাই হতবাক! কিংকর্তব্যবিমূঢ়। শুরু হলো মুখ চাওয়া-চাওয়ী। নেমে এলো কবরের নিরব নিস্তব্দতা। সবার অন্তরে একটি প্রশ্ন। ছুরি দিয়ে কি হবে? নিরবতা ভঙ্গ করলেন সত্যিকারের যিনি ছেলের মা। প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন তিনি। হুজুর ছুরি দিয়ে কি করবেন? হযরত সুলাইমান (আ.) বললেন। যেহেতু ছেলে একটি। তোমরা দাবীদার দু'জন মহিলা। দাবী করছো দু'জনই ছেলের মা। অতএব ছেলেটি তোমাদের দু'জনকেই দিতে হবে। সমান ভাগে ভাগ করে। আর এজন্য লাগবে ধারালো ছুরি। ছেলে কাটতে হবে সমানভাবে।

কালবিলম্ব হলো না। জেগে উঠলো মাতৃত্ব! ছোট মহিলা ছেলেটির সত্যিকারে মা। হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। হৃদয় সমুদ্রে ঢেউ ওঠলো তার দুঃখ আর বেদনায়। অনুনয় বিনয় করে বললেন তিনি। আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। আপনি কখনো এমনটি করবেন না। আমার ছেলের প্রয়োজন নেই। ছেলেটি বেঁচে থাকুক। আমি এটিই চাই। ওকে টুকরো না করে ওনাকেই দিন। লালন পালন

www.pathagar.com

করুন। আমার কোনো দাবি নেই। আমি ওর খুন হওয়া সহ্য করতে পারবো না। বড় মহিলা! নিরবে ঠায় দাঁড়িয়ে সব শুনছেন। মুখ খুলে বলছেন না কোনো কথা।

হযরত সুলাইমান (আ.) সব শুনলেন এবং দেখলেন দৃশ্য। তাঁর বুঝতে বাকী রইলো না কোনো কিছুই। সকল জল্পনা-কল্পণার অবসান ঘটিয়ে হযরত সুলাইমান (আ.) রায় দিলেন। শিশুটির মালিক ছোট মহিলা। নিজ হাতে তুলে দিলেন শিশুটিকে ছোট মহিলাটির হাতে। যে ছিলো ছেলেটির সত্যিকারের মা।

এভাবেই বিচারক একজন মানুষ। বিচার করেন। পক্ষে বিপক্ষের কথা শুনে। চিন্তাভাবনা করে বিবেক বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে। অনেক সময় সত্য দাবী। সত্য কথা। যৌক্তিক কথা উপস্থাপনার অভাবে হালে পানি পায় না। আবার অসত্য কথা। অযৌক্তিক দাবী। উপস্থাপনার সুবাদে। বাকপটুতায় হয়ে যায় সত্য ও যৌক্তিক। বিচারক তখন হয়ে যায় বিভ্রান্ত। যে কারণে বিচারক রায় দিয়ে দেন ন্যায়ভ্রষ্ঠ হয়ে মিথ্যার পক্ষে। তখন রায় হয়ে থাকে সত্য বিবর্জিত।

এখানেও হযরত দাউদ (আ.) এর রায় সেরকমই হয়েছিলো। বড় মহিলার প্রতারণায় বিভ্রান্ত হয়েছিলেন হযরত দাউদ (আ.)। আর রায় দিয়েছিলেন ন্যায় ভ্রষ্ট। আর হযরত সুলাইমান (আ.) এর কৌশলে বেরিয়ে এসেছিলো আসল সত্য। যে কারণে রায় হয়নি ন্যায় ভ্রষ্ট। হয়েছিলো ইনসাফপূর্ণ ও উদ্ভাসিত হয়েছিলো সত্য। ছেলে চলে এসেছে তার সত্যিকারের মায়ের কোলে। শান্ত হয়েছিলো আসল মা। নিভে গিয়েছিলো তার মনের জ্বালা। এভাবেই উদ্ভাসিত হলো সত্য। নিমিষেই নিভে গেলো মিথ্যার প্রদীপ। পদদলিত হলো অসত্য দাবী। অবাক বিস্ময়ে বিশ্ববাসী দেখলো ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ বিচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন.

১. প্রথম বিচারক কে ছিলেন?
২. একটি শিশুর দাবীদার কতোজন ছিলো?
৩. দ্বিতীয় বিচারকের নাম কি? তাঁর বিচারে ছেলেটির মালিক কে হলো?
৪. হযরত সুলাইমান (আ.) কি কৌশল এটেছিলেন?
৫. ছোট মহিলা কি আরজ করেছিলো?

www.pathagar.com

বুদ্ধিমতি মহিলার গল্প

হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা.) বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্‌র নবী (সা.) একদা পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। মেহমান হলেন একজন আরব বেদুঈনের। আরব্য রীতি অনুযায়ী বেদুঈন অনেক সম্মান দেখালেন মহানবীকে (সা.) আতিথেয়তা করলেন বেশ। যার পরনাই হযরত মুহাম্মাদ (সা.) খুশি হলেন। বেদুঈনকে প্রতিদান দেবার ইচ্ছা করলেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন। হে বেদুঈন! তোমার যা প্রয়োজন তুমি আমার কাছে চাও। আমি তোমাকে তাই দেবো। যা তুমি চাইবে।

বেদুঈন আনন্দে আত্মহারা হয়ে চাইলেন। তার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক বিবেচনা অনুযায়ী। যা তার প্রয়োজন ছিলো। বেদুঈন বললো। হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! আমার আসনসহ একটি উষ্ট্রি দরকার। যাকে আমি আমার চলার বাহন বানাতে পারি। কিছু ছাগল দরকার যার দুধ আমার পরিবারের প্রয়োজন মিটাতে পারে। একথাগুলো সে দু'বার বললো। রাসূল (সা.) বললেন। হে বেদুঈন! তুমি বনী ইসরাইলের বুড়ির সমানও হতে পারলে না? সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন। হে প্রিয় নবী (সা.)! বনি ইসরাইলের সে বুড়ির ঘটনাটি আবার কি? আমরা কি তা জানতে পারি?

আল্লাহ্‌র নবী (সা.) ইরশাদ করলেন। বনী ইসরাইলের নবী ছিলেন হযরত মুসা (আ.)। দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার ফলে ইসলাম বিরোধীদের পক্ষ থেকে আসলো বিরোধিতা। আসলো জুলুম নির্যাতন ও নিপীড়ন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নির্দেশ হলো হিজরতের। হযরত মুসা (আ.) বেরিয়ে পড়লেন হিজরতের জন্য। চলতে চলতে রাস্তা ভুলে গেলেন তারা। রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না কোনভাবেই।

শলাপরামর্শে বসলেন তারা। তখন আলিম সম্প্রদায় বললেন। আল্লাহর আরেক নবী হযরত ইউসুফ (আ.) আল্লাহ্‌র নামে ওয়াদা নিয়েছিলেন। আমাদের বাপ-দাদাদের কাছ থেকে। আমরা কখনো মিসর ছেড়ে যাবোনা। হযরত ইউসুফ (আ.) এর কবর থেকে হলেও হাড়গুলো না নিয়ে। আমরা তো এখনও হযরত ইউসুফের (আ.) হাড়গুলো সাথে নিইনি? এটাতো হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। ওয়াদা পুরণ না করার কারণেই রাস্তা ভুলে গিয়েছি আমরা। সবাই বললেন। এটাই ঠিক এবং যুক্তিযুক্ত। তাই হবে। অন্য কিছু নয়। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে হাড়গুলো সাথে নেয়ার ব্যবস্থা করা।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র নবী হযরত মুসা (আ.) বললেন। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে? হযরত ইউসুফ (আ.) এর কবরের সন্ধান জানে? তারা বললো আমরা যতটুকুন জানি। বনী ইসরাইলের এক বুড়ি ব্যতীত একাজ অন্য কেহ করতে পারবে না। হযরত মুসা (আ.) লোক পাঠালেন। বনী ইসরাইলের বুড়িকে নিয়ে আসার জন্য। কথা অনুযায়ী কাজ। লোকেরা বুড়িকে নিয়ে আসলেন হযরত মুসার (আ.) কাছে। হযরত মুসা (আ.) বললেন। আমরা বিপদে পড়েছি। আমরা হযরত ইউসুফের (আ.) কবরটা খুঁজছি। আপনি আমাদেরকে হযরত ইউসুফ (আ.) এর কবরের সন্ধান দিন। বুড়ি খুবই ঝটপট উত্তর দিয়ে বললেন। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তা কখনোই জানাবো না। সন্ধান দিব না। যদি আপনি আমাকে কথা দিতে না পারেন। জান্নাতে আমি আপনার সাথী হবো।

হযরত মুসার (আ.) বুড়ির কথাটি মনোপুত হলো না। তিনি অপছন্দ করলেন তার কথা। চিন্তামগ্ন হলেন আল্লাহ্‌র নবী মুসা (আ.)। এখন তিনি কি করবেন? তাঁর করারই বা কি আছে এখন? ওহী এলো আল্লাহ্‌র কাছ থেকে। হযরত মুসার (আ.) ওপর। আল্লাহ্ বললেন হে মুসা! তুমি বুড়িকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। তারপর হযরত মুসা (আ.) বুড়ির সাথে ওয়াদা বদ্ধ হলেন, বুড়ি বেজায় খুশি হলেন। নিয়ে চললেন পথিক দলকে। পানি ভর্তি একটি কূপের কাছে। জলাশয়টি দেখিয়ে বললেন। তোমরা এ কূপের পানি তুলে ফেলো। বুড়ির কথামতো তুলে ফেলা হলো কূপের পানি। তারপর বুড়ি বললেন। এখানে গর্ত খনন করো। বুড়ির

কথা মতো গর্ত খনন করে সেখানে হযরত ইউসুফের (আ.) হাড়গুলো পাওয়া গেলো।

হাড়গুলো নিয়ে চলে গেলেন হযরত মুসার (আ.) হিজরতকারী দল। আবার শুরু হলো পথ চলা। হিজরতকারী দল হাটতে লাগলেন। হযরত মুসার (আ.) নেতৃত্বে হাটতে শুরু করলেন ফিলিস্ড্রিনের দিকে। সরে গেলো তাদের চোখের সামনের কুয়াশা। দূর হলো সকল ধোয়াশা। সরে গেলো অন্ধকারাচ্ছন্নতা। দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠলো রাস্ড্র। এগিয়ে চললেন তারা আল্লাহ্র নির্দেশ পালনে ফিলিস্ড্রিনের উদ্দেশ্যে।

মহানবী (সা.) কে সম্মান ও যত্নের। প্রতিদান পেয়েছিলেন আরব বেদুঈন। তার বিবেক বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুযায়ী। তার চাহিদা ছিলো খুবই নগণ্য ও স্বল্প। আর সেটা ছিলো ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জন্য। যা পছন্দ হয়নি আমাদের প্রিয় নবীর (সা.)

বনি ইসরাইলের বুড়ি ছিলো খুবই বুদ্ধিমতি। মেধাবী আর সৎসাহসী। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছেন শতভাগ। হাতছাড়া করতে চায়নি মোটেও। করেওনি হাতছাড়া একদম। তার চাহিদা অনুযায়ী পেয়েছে চিরন্তন আবাস স্থল জান্নাত। বুড়ির চাওয়ার বিষয়টি সহজভাবে নিতে পারেনি হযরত মুসা (আ.) কারণ বিষয়টি খুব সহজ ছিলোনা। ছিলোনা সহজসাধ্য এবং সাধ্যের মধ্যে। কিনতু আল্লাহর ইচ্ছায় সেটা আদায় করে নিতে পেরেছিলেন বুড়ি। এখানেই বুড়ির যত সফলতা। সবাই পেয়ে যায় তার চাহিদা অনুযায়ী সফলতা এবং ভালোবাসার প্রতিদান হয় ভালোবাসা। দানের প্রতিদান হয় দান। ভালোর প্রতিদান হয় ভালো। একথাই প্রমাণিত হলো। কাজের পূর্বেই ফলাফল কি তা জানা উচিত। বুদ্ধি খাটিয়ে ফলাফল অর্জন করা দরকার ভালোটি।

প্রশ্ন.

১. হযরত মুসা (আ.) কোন জাতির নবী ছিলেন?
২. হযরত মুসার (আ.) কোথায় হিজরত করেছিলেন?
৩. হযরত মুসা (আ.) বুড়ির আবদার কেন পছন্দ করেননি?
৪. হযরত ইউসুফের (আ.) হাড়গুলো কোথায় ছিলো?
৫. হযরত মুসা (আ.) রাস্ড্র ভুলে গেলেন কেনো?

www.pathagar.com

প্রিয় নেতার নির্দেশ অমান্যই বিপর্যয়ের কারণ

ইমামুল মুত্তাকিন ও মুরসালিন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। আল্লাহ্‌র মেহেরবানিতে পেলেন নবুয়াত। প্রচার করতে লাগলেন ইসলামের অমীয় বাণী। মক্কায় দিচ্ছেন লোকদের দাওয়াত। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদাত করো। দাসত্ব করোনা শয়তানের। শয়তানের দোসর নেতাদেরকেও করো বর্জন। এতে তোমাদের আখিরাতে মিলবে মুক্তি। দুনিয়ায় পাবে শান্তি। আসবে সমৃদ্ধি সুখ ও স্বাচ্ছন্দ। অনেকে দাওয়াত কবুল করলো। যাদের হিদায়াত ছিলো নসীবে। আসলো ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে ও আলোর পথে।

আর যায় কোথায় বহুকালধরে চলে আসা গোমরাহী লাত মানাত আর উজ্জার অনুসারীদের শুরু হলো গা-জ্বালা। শুরু করলো বিরোধিতা। বিরোধিতা করতে লাগলো তীব্র থেকে তীব্রতর। জুলুম নির্যাতন চালাতে লাগলো সীমাহীন। আল্লাহ্‌র নবী (সা.) করলেন হিজরত। গেলেন জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায়। কিন্তু জুলুম নির্যাতন পিছু ছাড়ছে না মুসলমানদের। আত্মরক্ষা আর রুখে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)। শেষ সীমায় কাফিররা বেছে নিলো যুদ্ধের পথ। কাফিররা সমূলে ধ্বংস করবে মুসলমানদের। এটাই তাদের একমাত্র পণ।

প্রথমে মুসলমানরা মুখোমুখি হলো বদরের যুদ্ধে। বদরের যুদ্ধ সত্য-মিথ্যার প্রথম লড়াই। বদরের যুদ্ধে তুমুল লড়াইয়ের পর ধরাশায়ী হলো কাফিররা। তাদের গর্ব হলো চুর্ণ বিচুর্ণ। বাহাদূরী মিশে গেলো ধুলায়। মহান আল্লাহ্‌ তায়ালা বিজয় দান করলেন মুসলমানদের। অমুসলিমরা জ্বলতে লাগলো প্রতিশোধের আগুনে। আবার নতুন করে শপথ নিলো তারা। বদরের প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত নিস্তার নেই। নেই শান্তি ও স্বস্তি। কারণ তাদের শক্তির তুলনায় ইসলাম ও মুসলমানরা হলো শিশু। তার পরেও প্রকাশিত হলো অজেয় ও অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসাবে।

কাফিরদের ষড়যন্ত্র ও শপথের কথা পৌছালো মদীনায় মহানবীর (সা.) কাছে। মহানবীও (সা.) ছেড়ে দেবার পাত্র নন। ছেড়ে দেবেনই বা কি করে? এ যে সত্যের সাথে মিথ্যার দ্বন্দ্ব। মিথ্যা হটিয়ে সত্য বিজয়েরই পথ। বেজে উঠলো যুদ্ধের দামামা। দু'পক্ষই উপস্থিত হলো ওহুদ নামক স্থানে। ইসলামের ইতিহাসে এটিই মুসলমানদের দ্বিতীয় ও উহুদ যুদ্ধ নামে পরিচিতি।

বারা ইবনে আযিব (রা.) বলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই নিয়ম অনুযায়ী। যুদ্ধের সেনাপতি আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বিভক্ত করলেন মুজাহিদদের বিভিন্ন দল ও উপদলে। পঞ্চাশজন পদাতিক যোদ্ধার ওপর আমির নিযুক্ত করলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.) কে। তাদের ওপর নির্দেশ

www.pathagar.com

দিলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। তোমরা আমার পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত স্থান ছেড়ে যাবেনা। স্ব স্ব স্থানে দায়িত্ব পালন করবে দৃঢ়তা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে। তোমরা যদি এও দেখো পাখিরা আমাদের মগজ নিয়ে যাচ্ছে। তোমরা কোনোভাবেই স্থান ত্যাগ করবে না। যদি দেখো আমরা শত্রুদলকে পদদলিত করেছি। করেছি পরাজিত ও পরাস্ত। তাদেরকে ছিন্নভিন্ন ও মাঠছাড়া করেছি। তবুও স্থান ত্যাগ করবেনা। আমার পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত। শুধুমাত্র দায়িত্ব পালন করতেই থাকবে। নির্দিষ্ট গিরিগুহায়।

যুদ্ধ হলো শুরু। তুমুল লাড়াই। বীর বিক্রমে লড়ছে মুসলামানগণ। লড়ছে কাফিররা তাদের প্রতিশোধ নেয়ার প্রত্যয়ে। চূড়ান্ত লাড়াইয়ে হেরে গেলো কাফিররা। বিপর্যয় হলো মুশরিকদের। মহিলারা বেহাল অবস্থায় পালাতে লাগলো। যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে। যার যার মতো করে।

কাফিরদের এ দুরাবস্থা দেখে আনন্দে আত্মহারা হলেন মুসলমানরা। ভুলে গেলেন প্রিয় নেতার নির্দেশ। স্থান ত্যাগ না করার ঘোষণা। আব্দুল্লাহ্ ইবনে জুবাইরের সাথীরা বললো। হে লোক সকল! এখন তোমরা গনিমতের মাল সংগ্রহ করো। তোমাদের সাথীরা বিজয় লাভ করেছে। আর অপেক্ষা কিসের জন্য? আব্দুল্লাহ্ ইবনে জুবাইর (রা.) বললেন। হে আমার সাথীগণ! তোমরা কি ভুলে গিয়েছো? তোমাদের প্রিয় নেতা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নির্দেশ?

পদাতিক বাহিনীর সদস্যরা বললো। আল্লাহ্র শপথ! আমরা লোকদের সাথে মিলিত হবো। গণিমতের মাল সংগ্রহে অংশগ্রহণ করবো আব্দুল্লাহ্ ইবনে জুবাইরের (রা.) সাথীরা এ ঘোষণা দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লো। গনিমত সংগ্রহে নিজেদের লোকদের সাথে। একত্র হয়ে সুযোগ নিলো কাফিররা। ঝাপিয়ে পড়লো গণিমত সংগ্রহে ব্যস্ত মুসলমানদের ওপর। অতর্কিত তুমুল আক্রমণে দিশেহারা হলো মুসলিম সেনারা। পরাজিত হয়ে পিছু হটতে লাগলো মুসলমানগণ।

আল্লাহর রাসূল (সা.) ডাক দিলেন পিছন দিকে থেকে। একটা গর্তে পড়ে আহত হলেন তিনি। তাঁর দাঁত মোবারক শহীদ হলো সেখানে। আর তখন রাসূল (সা.) এর সাথে ছিলো মাত্র বারোজন সাহাবী। মানব প্রাচীর তৈরী করলো তার নিরাপত্তার জন্য। কাফিররা শহীদ করে ফেলে সত্তর জন মুজাহিদকে। আনন্দে দিশেহারা হয়ে পরে কাফিররা। আবু সুফিয়ান তিনবার আওয়াজ দিলো লোকদের মধ্যে মুহাম্মাদ কি জীবিত আছে? রাসূল (সা.) তার কথার উত্তর দিতে নিষেধ করলেন।

www.pathagar.com

আবার তিন বার করে আওয়াজ দিয়ে সে বললো লোকদের মধ্যে কি আবু কুহাফার পুত্র আবু বকর জীবিত আছে? পুনরায় তিনবার আওয়াজ দিয়ে বললো খাত্তাবের পুত্র উমর কি জীবিত আছে? শব্দ না পেয়ে আবু সুফিয়ান স্বগোত্রীয় লোকদের নিকট দৌড়ে গিয়ে বললো জীবিত নেই মুহাম্মাদ। বেঁচে নেই আবু বকর এবং উমরও। এরা সবাই এখন পগার পার। একদম দুনিয়া ছাড়া।

হযরত উমর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে ফেললেন। বললেন হে আল্লাহর দুশমন! আবু সুফিয়ান তুমি মিথ্যা বলেছো। যাদের নাম উল্লেখ করেছো তারা সবাই জীবিত আছে। অপেক্ষা করো চরম পরিণতির জন্য। আবু সুফিয়ান বললো। আজ বদরের প্রতিশোধ!

যুদ্ধ হলো কূপ থেকে বালতি দিয়ে পানি তোলার মতো। আবু সুফিয়ান হুবল ও উযযার প্রশংসা করলো। মুসলমানরা আল্লাহকে সাহায্যকারী ও বন্ধু হিসেব গ্রহণ করলো।

এভাবেই প্রিয় নেতার নির্দেশ অমান্য বিপর্যয় এনে দিলো মুসলমানদের জীবনে। যা নিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করলো মুসলমানগণ। এ যুদ্ধের পরাজয় খুলে দিলো পরবর্তী যুদ্ধে বিজয়ের দরজা। (বুখারী শরীফ অবলম্বনে)

প্রশ্ন.

১. হযরত জুবাইর (রা.) কোন বাহিনীর প্রধান ছিলেন?
২. হযরত জুবাইরের (রা.) নেতৃত্বে কতোজন পদাতিক সদস্য ছিলো?
৩. পদাতিক সদস্যদের উদ্দেশ্যে রাসূলের (সা.) নির্দেশ কি ছিলো?
৪. পদাতিক সদস্যরা কিসের লোভে মহানবীর (সা.) নির্দেশ অমান্য করলো?
৫. আবু সুফিয়ান কি ঘোষণা করলো?

www.pathagar.com

গুনাহর পাহাড় হলে ক্ষমা হয় আসমান সমান

মহান আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন দুর্বল করে। দুর্বলতার কারণে করে অনেক অন্যায়। করে অপরাধ। করে পাপের কাজ। করে খুনের মতো জঘন্য অপরাধও। মহান আল্লাহ্ তা'আলা অপার অসীম। দয়ালু ও দাতা। ক্ষমাশীল। মহান আল্লাহ্ হলেন গাফুরুর রাহিম। ক্ষমা করেন তার বান্দাহ্কে। ক্ষমা করতে ভালোবাসেন তিনি। ক্ষমা করাই যেনো আল্লাহ্র কাজ। এজন্যই বলা হয়। গুনাহ্র পরিমাণ যদি হয় পাহাড় সমান। তাহলে মহান আল্লাহর ক্ষমার উদারতা ও বিশালতা হয় আসমান সমান।

এরকমই একটি ঘটনা। মহানবী (সা.) বলেছেন। হে মু'মিনগণ! তোমরা শুনো! কোনো এক কালের কোনো এক সময়ে কোনো এক জাতির মধ্যে বাস করতো এক লোক। সে ছিলো দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। ছিলো বেপরোয়া। খুনের নেশায় ছিলো বিভোর। অনেকটা এরকম। খুন করা তার শখ। খুনের নেশার বশবর্তী হয়ে খুন করে চললো সে। একের পর এক। তাতে খুনের সংখ্যা দাড়ালো নিরানব্বইতে।

খুন একটি পাপের কাজ। অন্যায় ও অপরাধ। ইসলাম সব অন্যায় অপরাধের বিরুদ্ধেই নেয় স্পষ্ট অবস্থান। ঘৃণা করে জঘন্যতম হত্যার মতো কবিরা গুনাহ্কে। মহান আল্লাহ্ কুরআনুল কারীমে বলেছেন। অন্যায়ভাবে যদি কেউ কোন মানুষকে খুন করে। সে যেনো পুরো মানবজাতিকেই খুন করে। খুনের নেশার লোকটির হুঁশ হলো। চেতনা ফিরলো। শপথ করে বসলো। সে আর খুন করবে না। কোনো বনী আদমকে। ভালো হয়ে যাবে সে। করবে তাওবাহ্। ফিরে আসবে আল্লাহ্র হুকুমের দিকে।

সে জানিয়ে দিলো সবাইকে। সে চায় ভালো আলিমের সন্ধান। যার কাছ থেকে শিখবে ইলম। চলবে আলোর পথে। লোকেরা তাকে সাহায্য করলো। একজন দরবেশের সন্ধান দিলো তাকে। পাগলের মতো ছুটে গেলো সে। দরবেশের কাছে কাল বিলম্ব না করে। মুখোমুখি হলো দরবেশের। জিজ্ঞাসু ও পিপাসার্ত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করলো হুজুর! আমি তো একজন গুনাহগার অপরাধী এবং পাপী। নিরানব্বই জন লোকের হত্যাকারী। এ পাপ থেকে মাপ পাওয়ার আমার কি কোন উপায় আছে? আলিম ও দরবেশ লোকটি না ভেবে। ঝটপট উত্তর দিলো। না! তোমার মুক্তির কোনো উপায় নেই। লোকটি হতাশ হয়ে পড়লো। হতাশা জন্ম দিলো অপরাধ প্রবণতার। সাথে সাথে খুন করলো দরবেশকে। এখন খুনের সংখ্যা দাড়ালো একশোটি। পরিচিতি হলো শত খুনের খুনি হিসেবে। থেমে

www.pathagar.com

থাকার পাত্র নয় সে। সত্যানুসন্ধানে মশগুল। সন্ধান পেয়ে গেলো। একজন সত্যিকারের আলিমের। উপস্থিত হলো সেখানে। জিজ্ঞেস করলো তাকে। হুজুর! আমিতো একশত জনকে খুন করেছি। আমার কি তাওবাহ্‌র অবকাশ আছে? আল্লাহ্ কি আমাকে ক্ষমা করবেন? আমি কি পাবো ক্ষমা? মুক্তি মিলবে কি আমার নসীবে?

আলিম দরবেশ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন তার কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো। খানিকক্ষণ ভাবলেন। চিন্তা করে উত্তর দিলেন। হতাশ হয়ো না! চিন্তা করো না। তাওবাহ্ থেকে কেহ্ ফিরিয়ে রাখতে পারবে না। এ অধিকার আল্লাহ্ কাহাকেও দেননি। তিনি তাওবাহ্ গ্রহণকারী ও পাপ মার্জনাকারীও বটে। তবে, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। সে জিজ্ঞাসুনেত্রে বললো। বলুন, সে কাজটি কি হুজুর? হুজুর বললো। তোমাকে হিজরত করতে হবে এ জনপদ থেকে। কারণ এখানের বসতি খুব খারাপ লোকদের।

তুমি বরং পাশ্ববর্তী অমুক গ্রামে চলে যাও। ওখানের লোকেরা আল্লাহ্‌র অনুগত। তারা আল্লাহ্‌র ইবাদাত করে। তারা অনেক ভালো মানুষ। ভালো হতে হলে ভালো মানুষের সাথেই থাকতে হবে। কারণ সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। থাকতে হবে ভালো পরিবেশে। ভালো লোকদের সাথে গিয়ে তুমিও ভালো পথ অবলম্বন করো। আল্লাহ্‌র প্রেমে পাগল। লোকটি ছুটলো। দরবেশের বাতলানো পথে ভালো লোকদের জনপদের দিকে। চলতে চলতে চলে আসলো অর্ধেকের সামান্য বেশি পথ। ভালো লোকদের জনপদের দিকে।

বিধি বাম! জীবন সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময়। জীবন গাড়ী অচল অবস্থা। থমকে দাড়ালেন ওখানেই। জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিলেন মালাকুল মাওত হযরত

www.pathagar.com

আজরাইল (আ.)। আল্লাহ্‌র হুকুমে তার মৃত্যু হলো। জীবনের গতির পরিসমাপ্তি ঘটলো।সেখানে উপস্থিত হলো দু'জন ফিরিশতা। একজন হলো রহমতের। অপরজন হলো আযাবের। তারা দু'জন যার যার পক্ষে নিতে চাইলো তাকে। তারা লিপ্ত হলো তর্ক বিতর্কে। রহমতের ফিরিশতা বললো। আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী লোকটি তাওবাহ করেছিলো। আল্লাহ্‌ তার তাওবাহ কবুল করেছেন। সে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাহদের একজন। তাকে নেয়ার হকদার আমরা। কাজেই তাঁর প্রাণ আমরা গ্রহণ করবো। নিয়ে যাবো চিরসুখের জান্নাতে।

আযাবের ফিরিশতা বললো। লোকটি কখনো কোনো ভালো কাজ করেনি। করেছে অনেক অপরাধ ও পাপ। যার নেই কোনো সীমা-পরিসীমা। সে ছিলো শত প্রাণীর প্রাণ হন্তারক। প্রাণ বিনাশী খুনি। সে জাহান্নামের উপযোগী। আমি তাকে নিয়ে যাবো চিরস্থায়ী খারাপ জায়গা জাহান্নামে। পৌঁছে দেবো আমরা সেখানে। তাদের মধ্যে ঝগড়া ও বিবাদ বেশ জমে ওঠলো। সেখানে মানুষরুপে আসলো তৃতীয় একজন ফিরিশতা। তিনি এসে বললেন। তোমরা অহেতুক এরকম কেন করছো? ঝগড়া থামাও! বাস্তবমুখি হও। রাস্তা মেপে দেখো।

যেদিকের রাস্তা হবে ছোট। লোকটি হবে সে এলাকার অধিবাসী। মানে সে যদি খারাপ লোকদের জনপদের দিকে থাকে তাহলে সে খারাপ। মানে সে গুনাহ্‌গার হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাহ্‌দের জনপদের দিকে থাকে তাহলে সে হবে আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাহ। মানে সে বিবেচিত হবে তাওবাহ্‌কারী ভালো লোক হিসেবে। তৃতীয় জনের কথামতো হলো কাজ। রাস্তা মেপে দেখা গেলো। সত্যি সত্যি আল্লাহ্‌র কুদরতে লোকটি স্বল্প পরিমাণ ভালো লোকদের বসতির দিকে আগানো। সুতরাং তার রুহ পাওয়ার হকদার রহমতের ফিরিশতা। হলো তাই। কথায় বলে যে আল্লাহ্‌র হয় আল্লাহও তার জন্য হয়ে যায়।

এখানেও সত্যানুসন্ধানী লোকটির জন্য হয়ে গেলো আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা। আর সে হয়ে গেলো চিরোসুখের জান্নাতি। (বুখারী ও মুসলিম অবলম্বনে)

প্রশ্ন.

১. লোকটি মোট কতোটি খুন করেছিলো?

২. প্রথম দরবেশকে সে কেনো খুন করেছিলো?

৩. লোকটি প্রথম দরবেশের কাছে কি বলতে চেয়েছিলো?

৪. মারা যাওয়ার পর ক'জন ফিরিশতা এসেছিলো?

৫. লোকটির শেষ পরিণতিতে কি জান্নাত না জাহান্নাম পেয়েছিলো?

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুলের ফলাফল

মহানবী (সা.) বলেছেন। বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ে দু'ব্যক্তি ছিলো। তারা দু'জনই ছিলো আল্লাহ্‌র ওপর ভরসাকারী। আল্লাহ্‌র ওপর তাদের ছিলো অগাধ অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস। সকল কাজেই রাখতো তাদের বিশ্বাসের ছাপ। মুয়ামিলাত থেকে শুরু করে সকল তৎপরতায় ছিলো তাদের দ্বীনের একনিষ্ঠ অনুসরণ।

একদিনের ঘটনা। অপেক্ষাকৃত কম ধনী লোকটি গেলো। অপেক্ষাকৃত বেশি ধনী লোকটির বাড়ীতে। ধনী লোকটির কাছে চাইলো ব্যবসার জন্য একহাজার দিনার। ধনী লোকটি বললো। ঠিক আছে। আমি প্রস্তুত। তোমাকে আমি ঋণ দিবো। তবে শর্ত একটি। তোমাকে আনতে হবে কয়েকজন স্বাক্ষী। ঋণ প্রত্যাশী লোকটি বললো। স্বাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

ধনী লোকটি আবার বললো। তোমার একথাও ঠিক। তবে তুমি একাজটি করো। এমন একজন বিশ্বস্ত ও যোগ্য লোক নিয়ে এসো। যিনি হবেন জামিনদার। এবারেও ঋণ প্রার্থী লোকটি বললো। জামিন হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। ধনাঢ্য ব্যক্তি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলো আর বললো। তুমি বার বার সত্য কথাই বলে যাচ্ছো। এই নাও এক হাজার দিনার। ব্যবসা করো। আর নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ করো। ধার প্রার্থী ব্যক্তি গ্রহণ করলো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এক হাজার দিনার।

লোকটি ধারের টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। জাহাজে করে চলে গেলো। সমুদ্র ভ্রমণে। ব্যবসার উদ্দেশ্যে। অনেক দূরে। ব্যবসা চালাতে লাগলো সেখানে। ওয়াদা মতো ঋণ পরিশোধের সময় ঘনিয়ে এলো। লোকটির ঋণ পরিশোধের চিন্তাযুক্ত অন্তর তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। চলে এলো সমুদ্রের কাছে। শত চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো জাহাজ পেতে। এখন সে কি করবে? তার ভেতরে চিন্তার ঢেউ সৃষ্টি হলো। ওয়াদার কি হবে? বন্ধুটি কি বলবে? কি ভাববে ধনী লোকটি?

উপায় যে তার মিলেনা। সমুদ্রে ভাসতে দেখলেন। এক টুকরো কাঠ। হাতে তুলে নিলেন তিনি। ছিদ্র করে ঢুকালেন একহাজার দিনার এবং ঋণদাতার কাছে লেখা একটা চিরকুট। কাঠের ছিদ্রের মুখ বন্ধ করে ভাসিয়ে দিলেন সমুদ্রে। আর কাকুতি মিনতি করে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করলেন। হে আল্লাহ্‌! পরোয়ার দেগার। আলিমুল গাইব। তুমি সবকিছু জানো এবং তুমি সবকিছু শুনো। তুমি সবকিছু দেখো। তোমার অগোচরে কিছুই হয় না।

www.pathagar.com

আমি ধার করেছি। একহাজার দিনার। সে আমার কাছে স্বাক্ষী চেয়েছিলো। আমি বলেছিলাম স্বাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। সে আমার কাছে জামিনদার চেয়েছিলো। আমি বলেছিলাম। জামিনদার হিসেবে আমার আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আমার কথায় সে সন্তুষ্ট হয়েছিলো। আমরা দু'জনই তোমার ওপর ভরসা করেছি। আমি আমার ওয়াদা পুরণের শত চেষ্টা করেছি। জাহাজে উঠতে পারলাম না। বাধ্য হয়ে তাই একহাজার দিনার তোমার নিকট সোপর্দ করছি। তুমি আমার চেষ্টা কবুল করো।

ঋণদাতার নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ। দিন তারিখ হিসাব করলো সে। চলে আসলো সমুদ্র তীরে। পথ পানে চেয়ে রইলো ঋণ গ্রহীতার দিকে। তার ভাবনা একটাই। ঋণগ্রহীতা আসবে। পরিশোধ করবে তার ঋণ। রক্ষা হবে ওয়াদা। অপেক্ষার পালা শেষ হলো তার। সূর্য পশ্চিম আকাশে অস্তমিত প্রায়। কোন জাহাজই ভিড়লো না ঘাটে। আসলোনা ঋণ গ্রহিতা। উঠে দাঁড়ালো সে। ফিরে যাওয়ার মনস্থির করলো ।

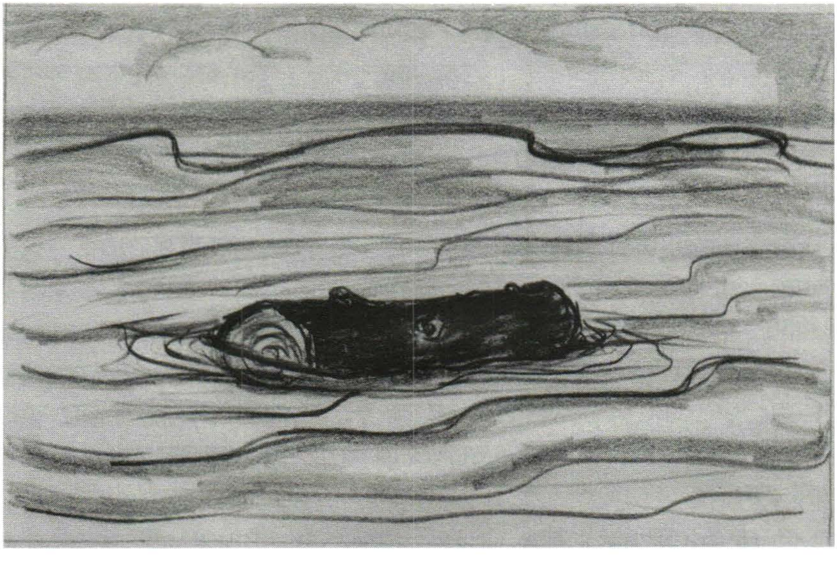

হঠাৎ! তার চোখ আটকে গেলো। সমুদ্রতীরে ভাসমান একটুকরো কাঠের দিকে। কাঠ টুকরোটি ভাসতে ভাসতে এসে ভিড়লো সমুদ্রতীরে। কাঠের টুকরোটি তুলে নিয়ে গেলো বাড়ীতে। জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারের জন্য। কৌতুহল বশতঃ লোকটি কাঠটিকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখলো। তার মধ্যে আছে একটি চিঠি। সাথে আছে একহাজার দিনার।

ঋণদাতা লোকটির বুঝতে বাকী রইলো না কিছুই। এযে আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুলের ফলাফল। ঋণ হিসেবে দেয়া একহাজার দিনার।

ক'দিন পর এসে হাজির হলো ঋণ গ্রহীতা নিজে। তার ধারণা ছিলো। কাঠের মধ্যে সাগরে ভাসিয়ে দেয়া দিনার সে পায়নি। ব্যাপারটি জিজ্ঞেস করতে সংকোচ বোধ করছে সে। ইতস্তবোধ করে বললো। ভাই! তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমার বড্ড দেরি হয়ে গেলো। তবে আমি চেষ্টা করেছি। ওয়াদা রক্ষা করতে পারিনি। এই নাও! তোমার দেয়া ঋণের একহাজার দিনার। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি ইচ্ছা করে দেরি করিনি। সময়মতো সামুদ্রিক যান জাহাজ না পাওয়াই আমার বিলম্বের কারণ। যা ছিলো সম্পূর্ণভাবে আমার ইচ্ছা আর সাধ্য এবং সামর্থের বাহিরে।

মহাজন বললো। সব ঠিক আছে। তুমি কি বলতে পারো? তোমার কি মনে আছে? কখনো মনে পড়ে কি? তুমি আমার জন্য কি কিছু পাঠিয়েছিলে? ভাবনার জগতে হারিয়ে গেলো ঋণ গ্রহিতা। সম্বিত ফিরে আসার আগেই মহাজন বললো। দেখো ভাই! আমরা দু'জনই আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌। একান্ত অনুগত দাস। সৎ লোকই বটে! ওয়াদা পালনকারী এবং আল্লাহ্‌র ওপর পুরোপুরি ভরসাকারী। কেউ কাহাকেও ঠকানোর ইচ্ছা আমাদের নেই। আমরা কেউ প্রতারক ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণের প্রশ্নই আসে না। তাহলে শুনো! তুমি তোমার ওয়াদা পালনের জন্য যথাসময়ে ঋণ পরিশোধের তাগাদায় বাধ্য হয়ে। একটি কাঠের টুকরোর মধ্যে এক হাজার দিনার পাঠিয়েছো। মহান আল্লাহ্‌ আমার কাছে তা পৌঁছে দিয়েছেন। আমি সেই দিনার ও চিঠি পেয়েছি। তোমার এই একহাজার দিনার আমার প্রয়োজন নেই। এটা তোমার। তুমিই এটা নিয়ে যাও। এ ঘটনায় এটাই প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুল করলে। ওয়াদা পালনের দৃঢ় ইচ্ছা থাকলে। বান্দাহ্‌ আল্লাহ্‌র জন্য হলে। আল্লাহ্‌ বান্দা জন্য হয়ে যান। তাই প্রত্যেকের উচিত আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা এবং ওয়াদা পালনের চেষ্টা করা। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ অবলম্বনে)

প্রশ্ন.

১. ধনী মহাজন কতো দিনার ঋণ দিয়েছিলো?
২. তারা সাক্ষী ও জামিনদার কাকে করেছিলো?
৩. ঋণী ব্যক্তি কাঠের টুকরোয় কি দিয়েছিলো?
৪. জাহাজ না পেয়ে ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি কি করেছিলো?
৫. আল্লাহ্‌র ওপর ভরসাকারীর ফলাফল কেমন হয়?

www.pathagar.com

পাপী লোকের দু'আয় বৃষ্টি হলো

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র নবী হযরত মুসার (আ.) যামানা। মিসরে দেখা দিলো ভীষণ খরা। অনাবৃষ্টি। প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ। মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির। খাল-বিল, নদীনালা শুকিয়ে একাকার। বৃষ্টি ও পানির জন্য হাহাকার। সর্বত্র ও সবখানে ত্রাহি ত্রাহি ভাব। সবার একটাই চাওয়া। পানি চাই। পা..........নি, চা......ই।

বনী ইসরাইলের স্বভাব ছিলো। বিপদেই পড়লেই হযরত মুসা (আ.) ও তাঁর রব আল্লাহ্‌র কাছে ধরণা দেয়া। পুরোপুরি আল্লাহ্‌র অনুগত ও আত্মসমর্পণ করা। হযরত মুসার (আ.) অনুসারী বনে যাওয়া। সুবোধ বালক আর কি? কিছু জানেও না কিছু বুঝেও না। ভাবখানা এমনই। এবারেও হলো তাই। সবাই দৌড়ে চলে এলো। হযরত মুসা (আ.) কাছে। সবিনয় অনুরোধ জানালো। হে মুসা (আ.)! তুমিতো দেখছো। দেশের দুরাবস্থা। কোথাও নেই কোন এক কাতরা পানি। প্রাণী জগতের প্রাণ ওষ্ঠাগত। আপনি আমাদের নিয়ে চলুন। ইস্তিসকার নামাজ পড়ুন। বৃষ্টির জন্য। আপনার ও আমাদের রব। আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করুন। এতেই আমাদের মিলবে শান্তি ও স্বস্তি ।

হযরত মুসা (আ.) আহবান জানালেন। বিপুল সংখ্যক বনী ইসরাইল সাড়া দিলেন। তাদেরকে সাথী করে চলে গেলেন মাঠে। জামায়াতের সাথে ইসতিস্কার নামাজ পড়লেন। অনেক কান্না কাটি করলেন। দু'আ করলেন আল্লাহ্‌র কাছে। কাজের কাজ হলো না কিছুই। বৃষ্টি হলো না একটুও। জবাবও এলোনা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোনো। প্রথম দিনের ফলাফল শূন্য। দ্বিতীয় দিন নামাজ পড়লেন। কান্নাকাটি করে দু'আ করলেন। কাজের কাজ কিছুই হলো না। তৃতীয় দিনও নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষ। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দু'আ করলেন। দু'আ শেষ হলো। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ওহী এলো। আল্লাহ্ জানালেন তাঁর নবীকে। ওহীর ফিরিশতা হযরত জিবরাইলের (আ.) মাধ্যমে।

হে মুসা (আ.)! তোমার দলে। সমবেত লোকদের মধ্যে একজন লোক আছে। যে কখনো আল্লাহ্‌র নাম মুখে আনেনি। নামাজ পড়েনি। কখনো করেনি কোনো ইবাদাত। আজকের এ দিনের আগে। সে সর্বদাই লিপ্ত ছিলো অত্যন্ত জঘন্য ও ঘৃণিত পাপ কাজে। পাপী লোকটিকে দল থেকে বের করে দাও। নামাজ পড়ো। দু'আ করো। নতুবা আমি কবুল করবোনা। নামাজ ও দু'আ। দিবোনা প্রার্থীত বৃষ্টি।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী হযরত মুসা (আ.)। সমবেত সবাইকে জানালেন। আল্লাহ্‌র ওহীর কথা। তিনি বললেন। হে লোক সকল! তোমরা শুনো। মহান আল্লাহ্ আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন। আমাদের মধ্যে একজন জঘণ্য পাপী আছে। যে জন্য আল্লাহ্ দু'আ কবুল করছেন না। তবে আল্লাহ্ সে ব্যক্তির নাম বলেন নি। তবে আমরা তো সবাই নিজের কৃত কর্মের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। ওয়াকিবহাল ঐ ব্যক্তি নিজেও। দেশ ও দেশের জনগণের স্বার্থে। আমি তাকে স্থান ত্যাগের জন্য। আমাদের জামায়াত থেকে সরে যাওয়ার জন্য। বিশেষ ও বিণীতভাবে অনুরোধ করছি।

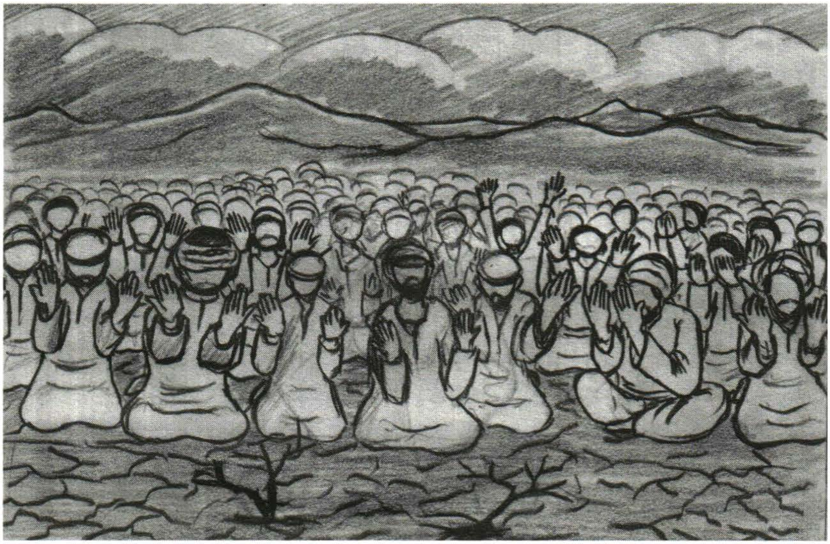

হযরত মুসা (আ.) বার বার অনুরোধ জানালেন। আবেদন ও নিবেদন করলেন। ফলাফলশূন্য। ফলোদয় হলো না কোনো। অরণ্যে রোদন হলো হযরত মুসার (আ.) এর অনুরোধ। তাঁর আবেদনে কাজ না হলেও। কয়েক ঘণ্টা যেতে না যেতেই। আকাশে মেঘের আনাগোনা শুরু হলো। কালো মেঘের ঘনঘটায় আকাশ ছেয়ে গেলো। বইতে থাকলো হিম শীতল ঠাণ্ডা বাতাস। শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। ভরে গেলো খাল-বিল। ডোবা-পুকুর। নদী নালা ফিরে এলো শান্তি ও শস্তি। শীতল হলো মানুষের দেহ ও মন।

কারো সুখ হলেও কারো জন্য দুঃখ। এ যেনো প্রবাদ বচন 'কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ'। মানুষের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হলো প্রত্যাশিত বৃষ্টির জন্য। বেকায়দায় পড়লেন হযরত মুসা (আ.)। দুঃখ ভারাক্রান্ত তাঁর অন্তর। হৃদয় আকাশে যেনো কালো মেঘের শক্ত অবস্থান। হযরত মুসার (আ.) নবুয়াতের দাবী। ওহীর নির্দেশনা যেনো সবই আজ মিথ্যা(?) লজ্জা আর শংকা সবকিছুই একাকার হয়ে ফুটে ওঠে তাঁর উজ্জ্বল চেহারায়।

হযরত মুসার (আ.) বার বার অনুরোধ। বিফলে গেলো। লোকজনের সমাগম থেকে বের হলো না কেহ। কোনো পাপী। আল্লাহ্ তা'য়ালার ওহী এলো। পাপী বের না হলে হবে না দু'আ কবুল। হবে না বৃষ্টি। অথচ পাপী বের না হলেও বৃষ্টি? এখন কি হবে ওহীর সত্যতার? এ চিন্তায় বিভোর হযরত মুসা (আ.)। এখন যে তাকে হতে হবে মিথ্যাবাদী। ওহী ও নবীর মিথ্যা দাবিদার? লোকেরা বলবে মিথ্যাবাদী। করবে ঘৃণা। এখন কি হবে তাঁর? কি জবাব দেবে মানুষের কাছে। হাজারো চিন্তা ভর করছে হযরত মুসার (আ.) মাথায়।

হযরত মুসা (আ.) ফরিয়াদ করলেন মহান আল্লাহ্র দরবারে। হে পরোয়ারদেগার! সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। সকল সৃষ্টির স্রষ্টা। তুমি কি করলে এটা? কেহ চলে গেলো না আমাদের থেকে? অথচ দিলে মুষলধারে বৃষ্টি? হযরত মুসার (আ.) কথা শুনলেন। মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা। জবাবে তিনি বললেন। হে মুসা! তুমি যখন বার বার আহ্বান জানালে। পাপীকে স্থান ত্যাগের জন্য। জামায়াত থেকে দূরে সরে যেতে। পাপী ব্যক্তি তখন পাপের জন্য অনুশোচনা করলো। তাওবাহ করলো মনে মনে।

আমার কাছে বিনয়ের সুরে বললো। হে আল্লাহ্! গাফুরুর রাহিম। রহমান ও রাহীম। তাওবাহ কবুলকারী। বান্দাহর ইজ্জত ও সম্মান দান কারি। এতো লোকের মধ্যে আপনি আমাকে করবেন না অপমান। অপদস্থ ও অসম্মান। আমি আপনার একজন বান্দাহ্ ও গোলাম। সাথে সাথে এ দু'আও করলো সে। আমার জন্য পুরো দেশবাসিকে কষ্ট দিবেন না। আমাকে মাফ করুন। আমাদের কাঙ্খিত বৃষ্টি দিন। আমাদের হৃদয় ও মন শীতল করুন। আবার সবুজ ও সতেজ করুন আমাদের এই সুন্দর ভূবন।

মহান আল্লাহ্ বললেন। হে মুসা! আমার দয়া হলো। তার অনুশোচনায় আমি খুশি হলাম। আমি তার তাওবাহ কবুল করলাম। তাকে মাফ করে দিলাম। তাকে মুক্ত করলাম অপমাণ ও অপদস্থ হওয়া থেকে। তার দু'আ কবুল করলাম। দিয়ে দিলাম। তোমার জাতির সুরক্ষায়। করুণা সিক্ত করলাম। মুষলধারে বৃষ্টি দিয়ে। দেখিয়ে দিলাম বিশ্বজগতকে। এভাবেই আমি পাপীদের তাওবাহ কবুল করি। ক্ষমা করি তাদের পাপসমূহ। করুণা দিয়ে করি তাদের অভিসিক্ত ও ধন্য।

(বুখারী শরীফ অবলম্বনে)

প্রশ্ন.

১. বনী ইসরাইলের লোকেরা হযরত মুসা (আ.) কে কি বললো?
২. হযরত মুসা (আ.) লোকদের নিয়ে কি করলেন?
৩. হযরত মুসার (আ.) দু'আর জবাবে আল্লাহ্ কি বললেন?
৪. হযরত মুসা (আ.) কতদিন ইস্তিস্কার নামাজ ও দু'আ করেছিলেন?
৫. পাপী ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে কি দু'আ করেছিলো?

www.pathagar.com

হযরত খিজির (আ.) এর বদান্যতা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন। একদা আল্লাহ্র নবী হযরত খিজির (আ.) বাজারে হাটছিলেন। এমন সময় আসলেন একজন ক্রীতদাস। সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে বললেন হযরত খিজির (আ.) কে। হে পথিক! আমি একজন কেনা গোলাম। আমার মনিব আমাকে মুক্ত করবেন। দিতে হবে চারশো দিরহাম। আমার কাছে নেই এক কপর্দকও। মুক্তিপণের জন্য আপনার কাছে সাহায্য চাই। অবশ্যই আল্লাহ্ আপনার কল্যাণ করবেন।

হযরত খিজির (আ.) বললেন। আমার কাছে নেই কানাকড়িও। অর্থশূন্য হাত আমার। তুমি আমাকে মাফ করো। তবে জেনে রেখো। আল্লাহ্র যা ইচ্ছা তা কোনো না কোনোভাবে সম্পন্ন হবেই। ক্রীতদাসটা ছাড়লেন না কোনোভাবেই। হযরত খিজির (আ.) কে তিনি বললেন। আমি আল্লাহ্র দোহাই দিচ্ছি। আমি আপনার চেহারায় দানশীল ও মহানুভব ব্যক্তির লক্ষণ দেখছি। আমি আপনার কাছে কিছু সাহায্য চাই।

হযরত খিজির (আ.) আবারো অক্ষমতা প্রকাশ করে বললেন। আমার কোন সক্ষমতা নেই। যদি পারো আমাকে দাস হিসেবে বিক্রি করো। বিক্রি করা টাকা দিয়ে তুমি মুক্ত হও। ক্রীতদাসটি বললো। এটা কি আমার জন্য উচিত হবে? হযরত খিজির (আ.) বললেন অবশ্যই। তুমি ভাই! গুরুতর বিপদে পড়েছো। আমার কাছে সাহায্য চেয়েছো। তোমাকে সাহায্য করা আমার নৈতিক দায়িত্ব। তুমি তাড়াতাড়ি আমাকে বিক্রি করো।

হযরত খিজির (আ.) কে সত্যি সত্যিই চারশো দিরহামে বিক্রি করা হলো। বিপত্তি হলো অন্য জায়গায়। যিনি হযরত খিজির (আ.) এর মনিব হলেন। তিনি কোন কাজ দিচ্ছেন না। শুধু অতিথির মতো আদর যত্ন করে লালন পালন করছেন। কিছুদিন পর হযরত খিজির (আ.) বললেন। হে মনিব! আপনি তো আমাকে কাজের জন্য কিনেছেন। আমাকে কোনো কাজ দিচ্ছেননা কেন? আমাকে আপনি কাজ দিন।

মনিব বললো। আপনি একজন বৃদ্ধ লোক। আমার বিবেক বাঁধা দেয়। আপনাকে কাজে লাগিয়ে কষ্ট দিতে চাইনা। হযরত খিজির (আ.) বললেন। বারে! আশ্চর্য কথা! আমার কষ্ট হবে কেন? আপনি কাজের আদেশ করে দেখুন। মনিব বললো। বেশ, তাহলে আপনি এই পাথরটি সরিয়ে ওখানটায় রাখুন। মনিব এ আদেশ দিয়ে চলে গেলেন বাড়ীর বাইরে।

মনিব একঘণ্টা পর এসে দেখলেন। যে পাথরটি সরাতে কমপক্ষে ছয়জন শ্রমিকের একদিন লাগার কথা। সেটি বৃদ্ধ সরালেন মাত্র একঘণ্টায়। তাজ্জব

www.pathagar.com

হলেন তিনি এবং বললেন। আপনি চমৎকার কাজ করেছেন। এতো বড়ো শক্ত কাজ করার ক্ষমতা আপনার আছে? এটি ছিলো আমার ধারণারও বাইরে।

আর ক'দিন পর। মনিবের প্রয়োজন হলো প্রবাসে যাওয়ার। হযরত খিজিরকে (আ.) বললেন। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। আপনি একজন একান্ত বিশ্বস্ত। একনিষ্ঠ সৎ ও আমানতদার ব্যক্তি। আমার অবর্তমানে আমার পরিবারপরিজনকে দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করবেন। ন্যায় সংগত আচরণ সহকারে। বৃদ্ধ কৃতদাস বললো। আরো কোনো কাজ থাকলে বলুন। মনিব বললো। আপনাকে বেশি কাজ দিয়ে কষ্ট দেয়া আমার পছন্দ নয়। তিনি বললেন। বলুন আপনি। আমার কোন কষ্ট হবে না।

মনিব বললো। আচ্ছা ঠিক আছে। আমার ঘরের ভিত তৈরির অপেক্ষায় রয়েছে। সম্ভব হলে, কষ্ট মনে না করলে কিছু ইট লাগিয়ে ভিতের কাজ করে রাখবেন। সফর শেষ। মনিব ফিরে এলেন বাড়ীতে। অবাক বিস্ময়ে তিনি দেখলেন। আশ্চর্য ও অভিভূত হলেন। স্বল্প সময়ে বৃদ্ধলোক সম্পূর্ণ ঘরের ভিতের কাজ সম্পন্ন করেছেন। মনিব বৃদ্ধ কৃতদাসকে ডেকে বললেন। আল্লাহ্‌র দোহাই। আপনি কে? কি আপনার পরিচয়? আপনার গুরু রহস্য কি? আমাকে খুলে বলুন। হযরত খিজির (আ.) বললেন। তাহলে শুনুন! আপনি যেভাবে আমাকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়েছেন। ঠিক তেমনভাবে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে একজনের প্রার্থনা আমাকে ক্রীতদাস বানিয়েছে। আমি কে? কি আমার পরিচয়? তা জানাচ্ছি আপনাকে। আপনি হয়তো আমার নাম নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন। আমি আল্লাহ্‌র নবী। আমার নাম খিজির।

আমি কপর্দকশূন্য ছিলাম। আমার কাছে একজন কৃতদাস আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে তার মুক্তির জন্য সাহায্য চাইলো। আমি আমার দুর্বলতা ও অক্ষমতা জানালাম।

www.pathagar.com

সে নাছোড়বান্দা। সে আমাকে ছাড়লো না। পুনরায় আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে মিনতি জানালো। কিছু সাহায্যের জন্য। তখন আমি সোপর্দ করি আমাকে। তার মালিকানায়। তখন সে আমাকে বিক্রি করে। আপনার ক্রীতদাস বানায়। আমি এটাও আপনাকে জানাতে চাই। যদি কোনো ব্যক্তি কারো কাছে সাহায্য চায় আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে। দিতে সক্ষম হলেও বঞ্চিত করে সাহায্য প্রার্থীকে। তাহলে ঐ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র কাছে হাজির হবে। দেখতে অদ্ভূত। বিকৃত ও খারাপ চেহারায়। জীর্ণশীর্ণ ও হাড্ডিসার কংকাল দেহে।

হযরত খিজির (আ.) এর দাওয়াতী বক্তব্য শেষ। ঈমানী আলোয় উদ্ভাসিত হলো মনিবের মন। চেহারায় ফুটে ওঠলো আলোর আভা। সহসাই বলে ওঠলেন তিনি। ওহে আল্লাহ্‌র নবী! আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ্‌ এবং আপনার ওপর। আমি দুঃখিত। আমি লজ্জিত। আমার অজ্ঞতার জন্য। না জেনে শুনে আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্য। হযরত খিজির (আ.) বললেন। এসব কি বলছেন আপনি? আপনি যা করেছেন। তা করেছেন সততার সাথে। এতে আপনার কোনো দোষ কিংবা অপরাধ হয়নি মোটেও। তখন মনিব বললো। হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি আমার সহায় সম্পদ। পরিবার পরিজন, স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে, সন্তান, সম্পর্কে যেমনটা ভালো মনে করেন। আদেশ দিলে আমি সে অনুযায়ী কাজ করবো। আর আপনি যদি মুক্তি চান তাহলে মুক্ত করে দিবো। হযরত খিজির (আ.) বললেন। আমার আশা। আপনি আমাকে মুক্তি দিবেন। যাতে আমার আসল মনিব আল্লাহ্‌ তায়ালার ইবাদাতে মশগুল থাকতে পারি।

অতঃপর লোকটি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলেন। আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে হযরত খিজির (আ.) কে মুক্ত করে দিলেন। তিনি হলেন মুক্ত ও স্বাধীন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন। আমি আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি। যিনি আমাকে মানুষের গোলামীর শিকল পায়ে পড়ার পর তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। সুযোগ দিয়েছেন মানুষের গোলামীর পরিবর্তে। মণিবের মণিব আল্লাহ্‌র গোলামী করতে। ইবাদাতে মশগুল থাকতে। (তাবারানি, তারগিব ও তাহরিব অবলম্বনে)

প্রশ্ন.

১. দাসমুক্তির জন্য কোন্‌ নবী নিজেকে সোপর্দ করলেন?

২. কোন্‌ কাজ হযরত খিজির (আ.) একা এক ঘণ্টায় করেছিলেন?

৩. হযরত খিজির (আ.) কে প্রবাসে যাওয়ার সময় মনিব কি কাজ দিয়েছিলেন?

৪. হযরত খিজির (আ.) এর বৈশিষ্ট্য কি ছিলো?

৫. হযরত খিজির (আ.) মুক্ত হওয়ার পর কি বলেছিলেন?

www.pathagar.com

বেপরোয়া কথা মানুষকে জাহান্নামী করে

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমি নবী করিমকে (সা.) বলতে শুনেছি। বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের মধ্যে দু'জন লোক ছিলো। যারা চলতো একজন অপরজনের ছায়ার মতো। তাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বের ভাব। দৃঢ় ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধন। চলা-ফেরা। ওঠা-বসা। কাজকর্ম বলতে গেলে সবই হতো একসাথে। গলায় গলায় ভাব আর কি!

হলে কি হবে? তাদের মধ্যে একজন ছিলো খুবই আল্লাহভীরু। পরহেজগার। ইবাদাত বন্দেগীতে খুবই সচেতন ও একনিষ্ঠ। গুনাহর কাজ চলতো এড়িয়ে। পাপ ও গুনাহ্‌র কাজ থেকে দূরে থাকতো সবসময়। পালন করতো ইসলামের হুকুম আহকাম। অন্যদেরকেও উৎসাহিত করতো। ভালো কাজ করতে। বাধা দিতো খারাপ কাজ করতে। মানে আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার এর দায়িত্ব পালন করতেন তিনি।

অপর বন্ধুটিও ভালো ভালো কাজ করতেন। সাথে সাথে পাপ কাজও করতো সে অবলীলায়। পরহেজগার বন্ধু বাঁধ সাধতেন পাপ কাজে। বিরত রাখার চেষ্টা করতেন তাকে। বিরত থাকতেনও অনেক সময়। আবার অনেক সময় চালিয়ে যেতো তার পাপের কাজ। দ্বিধাহীনচিত্তে। অপর একদিনের ঘটনা। পাপ কাজে অভ্যস্ত লোকটি শুরু করতে ছিলো পাপের কাজ। বাঁধা দিলেন ভালো বন্ধুটি। ঠিক আগের মতোই। হিতে বিপরীত হলো বিষয়টি। রেগে মেগে ক্ষেপে ওঠলেন তাঁর বন্ধু, খারাপ লোকটি।

দেখো! অনেক হয়েছে। তুমি আমার পিছু লেগেছো। সাবধান! তুমি আমার পিছনে লেগে থাকবে না। আল্লাহ্‌র জন্য আমার রাস্তা ছেড়ে দাও। আমাকে আমার কাজ করার স্বাধীনতা দাও। আল্লাহ্ কি আমার ওপর দারোগা বানিয়ে পাঠিয়েছে তোমাকে? তুমি কি প্রশাসক? তুমি অহেতুক এসব করছো কেন? তোমার কি অন্য কোনো কাজ নেই? সব সময় আমার পিছু লেগে আছো? ভালো মন্দতো আমিও বুঝি।

ভালো বন্ধুটি হলো হতভম্ব! কিংকর্তব্যবিমূঢ়! ভালো বলতে গিয়ে কি খারাপ হলো? ভুলে গেলো একথাটি। শেষ ভালো যার সব ভালো তার। গুনাহ্ নিঃসন্দেহে খারাপ কাজ। তাই বলে সব সময় উচিত না। গুনাহর কারণে গুনাহগারকে ঘৃণা করা। খারাপ কাজ দেখলেই লোকটিকে খারাপ মনে করা। কোনো গুনাহর কারণে কোনো ব্যক্তিকে সন্দেহের চোখে দেখা উচিত নয়।

www.pathagar.com

হতে পারে গুনাহগার লোকটির নেক আমল অনেক বেশি। কোনো নেক আমলের বদৌলতে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ্ কাকে কোনো কারণে ক্ষমা করবেন। কাকে করবেন না। কাকে হিদায়াত দিবেন। কাকে হিদায়াত দিবেন না। কার পরিণতি সর্বশেষ কি হবে? আল্লাহ্ই ভালো জানেন। অনেক আল্লাহ্ ওয়ালা লোকও গুনাহ্গার হয়ে মারা যায়। আবার অনেক পাপী লোকও আল্লাহ্ ওয়ালা হয়ে মারা যায়। কাজেই সর্বশেষই বিবেচ্য বিষয়। আর তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। এটা কোনো ব্যক্তি জানে না। ব্যক্তি এটা জানার কথাও না। অথচ আল্লাহ্র নিজস্ব বিষয়টা তুলে নেন অনেকে নিজের হাতে। কথা-বার্তায় থাকে না লাগাম। এটা অনেকটা খোদার ওপর খোদাগিরির মতোই। এখানেও হলো সেটাই। খারাপ বন্ধুটির কথায়। রাগ হয়ে গেলেন ভালো বন্ধুটি। রাগের মাথায় অগ্রপশ্চাত না ভেবে বলে ফেললেন। গুনাহগার বন্ধুর কথার জবাব দিলেন। আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তোমাকে কোনভাবেই ক্ষমা করবেন না। তুমি ক্ষমা পাবে না কোনো দিন। জান্নাতেও যেতে পারবে না কখনো। অবিবেচনা প্রসূত কথাটি পছন্দ হয়নি আল্লাহ্র। ভালো লোকটির ওপর রাগ হলেন তিনি।

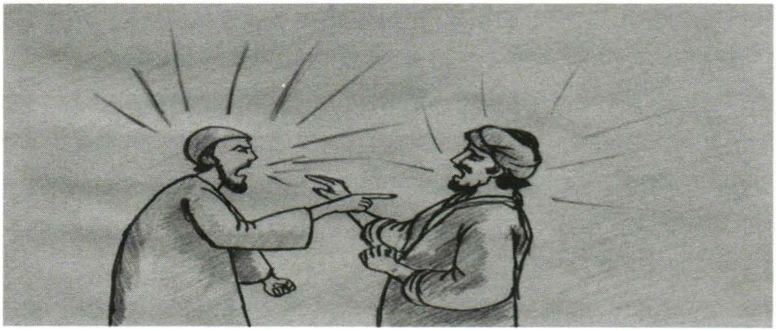

সকল সৃষ্টির স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'য়ালা। জীবন মৃত্যুর বাগডোর আল্লাহ্রই হাতে। যখন যাকে ইচ্ছা জীবন দান করেন। আবার যাকে যখন ইচ্ছা মৃত্যু দিয়ে নিয়ে যান তাঁরই কাছে। অমোঘ এই সত্য নিয়ম জুটলো দু'বন্ধুর ভাগ্যে। জীবন সূর্য ডুবে গেলো তাদের । মৃত্যুর অমিয় সুধার পেয়ালা পান করলো তারা। তাদের রুহ কবজ করলেন মৃত্যুর ফিরিশতা হযরত আজরাইল (আ.)। তাদের রূহ নিয়ে হাজির করা হলো সকলের প্রভূ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে।
আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা। তার রাগের প্রাকাশ ঘটালেন। আল্লাহ্ ওয়ালা হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করা ব্যক্তিকে বললেন। তুমি কি আমার ফয়সালা জানতে? আমার এখতিয়ারভূক্ত জিনিসে তুমি কি কিছু করতে সক্ষম? তোমার যা

www.pathagar.com

ইচ্ছা তাই করবে? ইচ্ছামতো কাহাকেও ক্ষমা করে দিবে? ইচ্ছা না হলে কাহাকেও ক্ষমা করবে না? যাকে ইচ্ছা জান্নাত দিবে? আর যাকে ইচ্ছা জান্নাত থেকে করবে বঞ্চিত? মোটেই ঠিক না। এমন সব অবাঞ্চিত কথা-বার্তা। কাজেই এমন কথার জন্য ভোগ করো জাহান্নামের কষ্টদায়ক শাস্তি। অন্যকে জান্নাত থেকে মাহ্‌রুম করছিলে পাঠিয়েছিলে জাহান্নামে। আমার ক্ষমতার অংশীদার হয়েছিলে তুমি। আমার ক্ষমতা ব্যবহার করছিলে তোমার মতো করে। বেপরোয়া কথা বলার জন্য। ধবংস করা হলো তোমার সকল ইবাদাত। সকল নেক ও ভালোকাজ। শেষ হয়ে গেলো তোমার সব বন্দেগী। শেষ হলে তুমি নিজেই। তোমার ভালো কাজের অহংকারের কারণে। এবারে জাহান্নামে যাও! বুঝ ভালো কাজের বাহাদুরীর মজা? আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ব্যবহার করে আজে বাজে কথার ফলাফল। এই কথা বললেন। মহান আল্লাহ্‌ তা'য়ালা। ইবাদাত বন্দেগীতে মশগুল ভালো লোকটিকে।

আর মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা পাপ কাজে লিপ্ত গুনাহ্‌গার ব্যক্তিকে বললেন। আমি আমার ক্ষমতায় এবং নিজ গুণে তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম। মাফ করে দিলাম তোমার যাবতীয় অন্যায় ও অসৎকাজের অর্জিত গুনাহসমূহ। পাপী হিসেবে তুমি দুনিয়ায় পরিচিত হলেও আজ তুমি পাপ মুক্ত। যাও! চি.....র সুখের জান্নাতে। ভোগ করো আমার বেশুমার নিয়ামত।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন। ঐ মহান জাতে পাক মহান আল্লাহ্‌র কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! ইবাদাত ও সৎকাজকারী এমন কথা বলেছে। যা মহান আল্লাহ্‌র ক্ষমতার সাথে সুস্পষ্ট অংশীদারি। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার রাগের কারণ। যা পুড়ে দিয়ে শেষ করেছে তার নেক আমল। বরবাদ করেছে তার দুনিয়া ও আখিরাত।

জান্নাত হারাম করে পাঠিয়ে দিয়েছে চির শাস্তির পুঁতিগন্ধময় জাহান্নামে। সুতরাং আমাদের সবার কর্তব্য হচ্ছে। কথা বলার পূর্বেই ভেবে দেখা উচিত। কি কথার কি অর্থ। আর এর ফলাফলই বা কি হতে পারে। মানে ভাবিয়া বলিও কথা। বলিয়া ভাবিওনা। (আবু দাউদ ও মুসলিম শরীফ অবলম্বনে)

প্রশ্ন.

১. কাহাকেও জান্নাত বা জাহান্নাম দেয়ার কাজটি কার?
২. ইবাদাতকারী ব্যক্তির শেষ পরিণতি কি হয়েছিলো?
৩. ইবাদাতকারী ব্যক্তি জাহান্নামে যাওয়ার কারণ কি?
৪. গুনাহ্‌গার ব্যক্তিকে আল্লাহ কি বলেছিলেন?
৫. কথা-বার্তার আগে আমাদের কি করা উচিত?

www.pathagar.com

মুসলিম ভিলেজ এর প্রকাশিত বইসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক	হাদিয়া
০১	রাসূল (সা.)-এর ২০০শত সোনালী উপদেশ	আব্দুল মালেক মুজাহিদ	৩০০ টাকা
০২	সোনালী বর্ণ	আব্দুল মালেক মুজাহিদ	৩৩০ টাকা
০৩	দ্যা ব্যাটল অব কাদিসিয়া	আব্দুল মালেক মুজাহিদ	২০০ টাকা
০৪	রাসূল সা. জীবনের শেষ ১০০শত দিনের অসিয়তসমূহ	সালেহ ইবন আব্দুর রহমান আল হুসাইন ও আব্দুল আজীজ ইবন আব্দুল্লাহ আল-হাজ	২৫০ টাকা
০৫	বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ	ড. আহমাদ ইবন উসমান আল যাযইয়াদ	১৮০ টাকা
০৬	শব্দার্থে হিসনুল মুসলিম	সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী	১৪০ টাকা
০৭	দীদারে কাবা, হজ্ব, উমরাহ ও যিয়ারতে আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী	আলহাজ্ব, মোঃ মঞ্জুরুল হাসান ভূঁইয়া	৫০০ টাকা
০৮	ইসলামকে বুঝতে [সংক্ষিপ্ত সচিত্র নির্দেশিকা]	আই. এ. ইবরাহীম	২৪০ টাকা
০৯	Arabic Grammar & Composition	অধ্যাপক ডাঃ এন এ কামরুল আহসান	২৫০ টাকা
১০	UNDERSTANDING ARABIC(আল কুরআন আরবী বুঝে পড়া)	অধ্যাপক ডাঃ এন এ কামরুল আহসান	২৫০ টাকা
১১	মোটিভেশনাল মোমেন্টস (অনুপ্রেরনার মুহূর্তগুলো)	মুফতি ইসমাঈল মেন্‌ক	৪৫০ টাকা
১২	মোটিভেশনাল মোমেন্টস-২ (অনুপ্রেরনার মুহূর্তগুলো-২)	মুফতি ইসমাঈল মেন্‌ক	৪৫০ টাকা
১৩	অন্যদের চোখে ইসলাম	আহমাদ রিফ'আত	টাকা
১৪	ম্যালকম এক্স (একটি নাম একটি ইতিহাস)	অনুবাদঃ ইমাম হোসেন	টাকা
১৫	ইসলামের দৃষ্টিতে লিডারশীপ	প্রফেসর ড. জামাল আল বাদাবী	টাকা
১৬	পবিত্র আত্মার সন্ধানে	মোঃ মাহবুবুর রহমান	২৩০ টাকা
১৭	আল্লামা ইকবাল কবি ও নকীব	আবু জাফর	২৩০ টাকা
১৮	আল-মাহদিঃ সত্য নাকি কল্পনা?	ড. মুহাম্মদ আহমেদ বিন ইসমাইল আল-মুকদ্দম	টাকা
১৯	রাসূলুল্লাহর সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লামের চিকিৎসা পদ্ধতি	ইমাম ইবনে কাউয়্যুম আল জাউজিয়া অনুবাদকঃ ডাঃ মোঃ হাবিবুজ্জামান	টাকা

মুফতি কাজী মুহাম্মদ ইবরাহীম

০১	আল কুরআন অর্থানুবাদ (সূরা আল বাইয়্যিনাহ থেকে সূরা আন নাস ও সূরা আল ফাতেহা)	টাকা
০২	ইসলামে আমাদের জানা-অজানা (১ম খন্ড)	২৬০ টাকা
০৩	তাওহীদ জিজ্ঞাসা জবাব-১	২৫০ টাকা
০৪	ঈমান ও ঈমান ভাঙ্গার কারন	১২০ টাকা
০৫	সালাতের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব দোয়া পড়তেন	৭০ টাকা
০৬	ইকামাতুস সালাত ১	১০০ টাকা
০৭	ইমাম আবু হানীফা এবং প্রকৃত হানাফী মাযহাব	১৩৫ টাকা
০৮	জুম'আর খুতবা	টাকা
০৯	জীবন ঘনিষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন-উত্তর - ১,২,৩	টাকা

www.pathagar.com

আনসারি স্মরনিকা সিরিজ

০১	ইসলামি দৃষ্টিকোণে আধুনিক যুগে ইয়াজুজ ও মাজুজ	ইমরান নযর হোসেন	৩৬০ টাকা
০২	বর্তমান বিশ্বে আখেরী জামানার আলামত	ইমরান নযর হোসেন	২২০ টাকা
০৩	স্বর্ণ দিনার ও রৌপ্য দিরহাম	ইমরান নযর হোসেন	৫০ টাকা
০৪	জর্জ বার্নার্ড শ এবং একজন ইসলামি চিন্তাবিদ	ইমরান নযর হোসেন	৭০ টাকা
০৫	ইসলামে স্বপ্ন	ইমরান নযর হোসেন	১০০ টাকা
০৬	রমযান: মুসলিমের ক্ষমতায়ন	ইমরান নযর হোসেন	৬০ টাকা
০৭	পবিত্র কুরআন অধ্যয়নের মৌলিক পদ্ধতি	ইমরান নযর হোসেন	৩৭০ টাকা
০৮	দাজ্জাল, পবিত্র কোরআন, এবং আওয়াল আয-যামান	ইমরান নযর হোসেন	৩৯০ টাকা
০৯	আমেরিকাতে ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার প্রেক্ষিতে মুসলিম প্রতিক্রিয়া	ইমরান নযর হোসেন	১৫০ টাকা
১০	মালহামা, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আরমাগেডন এবং সমকালীন প্রসঙ্গ	ইমরান নযর হোসেন	৩৫০ টাকা
১১	কুর'আনের দৃষ্টিতে ইব্রাহিম (আঃ)-এর ধর্ম ও ইসরাইলি রাষ্ট্র	ইমরান নযর হোসেন	টাকা
১২	সূরা আল-কাহাফ, মূল আরবী পাঠ, অনুবাদ ও ভাষ্য	ইমরান নযর হোসেন	টাকা
১৩	এক জামাত, এক আমির: ফিতনার যুগে মুসলিমদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	ইমরান নযর হোসেন	টাকা
১৪	আখিরুজ্জমানে খিযির (আঃ)-এর পদচিহ্ন সন্ধান	ইমরান নযর হোসেন	টাকা

শিশুকিশোরদের জন্য

০১	শিশুতোষ আল কুরআনের গল্প-২	এস. এম. রুহুল আমীন	১৩০ টাকা
০২	শিশুতোষ আল-হাদীসের গল্প-১	এস. এম. রুহুল আমীন	১৪০ টাকা
০৩	জান্নাত কি?	অনুবাদক ঃ ডাঃ মোঃ হাবিবুজ্জামান	১২০ টাকা
০৪	হযরত ঈসা (আঃ) এর গল্প	অনুবাদক ঃ ডাঃ মোঃ হাবিবুজ্জামান	১২০ টাকা
০৫	নূহ (আঃ)-এর মহাপ্লাবনের গল্প	অনুবাদক ঃ ডাঃ মোঃ হাবিবুজ্জামান	১২০ টাকা
০৬	আদম (আঃ) এবং হাওয়া (আঃ)	অনুবাদক ঃ ডাঃ মোঃ হাবিবুজ্জামান	১২০ টাকা
০৭	হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কিভাবে আল্লাহকে চিনতে পারল	অনুবাদক ঃ ডাঃ মোঃ হাবিবুজ্জামান	১২০ টাকা
০৮	সম্মানিত অতিথিরা	অনুবাদক ঃ ডাঃ মোঃ হাবিবুজ্জামান	১২০ টাকা
০৯	আসহাবে কাহাফের কাহিনী	অনুবাদক ঃ ডাঃ মোঃ হাবিবুজ্জামান	১২০ টাকা
১০	ধৈর্য্যশীল এক ব্যক্তির গল্প	অনুবাদক ঃ ডাঃ মোঃ হাবিবুজ্জামান	১২০ টাকা
১১	লোহার প্রাচীর	ইঞ্জিনিয়ার মাসুদ জাহাঙ্গীর	১২০ টাকা
১২	ফেরেশতাদের দোয়া	ইঞ্জিনিয়ার মাসুদ জাহাঙ্গীর	১২০ টাকা
১৩	ছোটদের মহান খলিফাগন (৪ খলিফার জীবনী)	অনুবাদক ঃ ডাঃ মোঃ হাবিবুজ্জামান	টাকা
১৪	আমার প্রথম কুরআনের গল্প	অনুবাদক: শাহীনূল রহমান	টাকা
১৫	ত্যাগের অনন্য দৃষ্টান্ত হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ)	অনুবাদক: মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	টাকা
১৬	সাহাবীদের জীবনী অবলম্বনে শুভ রাত্রির গল্প	অনুবাদক: আকতার হোসাইন	টাকা
১৭	ইব্রাহিম (আঃ)-এর সফর	অনুবাদক ঃ ডাঃ মোঃ হাবিবুজ্জামান	১২০ টাকা
১৮	নামাজ কিভাবে পড়তে হয়	অনুবাদক ঃ ডাঃ মোঃ হাবিবুজ্জামান	১২০ টাকা
১৯	হযরত সোলেমান (আঃ)-এর কাহিনী	অনুবাদক ঃ ডাঃ মোঃ হাবিবুজ্জামান	১২০ টাকা
২০	ইয়াকুব (আঃ) ও ইউনুছ (আঃ) এর কাহিনী	অনুবাদক ঃ ডাঃ মোঃ হাবিবুজ্জামান	১২০ টাকা
২১	মহৎ ব্যক্তি এবং তার সন্তান	ইঞ্জিনিয়ার মাসুদ জাহাঙ্গীর	১২০ টাকা

www.pathagar.com

আল হাদীসের গল্প-১

বিশিষ্টজনদের অভিমত

'আল হাদীসের গল্প-১' এস. এম রুহুল আমীন এর ব্যতিক্রমধর্মী শিশু সাহিত্য। বইটি হেরার আলোয় আলোকিত মানুষের শিক্ষণীয় ঘটনাবলীর সমাহার মাত্র। যা থেকে শিখবে আগামী দিনের সোনামনিরা। অভাব পূরণ করবে সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের কাঙ্খিত সোনার মানুষের। সুন্দর মন ও সোনার মানুষে ভরে উঠুক আমার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ। এরকম সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টিতে লেখকের কলম চালু থাকুক অনাদিকাল। বইটির পাঠক প্রিয়তা হবে আগের মতোই। এ আমার প্রত্যাশা।

(কবি আল মাহ্‌মুদ)
বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ কবি

'আল হাদীসের গল্প-১' শিশুতোষ এ বইটির উপপাদ্য হচ্ছে সোনালী দিনের সোনার মানুষদের যতসব সুন্দর ঘটনাবলী, শব্দের তুলিতে এর চিত্রায়ন, তথা যেসব কাহিনী কালোত্তীর্ণ ও কালজয়ী আদর্শের মূর্তপ্রতীক। যা নাকি যুগ যুগ ধরে সত্য ও সুন্দর হিসেবে স্বীকৃত মূলতঃ বাছাই করা হয়েছে সেসব কাহিনীগুলোই।
এস. এম. রুহুল আমীন বিরচিত পূর্বের বইগুলোও আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। আগামী প্রজন্মকে কুরআন সুন্নাহর আলোয় আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই বইগুলোর পেছনে মূল উদ্দেশ্য বলে আমার বিশ্বাস। বিষয়গুলোর সাথে মিল রেখে ছবিগুলোর নির্বাচন কিশোরমনে অতিসহজেই মূলভাব গেঁথে দেয়ায় সহায়ক হবে বলে আশা করি। নতুন প্রজন্ম নিয়ে চিন্তিত অভিভাবকদের জন্য বইটি এক চমৎকার উপহার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আগামী প্রজন্মকে আদর্শিক দিক নির্দেশনার উদ্দেশ্যে বইটি ব্যবহৃত হলেই তবে মহৎ লক্ষ্য অর্জনে লেখকের শ্রম সার্থক হবে বলে আমি মনে করি। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

(প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক)
প্রোভাইস চ্যান্সেলর
আই.আই.ইউসি.

'আল হাদীসের গল্প - ১' নামাঙ্কিত গ্রন্থটি এস.এম রুহুল আমীন রচিত একটি শিশুতোষ গ্রন্থ। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর কথা, কাজ ও অনুমোদনের সমন্বয়ে গঠিত হাদীস শাস্ত্রে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাবলী শিশু-কিশোরদের উপযোগী ভাষায় অত্যন্ত চমৎকারভাবে লেখক উপস্থাপন করেছেন। ইসলামের ইতিহাসখ্যাত সোনালি দিনের সোনালি ঘটনাসমূহ শিশু-কিশোরদের মনে উন্নত ও বলিষ্ঠ চরিত্র গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
আমি গ্রন্থটির সফলতা ও বহুল প্রচার কামনা করি।

ড. ইয়াহ্‌ইয়া মান্নান
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

মুসলিম ভিলেজ
Muslim Village
www.muslimvillagebd.com

ISBN 9 8-984-94258-0-9
9 789849 425809